পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদ তা

জ্ঞানদাস।

জীবনী ও টীকা সমেত।

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

২০নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, "কালিকা যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

বিজ্ঞাপন।

জ্ঞানদাসের কবিতা এবং জীবনী আজ প্রকাশিত হইল। পদ কল্পতরু, পদকল্পলতিকা, গীতচিন্তামণি, পদামৃত সমুদ্র, গীতরত্নাবলী, ক্ষণদা প্রভৃতি গ্রন্থে ২০৯টি পদ প্রকাশিত হইয়াছিল। পদসমুদ্র, লীলাসমুদ্র, পদার্ণব সারাবলী, গীতকল্পতরু এবং আরও ৩।৪ খানি বহু প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ হইতে আরও ১০০টি অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ করিয়াছি। আমি যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই, বৈষ্ণবজগতে ইঁহা আদরণীয় হইলে আমি চরিতার্থ হইব। আমার শারীরিক অসুস্থতা হেতু এবং তীর্থের কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত প্রুফ দেখা ভাল হয় নাই সেই জন্য বিস্তর ভুল রহিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে ছাপার ভুলে অর্থ প্রমাদও ঘটিয়াছে। ভরসা করি পাঠক মহোদয়গণ আমাকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। নিবেদন ইতি।

মেহেরপুর
৫ আশ্বিন, ১৩০২

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক।

সূচীপত্র।

জীবনী।

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী কতক কতক প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু তাঁহাদিগের জীবনী আদৌ হয় নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বহুল ক্লেশ স্বীকার করা অনেক সময় বৃথা হইয়া পড়ে। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ভক্তদিগের জীবনী যাহার পর নাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতুলপুর নামক যে একটী গণ্ডগ্রাম আছে সেখানে কয়েক ঘর গোস্বামী বাস করেন, তাঁহারা মঙ্গল ঠাকুরের বংশ। গোস্বামী প্রভুদের মুখে জ্ঞানদাসের জীবনী কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারা যায় কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে আকাঙ্ক্ষা না মিটিয়া হৃদয়ে ক্লেশ উপস্থিত হয়।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ ভিন্ন অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞানদাসের জীবনী পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদি খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানদাসের নাম ব্যক্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

"পীতাম্বর আচার্য্য, শ্রীদাস দামোদর।
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥"

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত ইন্দ্রাণী নামে যে দেশ আছে, যে দেশে মহাভারত রচয়িতা মহাত্মা কাশীরাম দাস বাস করিতেন, যে স্থানের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে একচক্রা নগর যেখানে শ্রীশ্রীহারাই পণ্ডিতের আলয়ে শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই নগরের পশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে কাঁদড়া গ্রামে বিপ্র কুলে মঙ্গল বংশে জ্ঞানদাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় :—

"রাঢ় দেশে কাঁদড়া গ্রামেতে নাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

বর্দ্ধমান ও বীরভূমে অদ্যাপি "মঙ্গল ব্রাহ্মণ" নামে এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ বাস করেন। জ্ঞানদাস মঙ্গল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কেহ মঙ্গল ঠাকুর কেহ শ্রীমঙ্গল এবং কেহবা মদন মঙ্গল বলিয়া সম্বোধন করিতেন। জ্ঞানদাস শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত।

জ্ঞানদাস শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞাতি বর্গও শ্রীজাহ্নবা দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গোস্বামী পদে অভিহিত হইয়াছিলেন। কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের মঠ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতি বৎসর পৌষ পূর্ণিমায় সেখানে জ্ঞানদাসের দিবসিক উপলক্ষ মহোৎসব হয় এবং তিন দিন মেলা হয়।

হুগলী জেলার অধীন বদনগঞ্জে বাবা আউল মনোহর দাস নামক এক জন পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রায় তিন শত বৎসর জীবিত ছিলেন। সারাবলী গ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ—

"আদি নাম মনোহর, চৈতন্য নাম শেষ।
আউলিয়া হইয়া বুলে, স্বদেশ বিদেশ॥"

মনোহর দাস একজন সুবিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ সকল বদনগঞ্জ নিবাসী মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের পরিকর উদ্ধারণ দত্তের বংশাবতংস শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তি নিধি মহাশয়ের পুস্তকাগারে শোভা পাইতেছে। নির্য্যাসতত্ত্ব এবং পদ সমুদ্র বাবা মনোহর দাসের সংগৃহীত। পদসমুদ্র গ্রন্থখানি অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। ইহাতে ১৫০০০ পদ আছে।

বাবা আউল কোন কুলে কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় না। তিনি সখীভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন সাধন করিতেন। তিনি ঘাঘরা পরিতেন, কাঁচলি বক্ষে আঁটিতেন, সীঁথায় সিন্দূর পরিতেন। নিজে পদ রচনা করিয়া আক্ষেপ করিয়া মুরলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন ঃ—

"শ্যামের মুরলী, হৃদয় খুবলী, করিলি সকল নাশ।

* * * *

যাহার যে রীতি, না ছাড়ে কখন, কহে মনোহর দাস ॥"

পদ সমুদ্র ১৪০৪৩

অদ্যাপি বদনগঞ্জে বাবা আউলের সমাধি আছে।

মনোহর দাস জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন। উভয়ে সর্ব্বদা একত্রে থাকিতেন। উভয়েই শ্রীজাহ্নবার শিষ্য ছিলেন। কোন স্থানে আহ্বান হইলে উভয়েই একত্রে গমন করিতেন। খেতুরীর মহোৎসবে উভয়েই একত্রে গমন করিয়াছিলেন।

"শ্রীল রঘুপতি, উপাধ্যায় মহিধর।

মুরারী, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥"

"নরোত্তম বিলাস।"

খেতুরী হইতে শ্রীজাহ্নবা দেবীর সহিত জ্ঞানদাস শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীজীব গোস্বামী তথায় ইহঁাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

জ্ঞানদাস দার পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার পিতা মাতার নাম জানিতে পারা যায় না। তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যুর সন তারিখও পাওয়া যায় না। ১৬০০ শকে বাবা আউল মনোহর গুপ্ত হন সুতরাং তাহার পূর্ব্বে জ্ঞানদাস জীবিত ছিলেন স্থির করিয়া লইতে হইবে। গোবিন্দ দাস জ্ঞানদাসের পরবর্ত্তী কবি।

মহাত্মা জ্ঞানদাস একজন সুবিখ্যাত পদ কর্ত্তা। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদ অপেক্ষা ইঁহার রচিত পদগুলি নিকৃষ্ট নহে। ইনি বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের রচিত পদগুলির ভাব গ্রহণ করিয়া তাহার অনুকরণে অপূর্ব্ব পদ রচনা করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের পদ গুলি যেমন সুন্দর তেমনি হৃদয়গ্রাহী। পদগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় তিনি একজন পণ্ডিত ও সুরসিক ছিলেন। ইনি অনেক গুলি প্রশ্নদূতীকা পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আজকাল এ ভাবের পদ রচনা বড়ই বিরল। জ্ঞানদাস যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

জ্ঞানদাসের ষোড়শ গোপাল রূপ বর্ণনা অতি চমৎকার। বৈষ্ণব জগতে জ্ঞানদাসই প্রথম এই ষোড়শ গোপাল রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুরলী শিক্ষার পদের তুলনা নাই। যত বার পাঠ করা যায় তত বার ঐ গুলি নূতন বলিয়া বোধ হয়। প্রবাস এবং মাথুর বর্ণনে জ্ঞানদাস বড়ই নৈপুন্য প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞানদাস অনেক অনুরাগের পদ রচনা করিয়াছেন। বলিতে গেলে জ্ঞানদাস প্রায় সকল রসের পদই রচনা করিয়াছেন।

জ্ঞানদাসের রচিত পদ সম্বন্ধে সন ১৩০০ সালের ভাদ্র মাসের জন্মভূমিতে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"ভাষার মধুরতায়, রসের গাঢ়তায় ও ভাবের উচ্ছ্বাসে বৈষ্ণব-কবি-মণ্ডলীতে জ্ঞানদাসের আসন অতি উচ্চে। নাচিতে নাচিতে কথা গুলি বাহির হইয়া প্রাণ পুলকিত করিয়া তুলে। বৈষ্ণব কবিগণ অনেকেই সখীভাব সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মহারা হইয়া সখীর মত, দশ দশায় শ্রীমতীর সেবা করিতেন, তাঁহাদের রচনায় সে জন্য একটী জীবন্ত ভাব দৃষ্ট হয়; সেরূপ আত্মহারা হইয়া এক একটী ভাবে না ডুবিলে কেহ সে ভাবের প্রাগাঢ়তা বুঝিতে পারে না, বুঝাইতেও পারে

না। ভক্তি, বিনয় ও পাণ্ডিত্যে জ্ঞানদাস চৌবট্টী মোহান্তের একজন হইয়াছিলেন।"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের পঞ্চদশ সংখ্যায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কতকাংশ এই—

জ্ঞানদাস পদ্য রচনায় যে রূপ রসিক নাগর ও গুণের সাগর ছিলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে মঙ্গল কি মনোহর উপাধি অতি সামান্য কথা। * * জ্ঞানের কৃত পদ পদাবলীর অর্থ বড়ই গম্ভীর। ভাব অতি চমৎকার, ভক্তগণ বহু চিন্তা করিয়া লিখিয়া প্রকাশ করিতেন। পদগুলি ঠিক প্রহেলিকার ধরণে। * * * ভাষা এমন সরল ও সুখ পাঠ্য যেন হীরার ধার। এখনকার কবিগণ আকাশ পাতাল ভাবিয়া সুকোমল ভাষায় পদ রচনা করিতে পারেন না।"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় পদসমুদ্র বাছিয়া অপ্রকাশিত পদ সকল আমাকে দয়া করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই কৃপায় আজ জ্ঞানদাস ঠাকুরের পদ সকল প্রকাশিত হইল। ভক্তিনিধি মহাশয়ের ঋণ এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। শ্রীহট্ট মৈনা নিবাসী প্রাণতুল্য শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী মহাশয় কতকগুলি উপদেশ দিয়া পুস্তকের অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট তজ্জন্য চিরকৃতজ্ঞ। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মুস্তল নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক শ্রীহরি দাস মোহন্তের নিকট ৩টি এবং জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতি কুমরি নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ৬টি অপ্রকাশিত পদ পাইয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটেও কৃতজ্ঞ রহিলাম।

নদীয়া বল্লভপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ সরকার মহাশয় লীলা সমুদ্র নামক বহু প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ, মিরগি নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গোপাল অধিকারী পদার্ণব সারাবলী নামক সুপ্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ, মুমসেরপুর

নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণ বাগচি মহাশয় গীত কল্পতরু নামক হস্ত লিখিত গ্রন্থ আমাকে দয়া করিয়া দেওয়ায় যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। আরও ৪।৫ জন মহাজন আমাকে হস্ত লিখিত গ্রন্থ সকল দিয়া ছিলেন। প্রকাশক শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ বসু ভায়া আমার অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

মেহেরপুর।
জেলা নদীয়া।
৫ আশ্বিন ১৩০২

শ্রীরমণীমোহন মল্লিক।

জ্ঞানদাস।

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

গান্ধার।

সহজে ননীক পুতলি গোরী।
জারল বিরহ আনলে তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ।
শ্যামরি সোঙরি তোঁহারি নাম॥
শুনহ মধাব কহনুঁ তোয়।
শমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥ ধ্রু

শ্রীরাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণন উদ্দেশে শ্রীরাধাকে নায়িকা এবং শ্রীকৃষ্ণকে নায়ক সম্বোধন করা হইয়াছে।

দেখিয়া বা গুণ শ্রবণ করিয়া সঙ্গমের (মিলনের) পূর্ব্বে হৃদয়ে যে রাগ লোভ হয় তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলা হইয়াছে।

"সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিয়া। জনমে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া॥
সেই পূর্ব্ব রাগ * * * "—ভক্তমাল।

১। স্বভাবতঃ শ্রীরাধিকা ননীর পুতলি। গোরী—সুন্দরী।

২। জারল—জর্জ্জরিত করিল। আনলে—অনলে। তোরি—তোমারি।

৪। সোঙরি—স্মরণ করিয়া। তোঁহারি—তোমার।

৫। শুনহ—শুন। কহনুঁ—কহিতেছি। তোয়—তোমাকে।

৬। শান্তি প্রাপ্ত হয় না। শমতি—শমতা। রোয়—কাঁদে।

অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল॥
গলায় এ গজ মোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥
অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া ভেল।
জ্ঞান কহে দুঃখ মদন দেল॥

সুহই।

অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি।
লালসা বাড়ল শবদ শুনি॥

১—২। বান্ধুলি ফুলের তুল্য অরুণ অধর ধুতুরা ফুলের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

অরুণ—লালবর্ণ। পাণ্ডুর—পাণ্ডুবর্ণ। ভৈ গেল—হইয়া গেল। তুল—তুল্য।

৩—৪। স্খলিত বেণী বুকের উপর পতিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন সুমেরু পর্ব্বতের উপর চামর দুলিতেছে। সুমেরু—পয়োধর।

উরহি—উরসি, বক্ষঃস্থল। লোল—দোলিত। ডোল—দুলিতেছে।

৫। গজমোতিম—গজমুক্তা।

৬। এতই দুর্ব্বল হইয়াছেন যে বস্ত্র খানিও গুরুভার বোধ হইতেছে। গুরুয়া—গুরু।

৭। অঙ্গুলির অঙ্গুরী বালা হইল। ইহাতে অতিরিক্ত চিন্তা প্রযুক্ত শারীরিক ক্ষীণতা প্রকাশ করিতেছে। বলয়া—বালা।

৮। দেল—দিল।

৯। তুয়া—তোমার।

কি রূপে এ রূপে দেখিয়া সেহ।
উদ্বেগে ধনী না ধরে দেহ॥
জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ।
অসিত চান্দের উদয় দিন॥
জড়িত হৃদয়ে করত ভেদ।
অতি বেয়াকুল করত খেদ॥
পাণ্ডুর বরণ বেয়াধি রাধা।
মূরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥
অব যদি তুহুঁ মিলয় তাহ।
গোকুল মঙ্গল সভাই গায়॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ শ্যাম।
জীবন সুখদ তোঁহারি নাম॥

সুহই।

রাই কেনে বা এমন হৈলা।
কি রূপ দেখিয়া আইলা॥

৩—৪। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ যে প্রকার দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে সেই প্রকার রজনী জাগিয়া শ্রীরাধিকার দেহ ক্ষীণ হইতে লাগিল। অসিত—কৃষ্ণপক্ষ।

৬। বেয়াকুল—ব্যাকুল।

৭। বেয়াধি—ব্যাধি।

৯। এখন যদি তুমি তাঁহার (শ্রীরাধার) সহিত মিলিত হও। অব—এখন। তুহুঁ—তুমি। তাহ—তাহার সহিত। পাঠান্তর—"অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়।"—গীত রত্নাবলী॥

১২। সুখদ—সুখদায়ক। বিভিন্ন পাঠ—"ঔখদি" গী, র, ব।

মরম কহ না মোয়।
বেয়াধি ঘুচাব তোয়॥
না পারি বুঝিতে রীত।
সব দেখি বিপরীত॥
সোণার বরণ তনু।
কাজর ভৈ গেল জনু॥
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ॥

বিভাস।

চলিতে না পারে রসের ভরে।
আলস নয়ানে অলস ঝরে॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥

১। মোয়—আমাকে।
২। তোয়—তোমার।
৫—৬। সোণার বরণ দেহ যেন কাজলের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। জনু—যেন।
৭। নয়ানে—নয়নে।
৯। জাপ—জপ করে।
১০। পাঠান্তর—"কহিলে ঘুচয়ে তাপ"—লীলা সমুদ্র।
১৪। আনছলে—অন্য ছলে।

না জানিএ কিবা অন্তর সুখে।
আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে॥
মরমে পিরীতি বেকত অঙ্গ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ॥
কালর বদন চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ততহিঁ সাখি॥
জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥

শ্রীরাগ।

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা সিনানে।
না দেখি না শুনি তার পদ কোন দিনে॥
এবে দিন দুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে।
ডাকিলে শমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে॥
সই বড়ি পরমাদ হৈল।
না জানি কি দেবতা দানবে তারে পাইল॥ ধ্রু

৩। বেকত—ব্যক্ত।

৪। সোয়াথ—সোয়াস্তি।

৫। পাঠান্তর—"কালর বদন দেখি চমকি চাও"—পদ কল্পতরু এবং গীত কল্পতরু।

৮। সাথি—সাক্ষী।

১৫। বড়ি—বড়।

ক্ষণে ধনী চমকএ ক্ষণে উঠে কাঁপ।
কর পরশিল নহে এত অঙ্গ তাপ ॥
মনের যুকতি কেহ লখিতে না পারে।
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন কলেবরে ॥
সবে এক দেখিয়া করিয়ে পরতীত।
কালা নাম শুনিয়া থকিত হয় চিত ॥
কালা কালা বরণ দেখিয়া ভালবাসে।
জ্ঞানদাসে বলে কালা কানুর ভাবে আছে ॥

শ্রীরাগ।

কহইতে সো ধনী বচন না শুন।
পহিল সম্ভাষে পুছই নাহি পুনঃ ॥
আনপরথাই যাই যব পাশে।
আন সম্ভাষি আন পরিহাসে ॥
শুন শুন মাধব তুহুঁ স্থচতুর।
কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকূল ॥ ধ্রু
লাজ লাজাই কহনু এক বেরি।
যতনেহি নয়ন কোণে নাহি হেরি ॥

১। চমকএ—চমকাইয়া উঠে।
৪। মৃগমদ—কস্তূরী। লেপই—লেপন করে।
৬। থকিত—স্থগিত।
৯। কথা কহিলে সে (শ্রীরাধা) তাহা শুনে না।
১১। আন পরথাই—অন্য প্রথায়, অন্যভাবে। যব—যথন।
১৪। পরসন্ন—প্রসন্ন।
১৫। লাজ লজ্জায় একবার বলিলাম। বেরি—বার।

মুকুলিত করজ কুসুম নাহি ভেল।
হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভৈ গেল॥
কুবলয়কর চীর চিকুর চিয়াব।
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব॥
অপরসে আন সঞে প্রিয় সখী সঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে বুঝল অনঙ্গে॥

তুড়ি।

কেনে গেলাঙ জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনার ঘাটে, সেখানে ভুলিনু বাটে,
তিমিরে গরাসিল মোরে.॥ ধ্রু
রসে তনু ঢর ঢর, তাহে নব কৈশোর,
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনী বামে, ময়ূর চন্দ্রিকা ঠামে,
ললিত লাবণ্য রূপ শেষ॥

১। করজ—করঞ্জ।

৩। কুবলয়কর—পদ্মহস্ত। চীর—বস্ত্র। চিকুর—কেশ। চিয়াব—বিন্যাস।

৫। সঞে—সঙ্গে।

৭। গেলাঙ—গেলাম।

৮। বাটে—পথে। পাঠান্তর—"সেখানে কলঙ্ক উঠে"—গী, ক, ত।

৯। আমাকে মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। গরাসিল—গ্রাস করিল।

ললাটে চন্দন পাঁতি, নব গোরোচনা ভাতি,
তার মাঝে পূর্ণমিক চান্দ।
অলকা বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ,
কামিনী জনের মন ফাঁদ॥
লোকে তারে কাল কয়, সহজে সে কাল নয়,
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্ব গাছেতে ঠেকা,
ভুবন মোহন রূপ ভাতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল,
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞানদাসেতে কয়, তারে তোমার কিবা ভয়,
সেকি সতি বোলইতে পারে॥

ভাটিয়ারী।

আলো মুঞি জানিলে যাইতাঙনা কদম্বের তলে।
চিত হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥ ধ্রু
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।

১। পাঁতি—পঙক্তি। ভাতি—জ্যোতি। পাঠান্তর—"নব গোরোচনা কাঁতি"—পী, ক, ত।

২। পূর্ণমিক—পূর্ণিমার। চান্দ—চাঁদ।

১২। সতি—সত্য।

১৩। মুঞি—আমি। যাইতাঙ—যাইতাম।

ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদে ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ায় পুতলি রইল বান্ধা॥
কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোড়া॥
জাতি কুল শীল মোর হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হইয়া দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥

তুড়ি।

(স্বপ্ন দর্শন)

মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে,
তাহা বিণু আর কার নই॥ ধ্রু
রজনী শাঙন, ঘন দেয়া গরজন,
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।

২। বিভিন্ন পাঠ—"অন্তরে বিদরে হিয়া ফুকরি উঠে প্রাণ"—লী, স।
৬। কোড়া—মূল।
৮। পাঠান্তর—"ভুবন ভরিয়া মোর কলঙ্ক রহিল"—পদকল্প লতিকা।
১৩। দে—দেহ।
১৫। শাঙন—শ্রাবন। দেয়া—দেবতা—মেঘ।

পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরি বোল,
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁ ঝাঁ ঝিনিকি বাজে, ডাহুকি সে গরজে,
স্বপন সেখিনু হেন কালে ॥
মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল লেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত,
ধিক রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু, মুখ ছটা যেন ইন্দু,
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেয় ছলে,
আমা কিন বিকাইনু বোলে ॥
কিবা ভূরুর ভঙ্গ, ভূষণে ভূষিত অঙ্গ,
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভোলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥

১। বিগলিত—স্খলিত।

২। মনের আনন্দে নিদ্রা যাই।

৩। শিখরে—বৃক্ষাগ্রে। শিখণ্ড—ময়ূর। দাদুরি—ভেক।

৫। পাঠান্তর—"ডাহুকি সঘনে গরজে"—হ, লি, পু।

৭। পৈঠল—প্রবেশ করিল। লেহ—প্রীতি।

১১। পাঠান্তর—"মুখ ছটায় নিন্দে ইন্দু"—লী, স।

১৪। 'আমাকে ক্রয় কর আমি তোমার নিকট বিক্রীত হইলাম' বলে।

রসাবেশে দেই কোল, মুখে না নিঃসরে বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল,
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

তিরোতা—ধানশী।

যত রূপ তত বেশ, ভাবিতে পাঞ্জর শেষ,
পাপ চিতে নিবারিতে নারি।
কিয়ে যশ অপযশ, না ভায় গৃহবাস,
তিল আধ পাশরিতে নারি॥
মাথায় করি কুলডালা, ঘুচাব কুলের জ্বালা,
তবহুঁ পূরব মন সাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি, সাধিব মনের সিদ্ধি,
যবে হবে কানু পরিবাদে॥
কুল ছাড়ে কুলবতী, সতী ছাড়ে নিজ পতি,
সে যদি নয়ানের কোণে চায়।
স্বরূপে দড়াইনু মন, জাতি যৌবন ধন,
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম পায়॥
মনেতে করিয়া সাধ, যদি হয় পরিবাদ,
যৌবন সফল করি মানি।
জ্ঞানদাসে কয়, এমত যাহার হয়,
ত্রিভুবনে তাহার নিছনি॥

সুহই।

কিশোর বয়স, মণি কাঞ্চনে আভরণ,
ভালে চূড়া চিকণ বনান।
হেরইতে রূপ সায়রে মন ডুবল,
বহু ভাগ্যে রহল পরাণ॥
সখিহে পেখনু পন্থকি মাঝ।
হাম নারী অবলা, একলা পথে যাইতে,
বিছুরল সব নিজ কাজ॥
নয়ান সন্ধান বাণে, তনু জর জর,
কাতর বিনি অবলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন, পুলকে পূরল তনু,
পানি না পূরলু কুম্ভে॥
ঘর নহে ঘোর যেন, জাগিয়ে স্বপন হেন,
আরতি কহনে না যায়।
জ্ঞান দাস কহে, মনে অনুমানিয়ে,
বাস করব নীপ ছায়॥

৪। পাঠান্তর—"পুণ্যে পুণ্যে রহল পরাণ"—হ, লি, পু।
৫। পেখনু—দেখিলাম। পন্থকি—পথের।
৭। বিছুরল—ভুলিয়া গেলাম।
১৩। আরতি—আশক্তি।
১৫। নীপছায়—কদম্ব বৃক্ষ ছায়ায়।

সোহিণী।

চিকণ কালিয়া রূপ, মরমে লাগিয়াছে,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিয়াছে,
না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥
অধরের দুটী কূল, জিনিয়া বান্ধুলি ফুল,
হাসি খানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে, বিজুরী প্রকাশ করে,
জাতি কুল মজাইল তায়॥
ভুরু যুগ সন্ধান, কামের কামান বাণ,
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটী আঁখি।
অরুণ নয়ান কোণে, চাঞাছিল আমা পানে,
সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি॥
যমুনার ঘাটে হইতে, উঠিয়া আসিতে পথে,
সখি, কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয়, সুধুই যে সুধাময়,
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥

শ্রীরাগ।

দেইখা আইলাম তারে সই দেইখা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥ ধ্রু

৭। কোরে—কোলে।
১১। চাঞাছিল—চাহিয়াছিল।
১৭। দেইখা—দেখিয়া।

বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহ কর্ম্ম করিতে আল্যায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ॥

বরাড়ী।

নিতি নিতি আসি যাই, এমন কভু দেখি নাই,
কি খেনে বাড়াইনু পা জলে।
গুরুয়া গরব কুল, নাশয়িতে কুলবতী,
কলঙ্ক আগে আগে চলে॥
বড়ি মাই কি দেখিনু যমুনার ধারে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তার আঁখি ঠারে॥ ধ্রু
শ্যাম চিকনিয়া দে, রসে নিরমিল কে,
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি।

১। বান্ধ্যাছে—বাঁধিয়াছে।
৭। আল্যায়—আলাইয়া।
১১। গুরু কুল গর্ব্ব।
১৭। দাপুনি—দর্পন।

ভুবন বিচিত ঠাম, দেখিয়া কাঁপয়ে কাম,
কান্দে কত কুলের রমণী ॥
না জানি না শুনি তায়, সে বা কোন দেবতায়,
তেঞি সে তাহার হেন রীত।
জ্ঞানদাসেতে কয়, না করিলে পরিচয়,
কে জানিবে তাহার চরিত ॥

তুড়ি।

সখিহে কি পেখনু নীপ মূলে ধন্দ।
একে সে বরণ কালা, বিবিধ বিনোদ মালা,
লাবণ্যে ঝুরয়ে মকরন্দ ॥
ভবজ অনুজ রথ, তা তলে বিনতা সুত,
কোরে কুমুদ বন্ধু সাজে।

১। বিচিত—বিচিত্র।

৭। সখি? কদম্ব বৃক্ষতলে কি আশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিলাম। নীপ মূলে—কদম্বতলে।

৮—৯। একটী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ বিবিধ বিনোদ মালা ধারণ করিয়া আছেন তাঁহার লাবণ্য দেখিয়া অলিকুল ঝুরিতেছে। পাঠান্তর—"এক বরণ কালা"—পদ সমুদ্র। "একে ত চিকণ কালা"—লী, স।

১০। ভবজ—মহাদেব পুত্র (গণেশ)। ভবজ অনুজ—গণেশের অনুজ (কার্ত্তিকেয়)। ভবজ অনুজ রথ—কার্ত্তিকেয়র বাহন (ময়ুর)। বিনতা সুত—অরুণ। (আরক্তিম চক্ষুদ্বয়ের বর্ণনা)

১১। কোরে অর্থাৎ মাঝখানে (ললাট দেশে)। কুমুদবন্ধু—চন্দ্র।

হরি অরি সন্নিধানে, অলি রস পূরে বাণে,
রমণী মুনির মন বান্ধে ॥
খগেন্দ্র নিকটে বসি, রসেন্দ্র বাজায় বাঁশী,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মূরছায়।
কুন্তির নন্দন মূলে, কশ্যপ নন্দন দোলে,
মনমথ মনমথ তায় ॥
জলধি স্থতা পতি, তা তলে যার স্থিতি,
সে কেন যমুনার জলে ভাসে।
শচিপতি রিপুস্থতা, বাহন বিজুরী লতা,
রূপ নিরখয়ে জ্ঞানদাসে ॥

সুহই।

তরু মূলে কি রূপ দেখিনু কালা কানু।
যে রূপ দেখিনু সই, স্বরূপে তোমারে কই,
জল ভরিতে বিসরিণু ॥ ধ্রু

১। হরি অরি—ভেকের শত্রু অর্থাৎ সর্প। (ভ্রূর বর্ণনা)। ভ্রূ যুগ অলি স্বরূপ বাণ নিক্ষেপ করিতেছে।

৩। খগেন্দ্র—গরুড়। গরুড়ের নাসিকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। নাসিকার নিম্নে বাঁশী ধারণ করিয়া রসেন্দ্র তাহা বাজাইতেছেন।

৫। কুন্তীর নন্দন—কর্ণ। কশ্যপ নন্দন—কুণ্ডল।

৬। বিভিন্ন পাঠ—"মন মোর মূরছিত তায়"—লী, স।

৭। জলধি সুতাপতি—লক্ষ্মীপতি—শ্রীকৃষ্ণ। যার—কমলের।

৯। শচিপতি (ইন্দ্র)।

একে সে কালিন্দী কূল, ত্রিভঙ্গীম তরু মূল,
সজল জলদ শ্যাম তনু।
জল ভরিয়া যাই, ফিরিয়া ফিরিয়া চাই,
হাসি হাসি পূরে মন্দ বেণু॥
জল ফেলিয়া যাই, লোক লাজে ভয় পাই,
কি করিব কিবা লয় মন।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভজি গিয়া ও রাঙ্গা চরণ॥

শ্রীরাগ।

রাজিত চিকুর উপরে নব মালতী
অলিকুল অলকার পাশে।
মলয়জ মাঝে, সাজে মৃহু মৃগমদ,
তরুণী নয়ন বিলাসে॥
সজনি কি পেখনু শ্যামর চান্দে।
তপন তনয়া তীরে, তরু অবলম্বনে,
তরুণ ত্রিভঙ্গীম ছান্দে॥ ধ্রু

৪। পূরে—নিনাদ করে।
৯। রাজিত—শোভিত।
১২। তরুণী—যুবতী।
১৩। শ্যামর চান্দে—শ্যাম চাঁদে।
১৪। তপন তনয়া—যমুনা।

ও মুখ মণ্ডল, ও মণি কুণ্ডল,
গণ্ড উজোর ভেল কিরণে।
ইন্দ্র নীলমণি, মুকুর উপরে জনি,
করু অবলম্বন অরুণে॥
তরুণ তারাবলী, অনিবার ঝলমলি,
উরে গজ মোতিম হারে।
জ্ঞানদাস কহত, ধটি অঞ্চল,
বিজুরী ঘন আন্ধিয়ারে॥

শ্রীরাগ।

শ্যাম রূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া,
দুকুল ঠেকিলাম হাতে।
ভুবন ভরিয়া, অপযশ ঘোষণা,
নিছিয়া লইনু মাথে॥
সজনি কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলল,
আর মনে নাহি লয়॥ ধ্রু
অপযশ ঘোষণা, যাক দেশে দেশে,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যামের রাঙ্গা পায়, এ তনু সঁপেছি,
তিল তুলসী দল দিয়া॥

২। উজোর—উজ্জ্বল। ভেল—হইল।

৩। মুকুর—দর্পন। জনি—যেন।

৫। তারাবলী—নক্ষত্র সমূহ।

কি মোর সরম, ঘর ব্যবহার,
তিলেক না সহে গায়।
জ্ঞানদাস কহে, এ তনু নিছিনু,
শ্যামের ও রাঙ্গা পায়॥

মল্লার।

সই কি আর কথার বাদে।
মো পুনি ঠেকিয়া গেনু ও নয়ন ফান্দে॥
কুন্দে কুন্দাইল দেহ বিদগ্ধ বিধি।
বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি॥
চূড়ায় চন্দ্রক দিয়া কুন্দ মল্লিকা।
চান্দের অধিক মুখ চান্দের চন্দ্রিকা॥
আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলিয়া যায় ও মধুর বোলে॥
নীলমণি হেম গায় মুকুতা সিচনি।
আই আই মরিয়া যাই রূপের নিছনি॥
কালা পাট গলে দোলে কটিতে প্রবাল।
তমাল শ্যাম সূতে নব গুঞ্জা মাল॥

৫। বাদে—প্রতিবাদে।
৬। মো—আমি। পুনি—পুনরায়।
১৬। সূতে—সূত্রে।

নাসা স্থলে দোলে কত মূলের মুকুতা।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃকভানু সুতা॥

ইমন।

কি মোহন নন্দ কিশোর।
হেরইতে রূপ মদন মন ভোর॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার।
জলদ-পটল বরিখত রসধার॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
রমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায়॥
গলে গজ মোতিম মাল।
করিবর কর কিয়ে বাহু বিশাল॥
কুলবতী পরশ না পাই।
অনুখন চঞ্চল থির নাহি তাই॥
শুনিতে বচন সুধা খানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী॥

১। মূলের—মূল্যবান।
২। বৃকভানু সুতা—বৃকভানু রাজার কন্যা—শ্রীরাধিকা।
৫। বিথার—বিস্তার।
৬। জলদ পটল—মেঘ সমূহ। বরিখত—বর্ষণ করে।
৭। বায়—বাজে।
১০। কিয়ে—কিবা।

ইমন।

শ্যাম রূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিণী ঝুরে অনুরাগে॥
কিয়ে রূপ মনোহর রায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়॥
ঐ রূপে আছে কি মাধুরী।
মদন মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি॥
তাহে আর ধরে নানা বেশ।
কি করিবে যুবতী মজিল সব দেশ॥
রূপে আছে ঔষধ মোহিনী।
পরাণে পরাণ সহ করে উঁমতিনী॥
তাহে হাসি কয় কথা খানি।
অমিয়া রমিয়া বিধুর পড়িল অবনী॥
জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি।
কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিক মণি॥

গান্ধার।

সজনি মূরতি পিরীতি বরদাতা।
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ, সুখ সায়র নায়র,
নিরমিল ধাতা॥ ধ্রু

১০। উঁমতিনী—উন্মাদিনী।
১৬। সুখ সায়র—সুখ সাগর। নায়র—নায়ক।

রূপ দেখি আঁখি, না পালটি গো,
মন অনুগত নিজ লাভে।
অপরশ দেহ, পর সুখ সমপদ,
শ্যামর সহজ স্বভাবে॥
লীলা লাবনি, অবনী অলঙ্করু,
কি মধুর মন্থর গমনে।
লহু অবলোকনে, কত কুল কামিনী,
শুতল মনসিজ শয়নে॥
অলখিতে হৃদয়ক, অন্তর অপহর,
পাশরিণ না হয় স্বপনে।
জ্ঞানদাস কহে, তবহুঁ কৈছন হয়ে,
তনু তনু যব হয় মিলনে॥

গান্ধার।

মন্দির মাঝে, বৈঠল বর সুন্দরী,
দিনকর দুপর ঠানে।
যব হাম পুছল, পিরীতি সম্ভাষণ,
প্রেম জলে ভরল নয়ানে॥

৫। লাবনি—লাবণ্য।
১০। পাশরিণ—পাশরিতে—বিস্মৃত হইতে।
১৩। পাঠান্তর—"নিজ ঘর মাঝহি"—গীতচিন্তামণি।
১৪। দিনকর—সূর্য্য। ঠানে—স্থানে।

মাধব ! তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত,
না মানয়ে গুরুজন বাধা ॥ ধ্রু
ভাবে ভরল তনু, পুনঃ পুন কম্পিত,
পুনঃ পুন শ্যামরি গোরী।
পুন পুছত, পুন দিগ নেহারত,
ভুয়ে শুতয়ে পুনঃ বেরি ॥
ফুয়ল কবরী; উরহি লোটায়ত,
কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ, তুহুঁ ভালে সমঝত,
কোন করব চিতে আনে ॥

ধানশী।

হাম যাইতে পথে ভেটিল গোরি।
তুয়া পরথাব কয়ল কছু থোরি ॥
সজল নয়নে ধনী মঝু মুখ হেরি।
আরতি রহল কহব পুন বেরি ॥

৭। ভূয়ে—ভূমিতে। পাঠান্তর—"ভূয়ে শুতয়ে কত বেরি"—গী, চি, ম। বেরি—বার।

৮। ফুয়ল—স্খলিত।

৯। ভানে—ভ্রমে।

১১। বিভিন্ন পাঠ—"কোন করব পরমানে"—গী, চি, ম।

১৩। পরথাব—প্রভাব। থোরি—অল্প।

শুন শুন মাধব নিজ পুণ ভাগ।
রাই কমলিনী তোহে এত অনুরাগ ॥ ধ্রু
পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ।
নীপ নিকরে কিয়ে পূজন অনঙ্গ ॥
অধর শুখায়া দীঘল নিশাস।
জনু অনুরোধে ঝাপল নিজ বাস ॥
কত কত ভাব পেখনু হাম তাই।
ধনি ধনি তুহু ধনি রসবতী রাই ॥
ধাতা বিদগধ ঐছন সাজ।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাজ ॥

শ্রীরাগ।

হাসি রহল করে বয়ম ঝাপাই।
মধুর সম্ভাষণ মধুরিম চাই ॥
আন দিন শ্রবণে না দেই পরথাব।
আজু আপনে ধনি কহিলি স্থধাব ॥
শুন শুন মাধব উলসিত অঙ্গ।
কমলিনী কয়ল তুয়া পরসঙ্গ ॥ ধ্রু
শুনইতে তৈখনে যো করুচিত।
কাহে কহব কে যাবে পরতীত ॥

৪। নিকর—সমূহ।
৮। ধনি ধনি—ধন্য ধন্য।

এত দিনে জানলু সিদ্ধি ভেল কাজ।
দূরে গেল দুঃসহ দ্বিগুণ মঝুলাজ॥
লোচন লোর লুকায়লি গোরী।
পুলক প্রচুর কয়লি ধনী চোরি॥
শুভ ভেল অশুভ গেল সব দূর।
জ্ঞানদাস কহুঁ মনোরথ পূর॥

শ্রীরাগ।

কানুক ঐছন বাত।
শুনি সখী অবনত মাথ॥
কছু না কহল ফেরি।
লোরে পন্থ না হেরি॥
মলিন বদন ভেল।
ধীরে ধীরে চলি গেল॥
আওল রাইক পাশ।
কি কহব জ্ঞানদাস॥

৩। লোচন লোর—অশ্রুজল।
৫। পাঠান্তর—"শুভ ভেল অশুভ গেল বহু দূর"—লী, স।
৭—৮। কানুর ঐ প্রকার কথা শুনিয়া সখী অবনত মুখী হইল।
৯। কছু—কিছু। ফেরি—ফিরিয়া।

নায়কের পূর্ব্বরাগ।

ধানশী।

সরস সিনান সমাপয়ি সুন্দরী,
মন্দিরে হলু সখী সাথ।
নিরজন জানি, কান তহি উপনীত
সহচর সুবল সাঙ্গাত॥
দেখবি মোহন গোকুল চন্দ।
রাধা রসবতী, রসিকা শিরোমণী,
নব পরিচয় অনুবন্ধ॥ ধ্রু
সহচরী পাশে, হাসি হরি পুছত,
স্বরূপে কহবি বর রামা।
রমণী সমাজে, গজবর গামিনী,
এ ধনী কে অনুপামা?

১। সিনান—স্নান। সমাপয়ি—সমাপন করিয়া। সুন্দরী—শ্রীরাধিকা।
২। পাঠান্তর—"মন্দিরে চলু সখী সাথ"—লী, স।
৩। তহি—তথায়।
৪। সুবল—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা।
৭। অনুবন্ধ—উপক্রম, আরম্ভ।
৯। রামা—সুন্দরী নারী।

সরস সম্বাদ, সম্বোধই সহচরে,
কনক দাম রুচি গোরী।
মাঝহি মাঝ, বিরাজই ও ধনী,
বৃকভানু কিশোরী॥
শুনইতে নাম, প্রেমে পরিপূরল,
মাধব অমিয়া সিনান।
জ্ঞানদাস কহে, আর কি বিছুরয়ে,
নিশি দিশি ধরণ ধেয়ান॥

ধানশী।

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল।
অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল॥
পাশ উদাসল পালটি নেহারি।
তাহি চলল মন বাহু পসারি॥
আজু পেখনু মুঞি বিদগধ নারী।
মদন বাণ কত গেলি উভারি॥ ধ্রু
কেশ বিথারল পিঠহি লোল।
মাথ আধ পর রহল নিচোল॥

২। দাম—সমূহ। রুচি—দীপ্তি।
১১। উদাসল—অনাবৃত করিল।
১২। পসারি—প্রসারণ করিয়া।
১৩। বিদগধ—সুরসিকা।
১৬। নিচোল—অঞ্চল।
"তিতিল নিচোল তার নয়নের জলে।" কৃত্তিবাস।

পহিরণ পুনহি ঝাড়ি নীবিবন্ধ।
তব ধরি নয়ানে রহল কিয়ে ধন্দ॥
চাতুরী কতএ কয়ল মঝু আগে।
জীউ রহল আজু বড় পুনভাগে॥
কহইতে কি কহব কহয়ে না পারি।
জ্ঞান কহ এ বড়ি বিদগধ নারী॥

বরাড়ী।

এ সখি এ সখি বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥ ধ্রু
রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পায়।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যায়॥
আধ আধ চাহি যাই পদ আধা।
রস পরসঙ্গে শুনই বহু সাধা॥
হামরা দুহুঁ জন পথে একু মেলি।
সুজান জন সঞে করু আন কেলি॥
যব কছু পুছয়ে উতর না পাব।
অধরক পাশ হাস পশি যাব॥
ঐছন রমণী দৈবে দেল সঙ্গ।
বিহি উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ॥

১। পহিরণ—পরিধান।
২। তবধরি—সেই অবধি।
৩। কতএ—কত।
১৮। উদগীম—উদগ্রীব।

উহসে লাজ বশ হামার ত লাজ।
জ্ঞানদাস কহ দূরে রহু কাজ॥

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই॥
এ সখি এ সখি দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি॥ ধ্রু
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয়া উঘারি॥
মনমথ মন্ত্রি আগোরল বাট।
চকিত চরিত পঁহু বহু রসহাট॥
কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই।
জগমাহা উপমা কবহুঁ না পাই॥
পরসে পুছলুঁ হাম তাকর নাম।
জ্ঞান দাস কহব রসিক সুজান॥

৫। অবগাই—(অবগ্রাহ) বিশ্রাম।
১৪। জগমাহা—জগতের মধ্যে।

পঠমঞ্জরী।

সজনি শুনি মনে হোয়ল আনন্দ।
রাই সুধামুখী, মোহে এত অনুরাগী,
মিলন করহ পরসঙ্গ ॥ ধ্রু
পরসে শুনলু হাম, রূপে গুণে অনুপাম,
তাঁহে রহল মন লাগি।
তুহুঁ সুচতুর ধনি, মোয় অনুকূল জানি,
যব পুন হয় মোর ভাগি ॥
ওই দিবস—খন, হোয়ব সুলখন,
মোহে মিলব ধনি রাই।
সোতনু পরশঞে, তাপ সব মেটয়ে,
তব হাম জীবন পাই ॥
ঐছন নাগর বচন শুনি কাতর,
দিঠে ভেল ছলছল লোর।
কানু পরবোধি, তুরিতে ধনি চললহ,
জ্ঞানদাস চলু ভোর ॥

১০। পরশঞে—স্পর্শ করিয়া।

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

তিরোতা। ধানশী।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কান্নাই॥ ধ্রু
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি যামিনী জাগি॥
খীন তনু মদন হুতাশে।
তেজই উতপত শ্বাসে॥
চিত পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুন আঁখি॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন উপচার॥

২। পাঠান্তর—"তোহে বিনু আকুল কাহ্নাই"—পদামৃত সমুদ্র।

৬। উতপত—উত্তপ্ত।

১২। উপচার—সজ্জা।

গোষ্ঠ বিহার।

তুড়ি।

গোপাল যাবে কি না যাবে আজি গোঠে।
এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়া যাই,
গোধন চলিয়া গেল মাঠে ॥ ধ্রু
উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা, ডাকিতে আইনু মোরা,
যতেক গোকুলের রাখ জান।
একেলা মন্দির মাঝে, আছ তুমি কোন কাজে,
এ তোমার কোন্ ঠাকুরাণি।
যদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
যাইতে কেমতে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান, সদাই অন্তরে টান,
তিল আধ না দেখিলে মরি ॥
মাথেতে ছিঁদন দড়ি, হাথেতে কনক লড়ি,
বার হইলা বিহারের বেশে।
সকল বালক লৈয়া, যমুনার তীরে যাইয়া,
জ্ঞান দাস ছিল তার পাছে ॥

৪। উচ্চণ্ড—প্রচণ্ড ; দুরন্ত।
৭। এ তোমার কেমন বড় মানুষি।

ভাটিয়ারী।

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে দ্বারে।
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজ পথে।
গোধন লইয়া সবে চলিলা এক সাথে॥ ধ্রু
চারি দিগে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাঁচনি পাঁচনি কার হাতে শিঙ্গা বেণু॥
সভার সমান বেশ বয়েস এক.ছান্দ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যাম চান্দ॥
ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞান দাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥

মঙ্গল।

বাঁকুয়া পাঁচনি হাতে, রঙ্গিয়া রাখাল সাথে,
বাহির হৈলা রোহিণী নন্দন।
শিঙ্গা দিয়া চাঁদমুখে, উভ করি দিল ফুকে,
শিঙ্গা রবে ভেদিল গগন॥

১১। বাহুড়ায়—ফিরায়।
১৫। উভ করি—উচ্চ করিয়া।

পরিধান নীল ধটি, গলে শোভে হেম কাঁঠি,
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন।
আকর্ণ শোভিত ঠাম, আঁখি যুগ ঘুর্ণমান,
শোভে কত রতন ভূষণ॥
এক কাণে কোকনদ, দেখিতে লাগয়ে সাধ,
আর কাণে মকর কুণ্ডল।
জিনি মদ মত্ত হাতী, গমন মন্থর গতি,
ধরণী করয়ে টলমল॥
বাহির হৈলা বলরাম, না দেখিয়া ঘনশ্যাম,
প্রেমে ছল ছল দুনয়ান।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মিলিয়া রাখাল সয়,
মাঝে করি নন্দের নন্দন॥

মঙ্গল।

যমুনা তীরে, ধীরে চলু মাধব,
মন্দ মধুর বেণু বায়।
ইন্দু বরণ, ব্রজ বধূ কামিনী,
স্বজন তেজিয়া বনে ধায়॥

১১—১২। পাঠান্তর—"জ্ঞানদাস কয় ভালে, মিলিলা রাখাল মাঝে, আগে করি নন্দের নন্দন।" গী, ক, ত।

অসিত অম্বর, অসিত সরসীরুহ,
অতসি কুসুম হিমকর।
ইন্দ্র নীলমণি, উদরে মরকত,
শিখি চূড়া অহিবর॥
গোধূলি ধূসর, বিশাল বক্ষস্থল,
গো ছাঁদ রজ্জু করে।
দেখি অপরূপ, রূপ মনোহর,
জ্ঞান দাসের জ্ঞান হরে॥

মঙ্গল।

নবীন মেঘের ছটা, জিনিয়া বরণ ঘটা,
ভালে কোটি চন্দনের চাঁদ।
শিরে শিখি শ্রীখণ্ড, ঝলমল করে গণ্ড,
মুখমণ্ডল মোহন ফাঁদ॥
রাম কানু দোঁহে, ভুবন মোহন বেশে,
বনে যায় গোধন লইয়া।
শিঙ্গা বেণু লাখে লাখে, বাজায় ব্রজ বালকে,
ডাকে সভে সাঙলি বলিয়া॥
সোণার নূপুর তাড় বালা, আপাদ লম্বিত বনমালা,
রঙ্গে সব সঙ্গে শিশু ধায়।

১। অসিত অম্বর—কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। সরসীরুহ—পদ্ম।

২। হিমকর—চন্দ্র।

ধড়ার অঞ্চলা চলে, ঘণ্টার ঘন রোলে,
ভাব ভরে কেহ নাচে গায়॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রহি যায় ভিন্ন ভিন্ন,
তাহে অলি বসি করে গান।
জ্ঞান দাসেতে বলে, কি আনন্দ যমুনা কূলে,
হেরি দুই ভাইর বয়ান॥

তুড়ি।

গিরিধর লাল, গিরিপর খেলল,
তরু হেলন পদ পঙ্কজ দোলনীয়া।
অতি বল সুবল মহাবল বালক,
কান্ধে ছান্দ করে ভাণ্ড দোহানিয়া॥
গিরিবর নিকট, খেলত শ্যাম সুন্দর,
ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল।
নৌতুন তৃণ, হেরিয়া যমুনা তট,
চঞ্চল ধার গোপাল॥
সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে নন্দ নন্দন,
উপনীত যমুনা তীর।
পাঁচনি বেত্র বাম কক্ষে দাবই,
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর॥

১০। স্কন্ধে ছাঁদ এবং হাতে দোহন করিবার ভাঁড়।

১৭। দাবই—চাপিয়া রাখিয়া।

প্রিয় শ্রীদাম, সুদাম মধুমঙ্গল,
তীরে রহি হেরত রঙ্গ।
শ্যামল সুন্দর, মূরতি মনোহর,
হেরি যমুনা অতি বাঢ়ল তরঙ্গ॥
জ্ঞানদাস কহ, পরিমল সুন্দর,
কুসুম ষটপদ জোর।
যমুনাক তীর, রমণ অতি সুঘড়,
সুরস রসের ওর॥

তুড়ি।

হিয়ায় কণ্টক দাগ, বয়ানে বন্ধন লাগ,
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া, কোন বনে ছিলা গিয়া,
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি॥
নব ঘনশ্যাম তনু, ঝামর হইয়াছে জনু,
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে, হাতে হাতে সুঁপি দিলে,
ঘরকে গেলে কি বলিব মায়॥
খেলাব বলিয়া বনে, আইলাম তোমার সনে,
বসিয়া তরু ছায়।

৬। ষটপদ—ভ্রমরী।
১৩। ঝামর—মলিন।

বনে বনে উকটিয়া, তোর লাগি না পাইয়া,
আমা সভা প্রাণ ফাটি যায় ॥
জ্ঞানদাস কহে বাণী, শুন ভাই নীলমণি,
এ কোন চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে, যাও তুমি অন্য স্থানে,
তুমি মোদের এক যে সম্বল ॥

শ্রীরাগ।

ধেনু সঙে আওত নন্দ দুলাল। ধ্রু
গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর,
আজানুলম্বিত বনমাল ॥
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণু রব শুনইতে,
ব্রজবাসীগণ ধায়।
মঙ্গল থারি, দীপ করে বধূগণ,
মন্দির দ্বারে দাঁড়ায় ॥
পীতাম্বর ধর, মুখ জিনি বিধুবর,
নব মঞ্জরী অবতাংস।
চুড়া ময়ূর, শিখণ্ডক মণ্ডিত,
বাইয়ি মোহন বংশ ॥
ব্রজবাসীগণ, বাল বৃদ্ধ জন,
অনিমিখে মুখ শশী হেরি।

১। উকটিয়া—অনুসন্ধান করিয়া।
১৭। বাইয়ি—বাজায়।

ভুলিল চকোর, চাঁদ জনু পাওল,
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি ॥
গোগণ নবহুঁ গোঠে পরবেশল,
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে, যশোমতী আও,
জ্ঞান ভণিত রসাল ॥

শ্রীরাগ।

দুহুঁ রাণী দুহুঁ করু কোরে।
ছরম ভরম করু দূরে ॥
আচরে বদন মোছাই।
মাখন দেওত জোগাই ॥
খাওত সখাগণ সঙ্গ।
অতিশয় সো সুখ রঙ্গ ॥
কি কহব ভুবন সুখ ওর।
জ্ঞানদাস তহি ভৈগেও ভোর ॥

৭। দুহুঁরাণী—যশোমতী ও রোহিণী। দুহুঁ—কৃষ্ণ ও বলরাম।

শ্রীকৃষ্ণের এবং ষোড়শ গোপালের রূপ।

বরাড়ী।

তরু অবলম্বন কে।
হৃদয় নিহিত মণি মাল বিরাজিত,
সুন্দর শ্যামর দে॥ ধ্রু
নব কুবলয় দল, কিয়ে অতসি ফুল,
নীল মুকুর মণি আভা।
কিয়ে দলিতাঞ্জন, কিয়ে নব ঘন,
বরণে না পায়হ শোভা॥
কুসুমিত চিকুর বলিত বর বরিহা,
চাঁদ বিরাজিত ভালে।
আর এক অপরূপ, মলয়জ তিলক,
চাঁদ উয়ল ঘন মালে॥
কোটিইন্দু জিনি, বয়ন মনোহর,
অধরে মুরলী রসাল।
জ্ঞানদাস চিত, ওরূপ অবিরত,
ভাবিতে যাউ মোর কাল॥

১১। উয়ল—উদয় হইল।

সুহই।

সই লো ও বড় বিনোদিয়া কান।
কুটিল কটাক্ষে, লাখে লাখে কুলবতী,
ছাড়ল কুল অভিমান॥ ধ্রু
কুঞ্চিত অলকা উপরে, অলি মণ্ডল,
কাম কামান ভুরু ভঙ্গী।
মলয়জ তিলক, ভালে অতি বিলখন,
যা দেখি চাঁদ কলঙ্কী॥
পীত অঙ্গ সম, ভূষণ ঝলমল,
উরে দোলত বনমাল।
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দেখহ,
বিজুরী তরুণ তমাল॥

(রসরাজ রূপ)

সুহই।

নন্দের বাড়ী, তমাল গাছি,
কনক লতায় বেড়া।

* * *

কালা কলেবর, পীত বসন,
গৌর কলেবর নীরে।

৯। উরে—বক্ষঃস্থলে।

১২। তমাল গাছি—শ্রীকৃষ্ণ।

১৩। কনক লতা—শ্রীরাধিকা।

কনক অষ্ট দলে, অমিয়া সাগর,
ভাসল মত্ত অলিকুলে ॥
এক শিরে শোভে, মেঘের মালা,
আর শিরে ইন্দ্র ধনু।
এক কপোলে, শশধর শোভিত,
আর কপোলে শোভে ভানু ॥
এক মুখে, অমিয়া বরিখে,
আর মুখে বায় বেণু।
জ্ঞানদাসের মন, অনুখন ভাবই,
রাধার পরাণ কানু ॥

ধানশী।

আরক্ত সুন্দর কান্তি শ্রীদাম গোপাল।
বন ফুল মালে কুন্তল বাঁধে ভাল ॥
অরুণ বরণ ধটি কটির বাঁধনি।
যষ্ঠি বিশাল বেত্র মুরলী কাচনি ॥
প্রবাল মুকুতা গুঞ্জে গলে ঝলমল।
হেলায় দুলিছে কাণে মকর-কুণ্ডল ॥
সর্ব্ব অঙ্গ ভূষিত গোক্ষুরের ধূলা।
উরু পর দুলিছে বন ফুল মালা ॥

১২। কুন্তল—কেশ।

১৬। মকরকুণ্ডল—মকরাকৃতি কর্ণভূষণ।

১৮। উরু—বক্ষঃস্থল।

নানা আভরণ অঙ্গে কটিতে কিঙ্কিনী।
চরণে মঞ্জীর বাজে রুনু ঝুনু শুনি॥

ধানশী।

আরক্ত গৌর কান্তি গোপাল সুদাম।
পূর্ণিমার শশী জিনি মুখ অনুপাম॥
বিলোল নয়ন যেন পঙ্কজের পত্র।
সুললিত লসিত সুন্দর সর্ব্ব গাত্র॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া কৌতুক রসে মাতুয়ার।
দিগবিদিগ নাহি আনন্দ অপার॥
কুন্তলে গুঞ্জার শোভা বকুলের দাম।
গোরোচনা তিলক চন্দন অনুপাম॥
রাঙ্গা ধটি পরিধান কটিতে কিঙ্কিনী।
নানা আভরণ অঙ্গে হীরা হেম মণি॥
শ্রবণে সোণার কুঁড়ি ফুলের মঞ্জরী।
গলে বনমালা অতি ভ্রমিছে গুঞ্জরি॥
বাম করে মুরলী নূপুর বাজে পায়।
অগুরু চন্দন ফুল শোভে তার গায়॥

২। মঞ্জীর—নূপুর।
৫। বিলোল—চঞ্চল; চপল।
৬। লসিত—শোভিত।

ধানশী।

স্তোক কৃষ্ণ গোপালজী শ্যামল বরণ।
হরিত বরণ তার পিন্ধন বসন॥
দ্বিরদ শাবক গতি বিক্রমে বিশাল।
গীম দোলনে দোলে গলে বনমাল॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া আমোদে তনু উলসিত।
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল।
অঙ্গে দোলে বনফুল শ্রবণে কুণ্ডল॥

ধানশী।

কলধৌত বরণ যে সুবল গোপাল।
কমল জিনিয়ে অতি নয়ন বিশাল॥
কনক বরণ ধটি কটির শোভন।
ক্ষুদ্র ঘণ্ট সারি তাহে বাজে রণুরণ॥
চাঁচর চিকুর চূড়া টালনী কপালে।
বেড়িয়া টালনী তাহে নব গুঞ্জা মালে॥
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে নানা অলঙ্কার।
মত্ত করিবর জিনি গমন সঞ্চার॥

২। হরিত—হরিদ্রা।
৩। দ্বিরদ—হস্তী।
৪। গীম—গ্রীবা।
৯। কল ধৌত বরণ—স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ।

উরু পর দোলে দোলা তুলসীর দাম।
ভুবন মোহন রূপ অতি অনুপাম॥
করেতে মুরলী ধরে কনক রচিত।
দেখিতে দেখিতে আঁখি আনন্দে পূরিত॥

ধানশী।

অতি অপরূপ শ্যাম কান্তি চিকনিয়া।
অসিত অম্বুজ কিয়ে নীলমণি জিনিয়া॥
বরণ অরুণ কান্তি গোপাল অংশুমানি।
কজ্জল বরণ তার বস্ত্র পরিধান॥
সুনীল জলদ তার দিঘল নয়ন।
নাটুয়ার ঝোলা অঙ্গে নানা আভরণ॥
উভ করি বাঁধে কেশ চম্পকের দাম।
যার রূপ দেখি মূরছে কত কাম॥
মৃগমদ তিলক কপালে মনোহর।
কুমকুম ভুষিত তার কপাল সুন্দর॥
বাম করে মুরলী ডাহিনে পাঁচনি।
বিনোদ চলনে যায় বিনোদ চাহনি॥
উর পরে দোলে কিবা নব গুঞ্জা মাল।
কণ্ঠ তটে হার চারু মুকুতা প্রবাল॥
হাসি হাসি কথা কহে বড়ই মধুর।
রুণু রুণু বাজে পায় সোণার নূপুর॥

৬। অসিত অম্বুজ—কৃষ্ণবর্ণ পদ্ম।

ধানশী।

তপত কাঞ্চন জিনি গোপ বসুদাম।
অরুণ বসন পরে গলে ফুল দাম॥
ডাহিনে টালনী বাঁধে লটপট পাগ।
চম্পকের মালা তাহে নানা ফুল রাগ॥
উপরে তুলিছে ফুল অঙ্গে ফুল জাল।
মৃগমদ চন্দনেতে রঞ্জিত কপাল॥
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক্য রতন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে অগুরু চন্দন॥
সুধাময় তনুখানি নাটুয়ার ছাঁদ।
অঙ্গ নিরখিয়ে মুগ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ॥
ঘন ঘন মুরলী বাজায় মনোহর।
হাসির হিল্লোলে তায় দোলে কলেবর॥

ধানশী।

নীল পদ্ম কান্তি জিনি কিঙ্কিনী গোপাল।
পরিধান পিঙল বসন দেখি ভাল॥
ডাহিনে টালনী ভালে কুটিল কুন্তল।
বেড়িয়া মালতী জাথি যুথি থরে থর॥
গোরোচনা তিলক অলকা পাঁতি কোলে।
রতন কুণ্ডল ছবি ঝলকে কপালে॥
সপত্র কদম্ব ফুল দোলে বাম অংশে।
পক্ক বিম্ব অধরে গাইছে মৃদু বংশে॥

২০। বিম্ব—তেলাকুচা ফল।

নানা আভরণ অঙ্গে করে টলমল।
উরু পরে দোলে মাল নব গুঞ্জা ফল॥

ধানশী।

অতসি সম আভা অর্জ্জুন গোপাল।
পঙ্কজ পলাশ জিনি নয়ন বিশাল॥
ধূসর বরণ বস্ত্র করে পরিধান।
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে রুণু ঝুনু গান॥
বীণা বেণু আর হাতে কাঁচনি পাঁচনি।
নানা আভরণ অঙ্গে বিনোদ সাজনি॥
অনুক্ষণ করিতেছে নটন বিহার।
নবনীতে অধিক প্রীত যে তাঁহার॥

ধানশী।

দেবদত্ত গোপাল যে দুর্ব্বাদল শ্যাম।
অরুণ বসন পরে অতি অনুপাম॥
রঙ্গিম পাগড়ি পেঁচ উড়িছে পবনে।
নব কিশলয় তার দুলিছে শ্রবণে॥
গলায় দুলিছে হার মুকুতা প্রবাল।
মৃগমদ চন্দন তিলক শোভে ভাল॥
কেয়ূর শোভিত ভুজ সঘনে দোলায়
রুণু রুণু সঘনে নূপুর বাজে পায়॥

১২। কেয়ূর—বালা।

ধড়ায় মুরলী করে কনক পাঁচনি।
বন ফুল মালায় ধূসর তনু খানি॥

ধানশী।

সুন্দর বরণ দেখি সুনন্দ গোপাল।
সুন্দর আকৃতি তাঁর গলে বনমাল॥
কনক বরণ ধটি কটির আঁটনি।
দোলয়ে সুন্দর তাহে পাটের থোপনি॥
বিনোদ পাগড়ি মাথে তাহে ফুল আভা।
উড়িছে ভ্রমর তাহে মকরন্দ লোভা॥
সুগন্ধি ছটার ফোঁটা কপালে উজ্জ্বল।
রতন কুণ্ডল দুটী কাণে ঝলমল॥
শুদ্ধ সুবর্ণের হার বিচিত্র অলঙ্কার।
গলায় দুলিছে গজ মুকুতার হার॥
অনুক্ষণ গাইছেন মনোহর গীত।
পরম পবিত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত॥
বিনোদ বাঁকুয়া হাতে ধড়ায় মুরলী।
সর্ব্ব অঙ্গে বিভাশিত গোক্ষুরের ধূলি॥

ধানশী।

বরুপথ গোপাল যে অতি সে মনোহর।
সিন্দূর বরণ অতি স্নিগ্ধ কলেবর॥

৮। মকরন্দ—পুষ্প মধু।

ধবল বসন পরে গলে বনমাল।
অরুণ বরণ দুটী নয়ন বিশাল॥
ভুবন মোহন রূপ অপরূপ ছাঁদ।
হেরিতে মিলন কত পূর্ণিমার চাঁদ॥
বিনোদ পাগড়ি প্যাঁচ পিঠে ঝলমল।
ঝিকি ঝিকি করে দুটী শ্রবণে কুণ্ডল॥
হাত দোলাইয়া যায় বাম করে বাঁশী।
আধ আধ বচন কহিছে মৃদু হাসি॥

ধানশী।

নন্দক গোপাল যেন দুর্ব্বাদলশ্যাম।
রাতুল বসন পরে অতি অনুপাম॥
মিদুর মধুর হাসি কোমল প্রকাশে।
সদাই আনন্দ লীলা কৌতুক প্রকাশে॥
বিনোদ চূড়াটী তাহে নাগেশ্বর গাঁথা।
চন্দন তিলক তাহে মৃগমদ লতা॥
নানা আভরণ অঙ্গে শোভে ফুল আলা।
উরু পর দুলিছে বনজ ফুল মালা॥
কাঁচনি মুরলী করে কনক পাঁচনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি॥

১০। রাতুল—রক্তবর্ণ।

১১। মিদুর—মৃদুল।

ধানশী।

দেখ দেখ গোবিন্দের সঙ্গে।
অবিরত ধায় কত লাবণ্য বিদ্রঙ্গে॥
বিশালা বিষয়ে দোঁহে সমান বয়েস।
ধূমল ধূসর বর্ণ স্থললিত কেশ॥
নীল রক্ত বর্ণ ধটি কটির আঁটনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুণু ঝনু রুণী॥
দোঁহার মাথায় পাগ দোঁহে নটপটি।
গলায় দোসতিহার শোভে পরিপাটী॥
স্থবর্ণ প্যাটের খোপ পিঠে ঝলমল।
ঈষৎ ছুলিছে কাণে রতন কুণ্ডল॥
সোণার শিকলি শিঙ্গা শোভে ছুই কাঁধে।
দোঁহে এক মেলে যায় নটবর ছাঁদে॥

—

স্থহই।

দিনমণি বল্লভ, হুহুঁ কর পল্লব,
স্থবলিত অঙ্গুলী স্থছাঁদ।
অমৃত অঙ্গুলীমাঝে, রতন অঙ্গুরী সাজে,
মুখের লাবনি সদ্য চাঁদ॥
সরুয়া স্থন্দর কটি, মেঘবরণ ধটি,
অঞ্চল চঞ্চল পদ আগে।

৩। বিশালা—বিশাল, বৃহৎ।

কনয়া কিঙ্কিনী জাল, ঝুনু রুনু বাজে ভাল,
অঙ্গদ ভূষিত ধৌত রাগে॥
রাতা উৎপল জিনি, শ্রীরাঙ্গা চরণ খানি,
রতন মঞ্জীর বাম পায়।
বলরাম বড় রঙ্গে, বাম করে ধরি শিঙ্গে,
রোহি রোহি গভীর বাজায়॥
যার গুণ শ্রুতি মাত্র, পুলকে পূরয়ে গাত্র,
তার রূপ কে কহিতে পারে।
জ্ঞান দাসেতে ভণে, এতেক রাখাল সনে,
বিহরয়ে যমুনার তীরে॥

সুহই।

পহিরহ নীলাম্বর ধবল বরণ।
করে ধরে শিঙ্গা মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
পদ দুই চলে পুনঃ চলিতে না পারে।
স্থির হইতে নারে ঢলি ঢলি পড়ে॥
পড়িয়া আপনি কহে আপনি অস্থির।
বারুণী বলিয়ে পিয়ে যমুনার নীর॥
বারুণী বারুণী বলি সখাগণে চায়।
ক্ষণে ক্ষণে ধরণী পড়িয়া গড়ি যায়॥
অরুণ নয়ন করি অধর কাঁপায়।
ভয় মানি কেহ তার নিকটে না যায়॥

৩। রাতা উৎপল—রক্তোৎপল।
৯। এতেক—এতগুলি।

আপনার ছায়া দেখি তারে কহে কথা।
আপনে কহে বাত আপনে নাড়ে মাথা॥
ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কাঁদে বিবিধ বিকার।
বালকের সঙ্গে ক্ষণে করেন বিহার॥
কেহ গায় কেহ বায় কেহ তাল ধরে।
আনন্দে নাচয়ে ব্রজ বালক ভিতরে॥
একুই কুণ্ডল মাত্র বাম কাণে দোলে।
একুই নূপুর বাম চরণ কমলে॥
ধরণী লোটায় নীল ধড়ার অঞ্চলে।
বিগলিত হইয়াছে বেণীর কুন্তলে॥
ক্ষণে তরুতলে বসি দোলায় শরীর।
টল টল করে ক্ষিতি ভরে নহে স্থির॥
দেখিয়া বালকগণ ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
ক্ষণে ক্ষণে ভজে ক্ষণে পিরীতি সম্ভাষে॥
নির্ম্মল ধরাতল দেখিতে সুছাঁদ।
দিবসে উদয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া রসে দিগবিদিগ নাহি মানে।
আনন্দে বলাইর গুণ, জ্ঞানদাস ভণে॥

সুহই।

উজ্জ্বল সুবাহু গোপাল দুই জন।
লোহিত বরণ নীল পদ্মের বরণ॥
দোঁহা কটি তটে নীল বিচিত্র বসন।
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক রতন॥

সপত্র কদম্ব ফুল দোঁহার কাণে।
কপোলে চুম্বন করে অগিম দোলনে॥
চাঁচর চিকুরে বেড়ি নব গুঞ্জা মালে।
টালনী বিনোদ চূড়া ডাহিন কপালে॥
গোক্ষুরের ধূলা দোঁহা অঙ্গে বিভূষিত।
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত॥
সুবর্ণ চম্পক মালা দোলে উড়ে বায়।
মধুর চলনি মত্ত করিবর ভাঙায়॥
সংক্ষেপে কহিনু এই ষোড়শ গোপাল।
লক্ষ লক্ষ গোপ আছে বিনোদ রাখাল॥
জ্ঞানদাসেতে কহে সে দিন কবে হব।
যে দিন রাখাল পদে আশ্রিত হইব॥

শ্রীরাধিকার রূপ।

কল্যান।

ঢল ঢল কসিত কাঞ্চন তনু গোরী।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোলি॥
বয়ন শরদ সুধানিধি নিষ্কলঙ্ক।
মনমথ মথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥
রাই কি বলিব আর রাই কি বলিব আর।
ভুবনে কি দিয়ে হেন উপমা তোমার॥ ধ্রু
কুটিল কবরী বেড়ি কুসুমক জাদ।
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে অতি পরমাদ॥
নাসিকার আগে গজ মুকুতা হিলোলে।
পরাণ নিছিয়ে তোমার নয়ান কাজরে॥
ঊর্দ্ধ উরজ কিবা কনক মহেশ।
মুঠিয়ে ধরিলে হয় কটি মাঝ দেশ॥

২। হিলোলি—তরঙ্গ।

৩। সুধানিধি—চন্দ্র।

৭। পাঠান্তর—"কুটিল কুন্তল বেড়ি কুসুমের দাম"—গী, ক, ত।

৮। বিভিন্ন পাঠ—"সুরঙ্গ সিন্দুর সীঁথে অতি অনুপাম"—ঐ।

৯। হিলোলে—দোলে।

১১। পাঠান্তর—"উন্নত উরজ কিবা কনক মহেশ"—লী, স।
উন্নত পয়োধর যেন স্বর্ণের মহাদেবের ন্যায় শোভা পাইতেছে।
উরজ—স্তন।

পদকল্পতরু গ্রন্থে পদের প্রথমে দুই চরণ অধিক আছে ;—

"আইস বৈস তরুমূলে শশীমুখী রাই।
তোমার বদন শোভা বলিহারি যাই॥"

উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহুঁ জিয়ে তুই অবলম্ব॥

মল্লার।

কমল বয়ান কনক কাঁতি।
মুকুতা নিকর দশন পাঁতি॥
নাসা তিল মৃদু কুসুম তুল।
কাজরে মাজল দিঠি দুকূল॥
চললি হরিণ নয়নী রাই।
ত্রিভুবন জিনি উপমা নাই॥
অরুণ অধরে হসন ইন্দু।
চিবুকে মধুর শ্যামর বিন্দু॥
উচ কুচ যুগ কনক গিরি।
হিয়ার মাঝারে মাণিক ছিরি॥
পবন তরল বসন মেলি।
দামিনী বেঢ়লি চাঁদনি বেলি॥

৩। পাঠান্তর—"কমল মুখী কুসুম কাঁতি।"—লী, স।
"কমল বলয় নিকল কাঁতি।"—গী, চি, ম।
কাঁতি—কান্তি।
৪। নিকর—সমূহ।
৬। দিঠি—চক্ষু।
১০। শ্যামর বিন্দু—কাল ফোঁটা।
১২। ছিরি—শ্রী।

বিভ্রম সারিম সময় সাজ।
রবিশিলা যত তটনী মাঝ॥
রোমলতাবলী ভূজগী ভাণ।
নাভি সরোবরে করু পয়ান॥
কেশরী সোসরি মাঝারি অঙ্গ।
ত্রিবলি যৌবন জনি তরঙ্গ॥
মদন বিমান চাক নিতম্ব।
উলট কদলী উরু আরম্ভ॥
নীবী যে বান্ধল বেঢ়ল যাদ।
উলট কমল ফুটল আধ॥
কটির উপরে কিঙ্কিনী নাদ।
রতন মঞ্জীর কর বিবাদ॥
চরণ কমল শীতল ছায়।
জ্ঞানদাস মন জুড়াও তায়॥

১। সারিম—গমন।
৫। সোসরি—(সোসর) সদৃশ।
মাঝারি অঙ্গ—মাঝা।
৭। মদনের রথ স্বরূপ নিতম্ব।
১২। মঞ্জীর—নূপুর।
১৪। পাঠান্তর—"জ্ঞানদাস মন ডুবল তায়"—গী, চি, ম।

ধানশী।

সখী সহ রাজিত এক জনি।
জল সুতাকো সুত তা সুতকো সুত তা সুত ভক বদনী॥
তমঃ রিপু সুত, ভ্রাতা পিতঃবাহন তা অরি কটি যৌবনী।
মীন সুতা সুত, তা সুত নাসা, তা পর জড়িত মণি॥
কনক খম্ব পর, লসত কঞ্চুকি, নাচত চরত ফণি।
জ্ঞানদাস কহে, একল রাধিকা, গোকুল চন্দ্র ধনী॥

১। সখী সহ রাজিত একজন (কে)?

২। জল সুতা—পদ্ম, তাহার সুত—ব্রহ্মা, তাহার সুত—মরীচি, তাহার সুত—কশ্যপ, তাহার সুত—রাহু, তাহার ভক্ষ্য—চন্দ্র অর্থাৎ চাঁদবদনী।

৩। তমঃ—অন্ধকার, তাহার রিপু—সূর্য্য, তাহার সুত—সুগ্রীব, তাহার ভ্রাতা—বালী, তাহার পিতা—ইন্দ্র, তাহার বাহন—ঐরাবত, তাহার অরি—সিংহ, অর্থাৎ সিংহের ন্যায় কটিদেশ।

৪। মীন সুতা—মৎস্যগন্ধা, তাহার সুত—ব্যাস, তাহার সুত—শুক, অর্থাৎ শুকের ন্যায় নাসিকা যাহাতে মণি জড়িত আছে।

৫। সোণার থামের উপর কাঁচুলি শোভা পাইতেছে এবং তাহার উপর স্বর্প সদৃশ বেণী ঝুলিতেছে। লসত—শোভিত। কঞ্চুকি—কাঁচুলি।

৬। জ্ঞানদাস বলেন (তিনি অন্য কেহ নহেন) একমাত্র গোকুলচন্দ্র প্রণয়িনী শ্রীরাধিকা (বিরাজ করিতেছেন)।

শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব।

তুড়ি।

এ তোর বালিকা, চান্দের কলিকা,
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়, সদাই হৃদয়ে,
পসরা করিয়া রাখি॥
শুন বৃষভানু প্রিয়ে।
কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ,
এহেন সোণার ঝিয়ে॥ ধ্রু
তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর,
মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম সে নাম রাখুক,
আমরা রাখিলাম রাধা॥
স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ,
তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের, প্রেয়সী হইবে,
সঙরিবা যদি জীয়ে॥
দুহিতা বলিয়া, দুখ না ভাবিহ,
ইহোঁ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমলা,
ইহাঁর অংশের অংশ॥

১৫। সঙরিবা—স্মরণ করিয়া রাখিবা।

শ্রীরাধিকার বাল্য লীলা।

তুড়ি।

প্রাণ নন্দিনী, রাধা বিনোদিনি,
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥
বিহান হইতে, কাহার বাটীতে;
কোথা গিয়াছিলা বল।
এ ক্ষীর মোদক, চিনীক দলক,
কে তোর আঁচরে দেল॥
অগোর চন্দন, কস্তূরী কুঙ্কুম,
কে রচিল তোর ভালে।
কে বান্ধিল হেন, বিনোদ লোটন,
নব মল্লিকার মালে॥
অলকা তিলক, ললাটে ফলক,
কে দিল চম্পক দাম।
জ্ঞানদাস কহে, সব বিবরণ
কহ জননীর ঠাম॥

৮। আঁচরে—অঞ্চলে।
১৬। ঠাম—নিকট।

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

ধানশী।

মা গো গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে, এক গোয়ালিনী,
লৈয়া গেল মোরে ঘরে॥ ধ্রু
গোপ-রাজরাণী, নন্দের গৃহিনী,
যশোদা তাঁহার নাম।
তাঁহার বেটার, রূপের ছটায়,
জুড়ায়ল মোর প্রাণ॥
কি হেন আকুতে, তাঁর বাম ভিতে,
লৈয়া বসায়ল মোরে।
এক দিঠে রহি, তাঁহার আমার,
রূপ নিরীক্ষণ করে॥
বিজুরী উজোর, মোর অঙ্গ খানি,
সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া, দিবাকর ঠাঞি,
কি হেতু মাগল বর॥

৮। আকুতে—ব্যাকুলিত হইয়া। বাম ভিতে—বাম দিকে।
১২। উজোর—উজ্জ্বল।

তবে মোর গোরা গা খানি মাজিয়া,
নাস বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে, পাঠাইয়া দেল,
এ সব আঁচরে দিয়া॥
ঝিয়ের কাহিনী, শুনি গোয়ালিনী,
মুচকি মুচকি হাসে।
কত সুধারস, হিয়ায় বরিখে,
কহে কবি জ্ঞানদাসে॥

৪। এ সব—চিনীর দলক ইত্যাদি।

শ্রীরাধাকুণ্ড মিলন।

ধানশী।

দূতী প্রতি কমলিনী, বোলয়ে মধুর বাণী,
মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম।
তুমি মোর প্রিয় সখি, দেখাও সে নীরজাঁখি,
শূন্যময় হেরি ব্রজধাম।
শুন শুন প্রাণ সখি, মন্ত্রনা বলহ দেখি,
কিসে পাই শ্রীনন্দকুমার।
দূতী কহে শুন ধনি, মোর নিবেদন বাণী,
পুনঃ দেখা না পাইবা তার॥
শ্যাম নাগর ইহা বলি, কুঞ্জ ত্যজি গেল চলি,
প্রাণ দিব রাধাকুণ্ড জলে।
তাহা শুনি রাই ধনী, মৃদু মৃদু বলে বাণী,
শ্যাম যদি আমারে ত্যজিলে॥
আমি শ্যাম কুণ্ড নীরে, শ্যাম নাম হৃদে ধরে,
বঁধু লাগি এ প্রাণ ত্যজিব।
জ্ঞানদাস বলে শুন, হেন কহ কি কারণ,
শ্যাম অন্বেষণে চল যাব॥

৩। নীরজাঁখি—কমল আঁখি (শ্রীকৃষ্ণ)।

১৩। পাঠান্তর—"শ্যাম নাম হৃদে ধইরে"—গী, র, ব।

প্রেম বৈচিত্ত।

সিন্ধুড়া।

সই কি না সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে, নহে পরতীত,
যেন দারিদ্রের হেম॥ ধ্রু
হিয়ায় হিয়ায়, লাগিব লাগিয়া,
চন্দন বা মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া, রাইয়ের দোসর,
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি, মুখ নেহারয়ে,
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।

প্রেম বৈচিত্ত লক্ষণঃ—

"প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমময়ী ধনী।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয় কোথা মনে গণি॥
চৌদিকে নেহারি কান্দে বিরহ হুতাশে।
প্রেম বৈচিত্ত ইহ হেরি হরি হাসে॥"—ভক্তমাল।

১। পাঠান্তর—"সই কি না সে কাহ্নুর প্রেম"—পদামৃত সমুদ্র।

৬—৭। বিভিন্ন পাঠ—"ছায়ার সহিতে, ছায়া মিশাইতে,
রাত্রে দিনে থাকে সঙ্গে।"—লী, স।

৮। পাঠান্তর—"মুখ নিরখয়ে"—হ, লি, পু।

কোরে থাকিতে কত, দূর হেন মানয়ে,
তেঞি সদা লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমাইতে, আন নাহি চিতে,
রসের পসরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে, এমন পিরীতি,
আর কি জগতে আছে॥

সিন্ধুড়া।

নিজ পর সঙ্গ, স্বপনে না করে,
আনে না পাতয়ে কাণ।
দিঠে দিঠে রহে, নিমিখ না বহে,
নিরখে মঝু বয়ান॥
সই কিনা সে বন্ধুর, পিরীতি কি রীতি,
কহিতে কহিব কি।
সো সব চরিতে, কত উঠে চিতে,
পরাণ নিছনি দি।
ক্ষণে ক্ষণে তনু, পুলকে আকুল,
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে, রসের আলাপ,
অমিয়া সিনায় অঙ্গ॥

১০। মঝু—আমার।

এত করি মোরে, কোরে আগোরয়,
রচয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে, ধনি ধনি সেহ,
যাহে এ পিরীতি লেশ ॥

ধানশী।

শিশু কাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে,
পরাণে পরাণ লেহা।
না জানি কি লাগি, কো বিহি গঢ়ল,
ভিন ভিন করি দেহা ॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া, নারে পাসরিতে,
কি দিয়া সুধিব ধার ॥ ধ্রু
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া,
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক, করের মুরলী,
লইতে আমার নাম ॥

১। আগোরয়—আগলায়।

২। পাঠান্তর—"রঞ্জয়ে বেশ বিশেষ"—প, ক, ত এবং গী, ক, ত।

৩—৪। বিভিন্ন পাঠ—" * * ধন্য ধন্য জীয়ে,
যাহে পিরীতি নব লেশ।"—হ, লি, পু।

আমার অঙ্গের; বরণ সৌরভ,
যখনে যে দিকে পায়।
বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া,
তখনে সে দিকে ধায়॥
লাখ কামিনী, ভাবে রাতি দিনি,
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে, আহীর নাগরী,
পিরীতে বান্ধল তায়॥

সিন্ধুড়া।

যঁব দেখা দেখি হয়ে, হেন তার মনে লয়ে,
নয়ানে নয়ানে মোরে প্রিয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি,
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে॥
আহা মরি মরি মুঞি কি করিব আরতি।
কি দিয়া সুধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি॥ ধ্রু
রসিক নাগর যে, নিতুই দুয়ারে সে,
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয়, তোমার চরিতে যেবা লয়,
তাহা বা কহিবা তুমি কায়॥

৩। বাউল—পাগল।

লীলা সমুদ্র গ্রন্থে এই পদ নরহরির ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয়।

১৩। গীত কল্পতরু গ্রন্থে "করিব" স্থলে "কব" পাঠ আছে।

ধানশী।

হাসিয়া হাসিয়া, মুখ নিরখিয়া,
মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিতে, ছায়া মিশাইতে,
পথের নিকটে রয়॥
আলো সই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে, পিরীতি করয়ে,
কি জানি কি তার হয়॥
সহজে রসের, আকার সে যে,
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন, উড়িতে আপন,
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায়॥
চমক চলনি, ওগিম দোলনী,
রমণী মানস চোর।
জ্ঞানদাস কহে, সো পিয়া পিরীতি,
মরমে পশিল তোর॥

৮। পাঠান্তর—"সহজে নাগর, রসের আকর"—লী, স।
১৪—১৫। বিভিন্ন পাঠ—"জ্ঞানদাস বলে, ভালই বুঝিলে,
মরমে লাগুল মোর।"—ঐ।

তিরোতা—ধানশী।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

সুন্দরি আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
বিভোর হইয়াছি॥
থির নহে মন, সদা উচাটন,
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে, দশ দিশ গণে,
তোমারে দেখিতে পাই॥
তোমার লাগিয়া, বেড়াই ভ্রমিয়া,
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনি, প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ, দেহ ভিন ভিন,
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা॥

১—২—৩। পাঠান্তর—"সুন্দরি আমারে না বল কছু।
তোমার লাগিয়ে, ভাবিয়ে ভাবিয়ে,
বিকল হইয়াছি॥"—প, ক, ল।

৭। বিভিন্ন পাঠ—"সদাই দেখিয়ে রাই"—ঐ।

সম্ভোগ মিলন।

কেদার।

অবনত বয়নে না কহে কিছু বাণী।
পরশিতে বিহসি ঠেলই পহুঁ পাণি॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ।
অভিনব নায়রী না মানয়ে বোধ॥
পিরীতি বচন পুনঃ কহল বিশেষ।
রাইক হৃদয়ে দেখয়ে নবলেশ॥
পহিরণ বসন ধরল যব হাতে।
তব ধনী দিব দেই নিজ মাথে॥
রস পরসঙ্গে কয়ল কত রঙ্গ।
নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ॥
নাহক আদর অধিক বাঢ়য়।
জ্ঞানদাস কহে এহ না জুয়ায়॥

২। বিহসি—হাস্য করিয়া। পাণি—হস্ত।

৩। নাহ—নায়ক।

৪। পাঠান্তর—"অভিমানিনী রাই না মানয়ে বোধ।"—গী, চি, ম এবং লী, স।

৮। দিব—দিব্য।

কেদার।

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে রহু আরতি অনেক॥
মনে রহু মনসিজ শুতল শেজে।
নাহি পরকাশল থোরহি লাজে॥
মণিময় দীপ উজোরল গেহ।
সুকুসুম শেজহি ঝলমল দেহ॥
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার।
সারী শুক কত কপোত ফুকার॥
মলয় পবন বহ গন্ধ সুগন্ধ।
দ্বিজকুল শব্দ গীত অনুবন্ধ॥
সুখময় মন্দির কালিন্দী তীর।
শুতল দুহুঁ জন কুঞ্জ কুটীর॥
সখীগণ হেরই ঝরকহি ঝাঁপি।
আরতি অধিক তিরপিত নহে আঁখি॥
কোই কোই সেবই শেজক পাশ।
জ্ঞানদাস কহ পূরল আশ॥

২। পাঠান্তর—"বয়ানে বয়ানে দুই আরতি অনেক।"—গী, ক, ত।
৪। পরকাশল—প্রকাশ করিল। থোরহি—অল্প।
৫। উজোরল গেহ—গৃহ উজ্জ্বল করিল।
১০। দ্বিজকুল—পক্ষ্যাদি যাহাদের অণ্ড ও শাবক এই দুই প্রকারে জন্ম হয়।
১৩। ঝরকহি—জানালা।

ভৈরবী।

কুসুম শেজ পর কিশোরী কিশোর।
ঘুমল দুহুঁ জন হিয়ে হিয়ে জোর॥
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ॥
কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি।
নব মেঘে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি॥
শিখি কোরে ভুজগিনী নাহি দুঃখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ।
কাম কামিনী এক ঠাঞি নাহি জাগ॥
কলহ কয়ল বহু রসনা রসনা।
বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা॥
শূর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহে অদভুত কেল॥

৫। শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরে এমন ভাবে পরিবেষ্টিত যেন মনে হইতেছে কুঁদা স্বুবর্ণ নীলমণি জড়াইয়া রহিয়াছে।
কুন্দনকনক—শ্রীরাধিকা। নীলমণি—শ্রীকৃষ্ণ।

১০। কোক—চক্রবাক।

১১। ভাগ—পৃথক।

১৫। শূর—সূর্য্য।

১৬। কেল—কেলি।

ধানশী।

নিমগন দুহুঁ জন রতি রণ রঙ্গে।
থির দামিনী নব জলধর সঙ্গে॥
কুসুম শেজপর রাধা কান।
দুহুঁ মন পেশল মনসিজ জান॥
ঘন ঘন চুম্বই চকিত নয়ান।
কুচ যুগ পর খরতর নখ হান॥
কুঞ্জহিঁ দুহুঁ জন কেলি।
জ্ঞানদাস চিতে আনন্দ ভেলি॥

ধানশী।

দুহুঁ দুহুঁ নিরখই নয়ানের কোণে।
দুহুঁ হিয়া জর জর মনমথ বাণে॥
দুহুঁ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প।
দুহুঁ কত মদন সাগরে ভেল ঝম্প॥
দুহুঁ দুহুঁ আরতি পিরীতি নাহি টুটে।
দরশে পরশে কতেক সুখ উঠে॥
দুহুঁক অধর রস দুহুঁ করু পান।
দুহুঁ দুহুঁ চুম্বই বয়ানে বয়ান॥
দুহুঁ আলিঙ্গই ভুজে ভুজে বন্ধ।
জ্ঞানদাস মনে বাঢ়ল আনন্দ॥

৩। কান—কানু, শ্রীকৃষ্ণ।

১৪। দরশে—দরশনে।

কেদার।

বিগলিত কুন্তল, মণিময় কুণ্ডল,
রুণু ঝুনু আভরণ বাজ।
ঘামহিঁ অলকা, তিলক বহি যাওত,
ঘন দোলত মণিরাজ॥
দেখ দেখ দুহুঁ জন কেলি।
দুহুঁ দুহুঁ অধর, সুধারস পিবি পিবি,
দুহুঁ কিয়ে উনমত ভেলি॥
গীমহি ভুজযুগ, ঊপর শশধর,
কনকধরাধর মাঝ।
অপরূপ পবনে, সঘন তনু দোলত,
গগন সহিত দ্বিজরাজ॥
চঞ্চল চরণ, কমল মণি নূপুর,
শবদ মঙ্গল পূর।
মনমথ কোটি, মথন করু ঐছন,
জ্ঞানদাস চিতে ফুর॥

৬। পিবি পিবি—পান করিয়া।
৮। গীমহি—গ্রীবা।
১১। দ্বিজরাজ—চন্দ্র।

পঠমঞ্জরী।

শ্যাম মনোহর সুন্দরী সঙ্গ।
দুহেঁ দুহুঁ হেরি হেরি করু কত রঙ্গ॥
নব মধুমাসে নিধুবনে সাজ।
দুহুঁ মুখ মন্থর কুঞ্জ বিরাজ॥
রাধা মাধব রতি রস কেলি।
বিদগধ নাগর নাগর বৈদগধি মেলি॥
দৃঢ় পরিরম্ভন পুলক ভুজ দণ্ড।
চুম্বনে লুবধল দুহুঁ জন গণ্ড॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ জন পিব।
উৎপলে পূজত হেমক শিব॥
অধ্বৃত নায়রী অধ্বৃত কান।
অতি রসে ভেল অবশ পাঁচ বাণ॥
দুহুঁ গুণ রূপ কলা রস সীমা।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক মহিমা॥

ভূপালী।

বিদগধ নাগরী নাগর বসিয়া।
মধুকর মধু পিয়ে কমলিনী পশিয়া॥

৩। মধুমাস—চৈত্র মাস।
৭। পরিরম্ভন—আলিঙ্গন।
১২। পাঁচ বাণ—মদন।
১৫। বিদগধ—রসিক।

বাঢ়ল রসসিন্ধু দুহেঁ এক হিয়া।
কালা মেঘে ঝাপল কুমুদ বন্ধুয়া॥
রাই কানু নিধুবনে মধুর বিলাস।
দুহুঁ দুহাঁ মুখ হেরি বাঢ়য়ে উল্লাস॥
পূণিম চাঁদ মুখে স্বেদ বিন্দু বিন্দু।
অনঙ্গ লাবণ্য ফুলে পূজল ইন্দু॥
বিগলিত কেশ বেশ বিগলিত বাস।
রতি রস ছরমে বহে দীর্ঘ নিশ্বাস॥
আলসে মুদিত আঁখি বয়ানে বয়ান।
জ্ঞান কহে চাঁদে কিয়ে চাঁদের মিলান॥

ভূপালী।

রাধা বদন হেরি কানু আনন্দা।
জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দা॥
কতহুঁ মনোরথ কৌশল করি।
কুসুম শরে রাই কানু অসম্বরি॥
পুলকে পূরিল তনু হৃদয়ে উল্লাস।
নয়ান ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস॥

২। কালামেঘ—শ্রীকৃষ্ণ। কুমুদ বন্ধুয়া—চন্দ্র (শ্রীরাধিকা)।

৫। স্বেদ—ঘাম।

৮। ছরমে—শ্রমে।

১২। জলনিধি—সমুদ্র।

১৩—১৪। কত কাম কৌশলে যেন রাধা কানুকে ফুল শরে অস্থির করিয়া তুলিল।

জ্ঞানদাস।

দুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা।
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা॥
হার টুটল পরিরম্ভন কেলি।
মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি॥
খসল কুসুম কেশ দুহুঁ অতি ভোর।
নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর॥
দুহুঁ দোঁহা চুম্বনে বয়ানে বয়ান।
জ্ঞানদাস হেরি দুহুঁ গুণগান॥

শঙ্করাভরণ।

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথ কেলি॥
নিধুবনে মুগধল নাগরী কান।
এক কলেবর দুহুঁ একুই পরাণ॥ ধ্রু
চান্দ চন্দন মলয়জ বাতে।
অতি রসে বাদর নহে পরভাতে॥
রাধা মাধব মধুর বিলাস।
নাহ অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস॥
রূপ কলাগুণ দুহুঁ সমতুল।
প্রেম পরশ রস আরতি অমূল॥

৩। পরিরম্ভন—আলিঙ্গন।
১১। মুগধল—মুগ্ধ করিল।
১৮। অমূল—অমূল্য।

নিবিড় আলিঙ্গন করল অপার।
চুম্বনে বদনে রচয়ে সিতকার॥
পূরল মনোরথ বিগলিত স্বেদ।
দুহুঁ তনু একই নহত নব ভেদ॥
বিগলিত কেশ বসন ভেল আন।
জ্ঞানদাস কহ একই পরাণ॥

ললিত।

রাধা কানু বিলসই নিকুঞ্জ ভবনে।
নয়ানে নয়ানে দুহুঁ বয়ানে বয়ানে॥
দুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হের দেখ এ সখি শ্যাম কিশোর॥
জ্ঞানদাস কহে সুরস সার।
যুগল মিলন রসের সার॥

(রসালস।)

ললিত।

রাধা মাধব অতি মনোহর।
উঠিয়া বসিলা পুষ্প শয্যার উপর॥
রতির অলসে দুহেঁ আঁখি মেলিতে নারে।
দুহুঁ ঢুলি ঢুলি পড়ে দোঁহার উপরে॥

২। সিতকার—চন্দ্র।

৩। স্বেদ—ঘাম।

কর্পূর তাম্বুল চুয়া সুগন্ধি চন্দন।
মঙ্গল আরতি সখী করয়ে সেবন॥
শুনি চমকিত মন কোকিলের রায়।
জ্ঞানদাস দুহুঁ রসালস গায়॥

শ্রীরাগ।

পহিলহি পিরীতি নাহিক পরকাশ।
দোতী শুতায়ল উনহিক পাশ॥
ননদী নিন্দহ আপন ঘরে ভোর।
তৈখনে লুই গেও বসনহি চোর॥
কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
মদন মণি মন্দিরে কয়লু নিবাশ॥
পহিলহি নিবিড় আলিঙ্গন দেল।
দুহুঁ তনু পুলকিত দ্বিগুণ ভৈ গেল॥
প্রেম কয়ল কত বিদগধ রাজ।
দশনে দশনে দুহুঁ ঘন ঘন বাজ॥
দুহুঁ তনু লাগল ভালহি ভাল।
চন্দনে লাগল সিন্দুর জাল॥
বসন বসন দুহুঁ আনহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ পুন কিয়ে কেল॥

৭। নিন্দহ—নিদ্রা যাইতেছে।
৮। তৈখনে—সেই সময়ে। বসনহি চোর—শ্রীকৃষ্ণ।

কৌরাগিনী।

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরীতি।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচতি॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোওয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিদ্রের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান।
নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান॥
ইথে যদি মুঞি তেজিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাসে।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাসে॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দুহেঁ এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥

গান্ধার।

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥
হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥

১। পাঠান্তর—"শুন শুন এ সখি পিয়াক পিরীতি"—প, স।
২। উচতি—(উচিত) উপযুক্ত।
৫। গীত কল্পতরু গ্রন্থে "নিদ্রের" স্থলে "নিন্দের" পাঠ দৃষ্ট হয়।

তনু তনু পরশ লাগি আভরণ তেজে।
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে॥
নিশি অবশান জানি কাতর হইয়া।
দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজলতা দিয়া॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম ফান্দে।
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে॥
ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম ফাঁস।
তেঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস॥

ভূপালী।

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥
এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই।
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেক বরিখে।
যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥
জ্ঞানদাস বলে ভাল মনে থাক।
এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক॥

২। যাবক—আলতা।
১৩। বরিখে—বৎসরে।

পঠমঞ্জরী।

যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপলু লাজে॥
করে কর ধরি ফুয়ল চীর মোর।
পিয়া বড় টিট কর রাখল আগোর॥
কি কহব রে সখি কানুক লেহা।
ও সুখে মুগধ মুগধ মঝু দেহা॥ ধ্রু
প্রেম পরশ রস কয়ল অপার।
কত পরথাপল পিরীতি পসার॥
চুম্বনে চুয়ল অধরক দাগ।
কি কহব সে সব সময় সোহাগ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ।
লুবধ মনোভব নহ পরিচ্ছেদ॥
উপজিল আরতি কহন না যায়।
জ্ঞানদাস কহ সীম কো পায়॥

৩। ফুয়ল—স্খলিত করিল।
৪। আগোর—আগলাইয়া।
১১। স্বেদ—ঘাম।
১২। মনোভব—কামদেব।
১৪। সীম—সীমা। পাঠান্তর—"জ্ঞানদাস কহ অবধি কে পায়"—গী, ক, ত।

শ্রীরাগ।

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল।
চন্দন চাঁদ চিত রহি গেল॥
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
সুধুই সুধায়সি চকিত ভেল অঙ্গ॥
আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর।
লাখ মুখে কহিতে না পারিয়ে ওর॥
পরশে অবশ তনু বেশ নিরুঝম্প।
ঘামল সব তনু উপজল কম্প॥
সরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটি।
তাম্বুল অধরে অধরে লই যাটি॥
করে কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ॥

সুহই।

সজনি ও কথা কথন নয়।
শ্যাম সুনাগর, গুণের সাগর,
পড়িনু কোরে ঘুমায়॥ ধ্রু

১। তিরপিত—তৃপ্ত।
৬। চকিত—চমকিত।
৭। গুরুয়া—গুরু। থোর—অল্প।
৯। নিরুঝম্প—স্খলিত।

কত পরকারে, চেতন করয়ে,
চেতন না ভেল মোর।
অভিমান করি, পাশ মোড়ি রহি,
দুঃখেতে চলল ভোর॥
উঠিনু জাগিয়া, দেখি নাই পিয়া,
হৃদয়ে বাজয়ে শেল।
আহা মরি মরি, মদন বাণেতে,
জর জর ভৈ গেল॥
সে সব সোঙরি, চিত বেয়াকুল,
কেমনে আছয়ে পিয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ কথা শুনিতে,
বিদরয়ে মোরি হিয়া॥

সিন্ধুড়া।

প্রভাত সময়ে, কাক ফুকরিয়া,
আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, বচন কহিতে,
তহি আন থলে যায়॥
সখি এ কথা কহিয়ে তোরে।
চির দিন পরে, কোন বিধাতা,
সদয় হইলে মোরে॥ ধ্রু

১০। পাঠান্তর—"কেমনে করিছে পিয়া"—হ, লি, পু।

১১। বিভিন্ন পাঠ—"এ সব শুনিয়া"—ঐ।

নিশি অবশেষে, কান্দিতে কান্দিতে,
নিদ আওল আঁখে।
বুকে দুটি হাত, অতি ভীত পিয়া,
আসিয়া দাঁড়াইল সমুখে॥
চমকি উঠিয়া, কোরে আগুরিতে,
চেতনা হইল মোর।
মূরছি পড়িতে, নিকটে বিশাখা,
আমারে করিল কোর॥
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়য়ে,
তবহি সন্তোষ হয়।
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
বন্ধুয়া মিলব তোয়॥

সিন্ধুড়া।

স্বপনে দেখিনু মোর প্রাণনাথ।
সমুখে দাড়াঞা আছে জোড় করি হাত॥
পুন না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি।
কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি॥ ৪।
পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইনু।
আপন করম দোষে আপনি মরিণু॥

৫। আগুরিতে—আগলাইতে।

যে দেশে পরাণ বন্ধু সেই দেশে যাব।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব॥
জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া।
আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া॥

সুহই।

পিয়ার পিরীতে, জাগি ঘুমায়লু,
না জানি বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের, অঙ্গের সৌরভ,
ননদী পাওল আসি॥
ননদী বলে গা তোল বড়ুয়ার ঝি।
সে হেন অঙ্গের, এমন বিতথা,
লোকে না বলিবে কি॥ ধ্রু
কেনে তোর তনু, হেন বিবরণ,
মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করীবরে, মথিয়া থুঞাছে,
শিরীষ কুসুম মালা॥
কে দিল হের, রঙ্গের নূপুর,
কে দিল এমন হার।
তড়িত জিনিয়া, বরণ বসন,
গুপতে আনিলি কার॥
আপাদ মস্তক, নাহি পরকাশ,
কে দিলে চন্দন চুয়া।

সুরঙ্গ অধরে, রঙ্গ ধরাইতে,
কে দিল তাম্বুল গুয়া॥
নাসার বেশর, ভালে সে তিলক,
কে দিল এমন ছান্দে।
খঞ্জন নয়ানে, অঞ্জন রঞ্জিত,
জ্ঞান পড়িল ধান্দে॥

সুহই।

ননদিগো রহিতে নারিনু ঘরে।
না দেখি না শুনি, এমন দেবতা,
যুবতী দেখিয়া ভুলে॥ ধ্রু
নিশির স্বপনে, চাঁদ উপরাগ,
হেরিয়ে মন্দিরে বসি।
হেনই সময়ে, সে বন দেবতা,
মোরে গরাসিল আসি॥
গরাস তরাসে, আকুল হইয়া,
মূরছি পড়িনু ভূমে।
তোর নাম ধরি, কত না ডাকিনু,
শুনিয়া না শুনিলি কাণে॥
এ মোর বিতথা, সে বন দেবতা,
শুনি চমকএ চিতে।

১০। চাঁদ উপরাগ—চন্দ্র গ্রহণ।

যুবতী দেখিয়া, ফিরিয়া হেরিয়া,
এমতি তাহারি রীতে॥
যে জন হেরয়ে, সে বন দেবতা,
হরয়ে তাহার চিতে।
এ বোল শুনিয়া, ননদী চমকি,
ভ্রমিয়া বোলয়ে ভীতে॥
গোকুল পতির, মতি ভুলাইলা,
ঈষৎ আঁখির ঠারে।
জ্ঞানদাস কহে, ননদী ভুলাইতে,
কিবা পরমাদ তারে॥

সিন্ধুড়া।

অবহুঁ রভস রস, কয়লহুঁ ধাধস,
ঝামর তুপর বেলি।
উলটল কবরী, সম্বরে নাহি অম্বরে,
কহ কেরা গারী বা দেলি॥
সখি হে কোন এতহুঁ দুখ দেল।
বিকচ কমল ফুল, লোচন ছল ছল,
অব কাহে মুদিত ভেল॥ ধ্রু

১১। অবহুঁ—এখনও। রভস—হর্ষ।
১৪। গারী—গালী।
১৬। বিকচ—প্রস্ফুটিত।

তাম্বুল অধরে, মধুর বিম্ব ফলে,
কিরদ দংশন কিবা দেল।
কুচ ছিরিফল পর, বিহগ কিয়ে বৈঠল,
তাহে অরুণ রেখ ভেল॥
কাজর কপোল, লোল অমিয় ফল,
সিন্দূর সুন্দর বয়ানে।
জ্ঞানদাস কহ, চলহ চল সখি,
রাইক মিলাহ সিনানে॥

—

ধানশী।

সখি রাই কলাবতী কানে।
এ তুহুঁ মনোভব, মনহি বুঝাওল,
কিয়ে তুহুঁ আপন সুজানে॥
তুহুঁ দিঠি চঞ্চল, বচন সমাপল,
চৌদিশে কত আছে আনে।
তুহুঁ জন বুঝল, কেহ নাহি সমুঝল,
ঐছন তুহুঁ যে সিনানে॥
ভুজে ভুজ বান্ধি, উরহি দরশায়ল,
রমণী সমুঝল কাজে।
আনন সরোরূহ, করে পরশাওল,
সময় বুঝায়ল সাঁঝে॥

১৪। সমুঝল—বুঝিল।

কর কমলে মুখ কমল লুকায়ল,
আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞানদাস কহ, তরুণী তুল নহ,
তৈছে কয়ল নিরবাহ॥

বরাড়ী।

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
অমনি নেহারি হেরল মোহে থোর॥
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজে বান্ধি অলপ চলি গেল॥
কি কহব রে সখি নারী সুজান।
হরখে বরখে কত মনমথ বাণ॥
হরি কত দূরসে পালটি নেহারি।
তোড়ল কানড় কুসুম উঘারি॥
বসনক ওর ঝাপল তব গোরী।
নীল কমলে মুখ রোপল থোরি॥
বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ।
কানু মুগধ তাহে ধরু নিজ দেহ॥

৩। তুল নহ—তুল্য নাই।
৪। নিরবাহ—নির্ব্বাহ।
৫। উরজক ওর—স্তনের প্রান্ত ভাগ।
১০। হরখে—হর্ষে। বরখে—বর্ষণ করে।

ধনি ধনি তাক যাক ইহ নারী।
জ্ঞানদাস কহ ধনি জনা চারি॥

সুহই।

সখি বড় অপরূপ ভেলি।
রাই যমুনা সিনানে গেলি॥
কানু দরশন ভেল।
কিয়ে দুহুঁ ইঙ্গিত কেল॥
বুঝিয়া সে সব রীত।
সবে গেল আন ভিত॥
যব হোত নিরজনে।
পৈশলি নিকুঞ্জ বনে॥
কি দুহুঁ কয়লি লেহ।
জ্ঞানদাস তব থেহ॥

ভূপালী।

কি কহব রাইক চরিত অপার।
ঐছে কথিহুঁ না হেরিয়ে আর॥
গুরুজন সনে আজি চলইতে বাট।
অন্তরে উপজল কানুক নাট॥

১। পাঠান্তর—"ধন্য ধন্য সে জনা যাহার বরনারী—লী, স।
৩। পাঠান্তর—"সখি বড় অপরূপ কেলি"—লী, স।
৮। আন ভিত—অন্য দিক।
১০। পৈশলি—প্রবেশ করিল।
১৪। কথিহুঁ—কোথাও।

পুলকে পূরল তনু ঝরঝর ঘাম।
অবশ হইয়া কহে কানু শ্যাম॥
ননদী কহয়ে তহিঁ কানু কাঁহা হেরি।
ভানু ভানু করিয়া কহয়ে পুনবেরি॥
অতিশয় তাপে তনুতে বহে ঘাম।
তাহে পুনঃ পুন সে কহলু ভানু নাম॥
গুরুজন শুনি তব নিশবদ ভেল।
জ্ঞানদাস চাতুরী উপদেশ কেল॥

ধানশী।

যাইতে যমুনা সিনানে।
সঙ্গহি কাল সমানে॥
অলখিতে আওল কান।
হাম তব বঙ্ক বয়ান॥
ননদিনী আগে আগে যায়।
তহিঁ কিছু কহিতে না পায়॥
ও বর বিদগধ নাহ।
ইথে যে করল নিরবাহ॥ ধ্রু
পুন পিছে পিছে গেও সেহ।
উলটি হেরিয়ে শ্যাম দেহ॥

২। পাঠান্তর—"অবশ হইয়া কহে কানু শ্যাম নাম"—গী, ক, ত।
১৪। তহিঁ—শ্রীকৃষ্ণ।
১৫। ও সুন্দর রসিক নায়ক।

অলখিতে চুম্বন কেল।
ভাবে অবশ তনু ভেল॥
বিহি দিল কণ্টক হাতে।
চললিহুঁ অধমক সাথে॥
কয়লহুঁ যমুনা সিনান।
জ্ঞান কহে সহে কি পরাণ॥

ভূপালী।

একসরি যাইতে যমুনা তীর।
অলখিতে আওল শ্যাম শরীর॥
অম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কত বেরি হেরি হেরি মৃদু মৃদু হাস॥
এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে।
দিঠহি দিঠ পড়ল রহি লাজে॥
আগে আগে অনুসরি ফিরি ফিরি চায়।
বিহসি বয়ানে ক্ষণে বয়ান লাগায়॥
আনছলে কতয়ে করয়ে পরিহাস।
হেন বুঝি কত কুলজা কুল নাশ॥

৫। কয়লহুঁ—করিলাম।
৭। একসরি—একলা।
১৬। কুলজা—সৎকুলজাতা।

শুনইতে মধুর মুরলী রব থোর।
খসয়ে কাঁখের কুম্ভ নীবি নিচোর॥
কি দেখিনু কি শুনিনু কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি যাহায়॥

ভূপালী।

বরুণক দেশ রঙ্গিণী চলি গেল।
অরুণ অতি সুরপথ দিগ ভেল॥
ঐছন সময়ে নিজ কেলি নিবাসে।
বেশ কয়লি পিয়া বহু প্রীতি আশে॥
আধা আধ তাহে না পূরল আশ।
হেরি বিঘিনি কত ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
নাহক চিতহি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস কহ বিহিক সম্ভেদ॥

ধানশী।

একলি মন্দিরে, শুতলি সুন্দরী,
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহুঁ তাহার, পরশ না ভেল,
এ বড়ি মরমে ধন্ধ॥

২। নিচোর—অঞ্চল।
৫। বরুণক দেশ—পশ্চিম দিকে। রঙ্গিণী—শ্রীরাধিকা।
৬। আকাশ অরুণ বর্ণ হইল অর্থাৎ সন্ধ্যা হইল। সুরপথ—আকাশ।
১০। বিঘিনি—বিঘ্ন।
১২। সম্ভেদ—মিলন। বিহিক—বিধির।

সজনি পাওলি পিরীতি ওর।
শ্যাম সুনাগর, শৈশব কিবা
কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তূরী চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
দেখিয়ে অধিক উজোর।
বিবিধ কুসুমে, বান্ধল কবরী,
শিথিল না ভেল তোর॥
অমল বদন, কমল মাধুরী,
না ভেল মধুপ সাত।
পুছইতে ধনী, ধরণী হেরসি,
হাসি না কহসি বাত॥
কিবা রতিপতি, বসতি বিষয়ে,
দেখিয়া দেওলি ভঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, এ দোষ কাহার,
দৈবে না ভেল সঙ্গ॥

শ্রীরাগ।

মাধব বোধ না মানয়ে রাই।
নিকুঞ্জ গৃহে, ধনী নিবসহ,
তুরিতে গমন করু তাই॥
এত শুনি নাগরী, বেশ ধরি সখী সঙ্গে,
চলু বনমালী।

১৭। ধনী নিবসহ—শ্রীরাধিকা বিরাজ করিতেছেন।

যোই নিকুঞ্জে আছয়ে বর মানিনী
তাঁহা যাই উপনীত ভেলি॥
জ্ঞানদাস কহে পুরুষ প্রকৃতি।
দুহুঁ রস উজ্জ্বল পরিপাটি অতি॥

ধানশী।

দূতীক বচন শুনি নাগর রাজ।
অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মনো মাহা হয়ল বহুত উল্লাস॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঞে হরি কয়ল পয়ান॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর॥
জ্ঞানদাস কহে অপরূপ রূপ।
যুগল মিলন সুধু রস কূপ॥

ভূপালী।

সখীর বচন শুনি হিয়া উতরোল।
কহই না পারই গদ গদ বোল॥
নয়ানে বহই ঘন আনন্দ লোর।
পদ আধ চলে রাই সখী করি কোর॥

৭। আশোয়াস—আশ্বাস।
৮। মনো মাহা—মন মধ্যে।

আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া অঙ্গ।
চলে বা না চলে অতি রসের তরঙ্গ॥
জ্ঞানদাস কহে চল ঝাট কুঞ্জে যাই।
প্রেম ধন দিয়া তুমি কিনহ কাহনাই॥

শ্রীরাগ।

(অভিসার মিলন।)

একলি কুঞ্জহি কান।
অথ হেরি আকুল পরাণ॥
মনর্মথে জর জর ভেল।
তৈখনে সুন্দরী গেল॥
হেরইতে নাগর কান।
হোয়ল অমিয়া সিনান॥
নব অনুরাগিনী নারী।
কি কহব কহই না পারি॥
নাহ দরশন ভেল ভোর।
কো কহই আরতি ওর॥
সহচরীগণ পিছে গেল।
হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল॥
পূরল মন অভিলাষ।
জ্ঞান কহই সখী পাশ॥

১৩। নাহ—নাথ।

তিরোতিয়া।

উরজ উঠল জনু বদরী।
করে জনি ঝাপহ সগরি॥
পরবোধি পরশি রহ থোরে।
কমলিনী পড়ু যৈছে করীবর কোরে॥
মাধব তুয়া পায়ে সোপনু গোরী।
তুহুঁ বিদগধবর এহ রস থোরি॥ ধ্রু।
সাচল নবনীক পুতলী।
অরুণ কিরণে জনু শুতলি॥
সরসে না হয় ভরমে।
চান্দ আরোপল জনু জলধর ঠামে॥
সহজে সহজে কর করমে।
ধরম রাখি যদি রাখয়ে ধরমে॥
বৈদগধি দোতী বিচারে।
জ্ঞানদাস কহ এহ রস সারে॥

১। উরজ—স্তন। জনু—যেন। বদরী—কুল।
২। সগরি—সকল।
৩। পরবোধি—প্রবোধিয়া। পরশি—স্পর্শ করিয়া।
৭। সাঁচা ননীর পুতলী।
১৩। দোতী—দূতী।
১৪। সারে—সার।

ধানশী।

তুহুঁ বিদগধবর তরুণী পরাণ।
আজু শুনলো মুঞি মনসিজ নাম॥
অঞ্চল পরশিতে অন্তর কাঁপ।
রমণী সহয়ে কিয়ে এত এ আলাপ॥
এ হরি এ হরি অতএ আমার।
হাম কিছু না বুঝিয়ে ও রস বিচার॥ ধ্রু।
আরতি অধিক নাহি কিছু লাভ।
দারিদ ঘর যাচক নাহি যাব॥
জল বিনু জলচর না করয়ে কেলি।
কলিকা কমলে ভ্রমর নহে মেলি॥
দেখইতে শুনইতে লাগু তরাস।
আজু পুছব মুঞি প্রিয়সখী পাশ॥
সো যব জানয়ে এ সব সুধি।
জ্ঞানদাস কহ ভাল কহ বুধি॥

ধানশী।

দেখিতে দেখিয়ে আনহি ছান্দে।
কিবা লাগায়াছে মদন ফান্দে॥
সহজ কানুর চরিত যে।
তা দেখি জগতে না ভুলে কে॥

১। বিদগধ বর—রসিক বর।
৮। দারিদ—দরিদ্র। যাচক—যাচিতে।

সই বলিব কি।
প্রেম পরসঙ্গ দেখিতেছি॥
পিরীতি আহারে না পড়ে কে।
দোতী পাইয়াছে পরতেক দে॥
নহিলে এমন চরিত নয়।
আনছলে এত কথা কি কয়॥
হাসির মিশালে চাহনি আন।
তা দেখি কাহার না হয় ভান॥
জ্ঞানদাস অনুভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥

ললিত।

উঠিয়া নাগররাজ নিদের আবেশে।
দুটী আঁখি মুদি রহে বিনোদিনী পাশে॥
ভুজলতা বেড়ি রাই নাগর কৈল কোরে।
অনিমিখ হইয়া চাঁদ বদন নেহারে॥
সুবাসিত জলে চাঁদ বদন পাখালে।
মুছায়ল বদন চাঁদ আপন অঞ্চলে॥
জ্ঞানদাসেতে বলে বলিহারী যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই॥

১৫। পাখালে—প্রক্ষালন করে।

বিভাস।

প্রাণনাথ কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে॥ ধ্রু।
তোমার পীত ধটি আমারে দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলাইয়া কবরী॥
কাণের কুণ্ডল দেহ হাতের মুরলী।
শ্যাম বরণ মোর অঙ্গের উড়নী॥
জ্ঞানদাস কহ কাহ্লাই পাশুনি কর দূর।
চরণে পরাও তুমি কনয় নূপুর॥

৭। পাশুনি—পাপ।
৮। কনয়—সোণার।

রসোদ্গার।

ধানশী।

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে।
অনুভবে জানলু অদভুত কাযে॥
তুহুঁ বরনারী চতুর বরকান।
মরকতে মিলল কনক দশবাণ॥
এ ধনি এ ধনি বহু পরিহার।
নিজ জন জানি না কহ বেভার॥ ধ্রু।
ক্ষণে ক্ষণে অলসে মুদসি দুটী আঁখি।
নিজ তনু ছাহে চাহি করি সাখী॥
জলধর হেরি ভেলি চমকিত।
শ্যামর চান্দে চোরায়ল চিত॥
ক্ষণে পুলকিত তনু বহসি সাভারি।
মৃগমদ উরজে যতনে চীরে বারি॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়।
জ্ঞানদাস কহে কাহে লুকায়॥

৩। বরকান—সুন্দর কানাই।

১০। চোরায়ল—অপহরণ করিল।

১১। সাভারি—গুরুভার।

বরাড়ী।

হাসি হাসি বয়ান লুকায়সি রাই।
শ্যাম সুনাগর রস অবগাই॥
অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবন্ধ।
লাজ কপাট কয়ল মুখ বন্ধ॥
এ সখি এ সখি মানহ মোয়।
পরতেক জানি পুছলু হাম তোয়॥
তিলে তিলে প্রতি অঙ্গ পরতেক হোই।
দুখ বিনু দুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ।
আজু আন রীতি দেখিয়ে আর রঙ্গ॥
কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ।
বহু পরসাদে তোঁহে কয়ল অনঙ্গ॥
মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ।
জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ॥

বরাড়ী।

লহু লহু মুচকি, হাসি চলি আওলি,
পুনঃ পুন হেরসি ফেরি।

২। অবগাই—নিমগ্ন।
৫—৬। লীলা সমুদ্র গ্রন্থে প্রাপ্ত।
৮। লহু—অল্প।

জনু রতি পতি সঙে, মিসল রঙ্গভূমে,
ঐছন কয়ল পুছেরি ॥
ধনিহে বুঝলু এ সব বাত।
এত দিনে তুহুঁক মনোরথ পূরল,
ভেটলি কানুক সাথ ॥ ধ্রু।
যব তোঁহে সখীগণ, নিরজনে পুছল,
তব তুহুঁ ছাপলি কায়।
অব বিহি সো সব, বেকত কয়ল সখী,
কৈছনে গোপবি তায় ॥
চৌরিক বচন, কহত সব গুরু জন,
সো সব পায়লু সাখি।
দশ দিন দুরজন, এক দিন সুজনক,
আজু দেখিনু পরতেকি ॥
হাম সব নিজ জন, কহসি রাতি দিন,
সো সব বুঝনু আজে।
জ্ঞানদাস কহ, সখি তুহুঁ বিরমহ,
রাই পাওল বহু লাজে ॥

২। পুছেরি—জিজ্ঞাসা করিয়া।
৫। ভেটলি—মিলিত হইলি।
৭। ছাপলি—গোপন করিলি। কায়—কেন।
৯। গোপবি—গোপন করিবে।
১৩। পরতেকি—প্রত্যক্ষ করিয়া।
১৬। বিরমহ—স্থির হও।

কামোদ।

রূপ কলাগুণ, সব সম্পূরণ,
ঐছন কানু বরমাহ।
আছিল আমার চিতে, তুয়া সহ মিলাইতে
ভালে ভেল বিহি নিরবাহ॥
সখি হে কাহে তুহুঁ মানসি লাজে।
বিহি পরসাদে, সাধ সব পূরল,
বুঝল মো অপরূপ কাজে॥
যাকর কাহিনী, ছাড়ি তুহুঁ আন দিন,
আন না শুনসি কাণে।
বচন রচন করি, সব উলটায়সি,
আজু দেখি আন সন্ধানে॥
সব আন রীত চিত তুয়া অন্তর,
বয়ন ঝাঁপসি এক হাতে।
জ্ঞানদাস কহ, বচন আন নহ,
কো পাতিয়ায়ব ইথে॥

গান্ধার।

কাহে কানু ঘন ঘন, আওত যাওত,
ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি।

১৫। পাতিয়ায়ব—প্রত্যয় করিবে।

হাসি হাসি মুখ শশী, উগারে অমিয়া রাশি,
তোহে কিয়ে কয়ল পুছারি॥
সুন্দরি কহ কিছু বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে, না জানি কাহার ভীতে,
আছয়ে পিরীতি নবলেশ॥ ধ্রু।
সহজে রসিক রাজ, অলখিতে সব কাজ,
অনুভবি ওর না পাই।
যাহার নয়ন শরে, জাতি কুল শীল হরে,
ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই॥
একই নগরে বৈসে, কখন এ দিগে আইসে,
দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞানদাস শুনি বলে, কহ কহ দেখি কোন ছলে,
করিতে না পারি অনুমান॥

ধানশী।

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥
পুরুষ পরশ হৈয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার॥

১। উগারে—উদ্গীরণ করে।

২। তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করিল।

গীতচিন্তামণি গ্রন্থে "কয়ল" স্থলে "কহল" পাঠ আছে।

১০। পাঠান্তর—"সতত এদিগে আইসে"—প,ক, ল; গী, চি, ম; লী,স।

কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর হইয়া দেয় মোর চরণে আলতা॥
আপনি চূড়ার বেশ বনায়ে আমারে।
রমণী হৈয়া যেন রহে মোর কোরে॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি।
জীতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি॥

ধানশী।

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘন আলসে ঝাঁপি আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি হিয়ার কি আছে বেথা॥
কিবা বা মনে লাগিয়াছে।
দোষ দিঠে কেবা দেখিয়াছে॥
বসন সঘন না রহে গায়।
রসের অঙ্কুর উপজে তায়॥
যদি বা বোলহ লাজের কাযে।
মরম লোকের মরমে বাজে॥

৬। পাঠান্তর—মোরে আচরিতে বলে পুরুষ ধরম”—প, স ; লী, স
৮। বিভিন্ন পাঠ—“বিনোদ নাগর বড় সে রসিক মণি”—প-স।

কালা কানুর পথে যে জনা যায়।
বাতাসে মানুষ চমক পায়॥
তার ভাবে যদি এমন জান।
জ্ঞানদাস বোলে কেন না মান॥

ভূপালী।

অঞ্জন রঞ্জই দিঠে অরবিন্দে।
ভুলল মধুকর অতি মকরন্দে॥
হেম মুকুট দূর করএ ললাট।
সিঁথার সিন্দূর মনমথ পাট॥
সহজই সুন্দরী অতি রস ভার।
বিদগধ নাগর করয়ে শিঙ্গার॥ ধ্রু।
ইন্দু কোটি জিনি চন্দন বিন্দু।
হেরইতে নাগর পড়ু রসসিন্ধু॥
চিবুক বনায়ল কাল ভুজঙ্গ।
হেরি হরিষে পুলক পহুঁ অঙ্গ॥
চন্দনে রাজিত করু কুচ কুম্ভ।
দুধে সিনায়ল কাঞ্চন শম্ভু॥
বেশ বনাইতে না পাই ওর।
জ্ঞানদাস কহ ভয়ে নহ ভোর॥

১০। শিঙ্গার—বেশ।

মুরলী শিক্ষা।

কানড়া।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম ?
কোন রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি ?
কোন রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ূরিণী ?
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত ?
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ ?
কোন রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এক কালে ?
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে ?
কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় ?
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি হাসি।
রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)

কামোদ।

আইস আইস মোর বিনোদিনি রাধা।
তোমা দরশনে গেল মনসিজ বাধা॥

তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমা বিনে দশ দিগ হেরি আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরিনাম॥
তোহার লাগিয়া বৃন্দাবন করিলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম॥
চৌরাশী ক্রোশ এহি বৃন্দাবন সীমা।
যত কিছু লীলা খেলা তোমারি মহিমা॥
জানে সব ব্রজ জন জানে ব্রজাঙ্গনা।
সবে জানে তব মন্ত্রে আমি উপাসনা॥
নিজ পীত বাসে শ্যাম চরণ ধূলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥
শ্যাম কোরে মিলল রসের মুঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥

(শ্রীরাধার উক্তি।)

ধানশী।

ঘরে হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন তান।
কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন গীত।
কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লহে চিত॥

কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে।
কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে॥
ভাল হইল আইলা রাই মুরলী শিখাব।
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব॥

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।)

বিহাগড়া।

ধরবা ধরবা ধর, মোর পীতবাস পর,
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তূরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিব, বনমালা পরাইব,
চূড়া বান্ধ আউলায়্যা কবরী॥
গৌর অঙ্গুলি তোর, সোণা বান্ধা বাঁশী মোর,
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ, কদম্ব হেলনে থাক,
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে॥
মুরলী অধরে লেহ, এই রন্ধ্রে ফুক দেহ,
অঙ্গুলি লোলায়া দিব আমি।
জ্ঞানদাস এই রটে, যা বলিলা তাই বটে,
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি॥

বসন্ত লীলা।

বসন্ত।

আওবরে ঋতু রাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদন মধূৎসব পিক কুল রাব॥
দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহু শিখর কোর॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হিত॥
সরোবর সরসিজ শ্যাম লেহা।
জ্ঞানদাস কহে রস নিরবাহা॥

ভূপালী।

নব মধু মাস কুসুম ময় গন্ধ।
রজনী উজোরল গগনহি চন্দ॥

৩। ধাব—ধাবিত হইল।

৪। মধূৎসব—বসন্তোৎসব। রাব—রব করে।

৭। মিত—অনুমিত।

৯—১০। পাঠান্তর—"সরবস রসিক শ্যামর লেহ।
জ্ঞানদাস কহ রস নিরবাহ॥" পদসমুদ্র।

১১। মধুমাস—চৈত্র মাস।

মলয় পবন বহে সৌরভ মেলি।
কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি॥
ঐছে রজনী হেরি রসবতী রাই।
সহচরী সহ নিজ বেশ বনাই॥
তবহিঁ চললি ধনী কালিন্দী তীর।
অপরূপ শোভন ধীর সমীর॥
সখীগণ সহ তহি মিলল কান।
দুহুঁ জন হেরই দুহুঁক বয়ান॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক বিলাস॥

কামোদ।

সাজল শ্যাম, সুরত রণ পণ্ডিত,
করে করি কুসুম কামান।
সৌরভে ভ্রময়ে, কতহুঁ কত মধুকর,
জিতল মনমথ বাণ॥
ধনি ধনি অপরূপ ছান্দে।
বেশ বিলাস, রসময় মাধুরী,
কামিনী লোচন ফান্দে॥ ধ্রু
চুয়াচন্দন, অগোর বিলেপন,
সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে।

১১। সুরত—রমণ, রতিক্রীড়া।

সমর সমিত কেশ, কেশ করু বন্ধন,
বরিহা চারু চরিত্রে ॥
কঙ্কন কিঙ্কিনী, ঝন ঝন রণ রণি
রতিরণ বাজন বাজে।
জ্ঞানদাস কহ, রসিক শিরোমণি,
সাজল রমণী সমাজে ॥

বরাড়ী।

যত নারী কুল, বিরহে আকুল,
ধৈরজ ধরিতে নারে।
রসিক নাগর, বুঝিয়া অন্তর,
দাঁড়াইল যমুনা ধারে ॥
কদম্বের তলে, বসি কোন ছলে,
মৃহু মৃহু বায়ে বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে, ব্রজ বধূ গণে,
তাহাই মিলল আসি ॥
মরণ শরীরে, পরাণ পাওল,
ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন দাবানলে, পুড়িয়া যেমন,
অমিয়া সায়রে কেলি ॥

২। বরিহা—ময়ূর।
১২। পদসমুদ্রে "বায়ে" স্থলে "বাজায়" পাঠ আছে।

চাতকিনীগণ হেরি নবঘন,
মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি জলধর, বদন সুন্দর,
চকোরিণী চারি পাশে॥
বিরহে তাপিত, ভেল তিরপিত,
বরিখে অমিয়া রাশি।
জ্ঞানদাস ভণে, শ্যামের বদনে,
আধ ঈষৎ হাসি॥

বসন্ত।

বিহরই নিধু বনে যুগল কিশোর।
ফাগু রঙ্গে আজি সভে হৈয়াছে বিভোর॥
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি।
শ্যাম নাগর অঙ্গে দেওত ডারি॥
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি।
রাইক নিয়ড়ে ফাগু লেই গেলি॥

১। পদকল্পতরু গ্রন্থে "ব্রজবধূগণ" পাঠ দৃষ্ট হয়।
৩। পাঠান্তর—"জিনি শশধর"—প, ক, ল এবং গী, ক, ত।
৬। বরিখে—বর্ষণ করে।
৯। বিহরই—বিহার করে।
১২। ডারি—নিক্ষেপ করিয়া।
১৪। নিয়ড়ে—নিকটে।

সব সখী ডারত নাগর অঙ্গে।
নাগর খেলই রাইক সঙ্গে॥
বীণ রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥
কোই কোই গাওত নব নব তান।
জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ান॥

বসন্ত।

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ বনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু রঙ্গে গোপী সব চৌদিগে বেড়িয়া।
শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলী ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে, কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥

২। পদ সমুদ্র গ্রন্থে "রাইক" পাঠ নাই, "নাগরী" পাঠ আছে।

৩। রবাব—বেহালার ন্যায় বাদ্যযন্ত্র।

মুরজ—মৃদঙ্গ।

পিনাস—পিনাক যন্ত্র, কোদণ্ডাকৃতি বাদ্যযন্ত্র।

১৪। বৃন্দাবনের তরুলতা লালবর্ণ হইয়া গেল

রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি।
গগন ভুবন দিগ বিদিগ না জানি॥
রতি জয় জয় দ্বিজ কুলে গায়।
জ্ঞানদাস চিত নয়ন জুড়ায়॥

বসন্ত।

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখীগণ বহু রঙ্গে॥
ডারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মূরুছে অনঙ্গে॥
বাজত কত কত যন্ত্র স্থতান।
কত কত রাগ মান করু গান॥
চন্দন কঙ্কুম ভরি পিচকারি।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি॥
বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রম জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥
হেম মরকতে জনু জড়িত পণ্ডার।
তাহে বেঢ়ল গজ মোতিম হার॥
দোলাপরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পূরয়ে আশ॥

৩। দ্বিজকুলে—পক্ষীগণে।
১৫। পণ্ডার—প্রণালী।

ধানশী।

মধুর যামিনী, কাম কামিনী,
বিহরে কালিন্দী তীর।
কোকিলা কুহরত, ভ্রমরা ঝঙ্কত
বদত কি রসধার॥
রাধা মাধব সঙ্গ।
সঙ্গে সহচরী, নাচয়ে ফিরি ফিরি,
গাওয়ে রস পরসঙ্গ॥ ধ্রু
করহি বন্ধন, ঝমকে কঙ্কন,
চরণে মঞ্জীর বোল।
কটিতে কিঙ্কিনী, বাজয়ে কিনি কিনি,
গণ্ডে কুণ্ডল দোল॥
রাই নাচত, কতহুঁ অদ্ভুত,
কানু কত কত গায়ই।
সবহুঁ সখী মেলি, রচয়ে মণ্ডলী,
জ্ঞানদাস মতি ভায়ই॥

সুহই। বসন্ত।

মলয়জ পবন, পরশে পিক কুহরই,
শুনি উলসিত ব্রজনারী।
উলসিত পুলকিত, সবহুঁ লতা তরু,
মদন ভেল অধিকারী॥

৩। ঝঙ্কত—ঝঙ্কার করে।
১৭। উলসিত—পুলকিত।

মুকুলিত চুত, দূত ভেল ষটপদ,
শবদহিঁ দেওল বাধাই।
সন্ত বসন্ত, পূজায়ল ঘরে ঘরে
জগ জনে আনন্দ বাঢ়াই॥
চাতক পায়ে, কপোত শিখগুক,
তুহুঁ জন লিখন বুঝাই।
দ্বিজ বর বসন্ত, বিহঙ্গ শুক মুখ,
পঞ্চম বেদ পঢ়াই॥
কুঞ্জলতা পর, সাজল ঋতুপতি,
বহুবিধ বিচিত্র বিধানে।
কুসুম বিকাশল, রাসস্থল ঝলমল,
কানু শুনল নিজ কাণে॥
মাধবী মধুমতী, বিমল চন্দ্রমুখী,
সভাকারে কহবি বুঝাই।
রস পরধান, নারী যাঁহা বৈঠয়ে,
সুন্দরী রসবতী রাই॥
ইহ মৃদু বচন, শুনিয়া রস দায়িনী,
দোতী চললি উল্লাসে।
গুরুয়া গমন তর, চলিতে না দেখে পথ,
সবহুঁ কহল ধনী পাশে॥
শুনহ বচন মোর, "কানু পাঠাওল মোহে,
কহলি নিজ কাছে।

১। ষটপদ—ভ্রমর।

শ্যাম সুঘড়, নাগর রস শেখর,
রাস করব বন মাঝে" ॥
দোতীক বোলে, দোলে ঘন অন্তর,
আনন্দে ঝোরে দুই আঁখি।
রাধা সুধামুখী, সফল তনু মানই,
পুনঃ পুন কহ চল দেখি ॥
যতনহুঁ আননে, আন নাহি বোলয়ে,
স্বপনে নাহি আন ভান।
রাতি দিবসে ধনী, আন না ভাবই,
নয়ানে না হেরই আন ॥
কুঙ্কুম কস্তূরী, চন্দন কেশর ভরি,
কুচযুগে শোভিত হারে।
বেশ বনাওল, যো যাহাঁ সাজল,
ঐছনে চলল বিহারে ॥
রঙ্গিণী সঙ্গে, চললি ধনী সুন্দরী,
সঙ্গীত সঞ্চরু নাই।
নব অনুরাগে, জাগি রূপ অন্তরে,
সভে মেলি শ্যামর গাই ॥
সবনব নাগরী, বর রসে আগরী,
রস ভরে চলই না পারি।
গুরুয়া নিতম্বভরে, অঙ্গ করে টলমলে,
হেরইতে কত মনহারি ॥

১। সুঘড়—সুনিপুন।
২১। পাঠান্তর—"গুরুয়া নিতম্বভরে, অঙ্গ টলমল"—গী, ক, ত।

দুহুঁক দুলহঁ দুহুঁ, দরশনে পহিলহি,
আধ নয়ন অরবিন্দ।
দুহুঁ তনু পুলকিত, ঈষদবলোকিত,
বাঢ়ল কতয়ে আনন্দ॥
পহিলহি হাস সম্ভাষ মধুর দিঠে,
পরশিতে প্রেম তরঙ্গ।
কেলি কলা কত, দুহুঁ রসে উনমত,
ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান ঢুলাঢুলি উরে উরে,
অধরে অমিয়া রস নেল।
রাস বিলাস, শ্বাস বহ ঘন ঘন,
ঘামে তিলক বহি গেল॥
বিগলিত কেশ, কুসুম শিখি চন্দ্রক,
বেশ ভূষণ ভেল আন।
দুহুঁক মনোরথ পরিপূরিত ভেল,
দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ॥
ধনি বৃন্দাবন, ধনি রঙ্গিণীগণ,
ধনি রাসর-সময় কান।
ধনি ধনি সরস কলারস ঋতুপতি,
জ্ঞানদাস গুণ গান॥

১। দুলহঁ—দুর্লভ।
১৭। ধনি—ধন্য।

রাসলীলা।

বিহাগড়া।

দেখবি সখি, শ্যাম চান্দ,
ইন্দুবদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র, যুবতী বৃন্দ,
গাওয়ে রাগ মালিকা॥ ধ্রু।
মন্দ পবন, কুঞ্জ ভবন,
কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদন রাজ, নব সমাজ,
ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী॥
তরল তাল, গতি দুলাল,
নাচে নটিনী নটন সূর।
প্রাণনাথ, করত হাত,
রাই তাহে অধিক পূর॥
অঙ্গে অঙ্গে, পরশে ভোর,
কেহু রহত কানুক কোর।
জ্ঞানদাস, কহত রাস,
যৈছন জলদে বিজুরী জোর॥

২। ইন্দুবদনী—চন্দ্রমুখী।

১০। নটিনী—নটী। নটনস্থর—নর্ত্তকবীর।

কামোদ।

চন্দন চান্দ, কুসুম নব কিশলয়,
মন্দ পবন পিক রাব।
বরিহা কপোত, জোড়ে জোড়ে নাচত,
চিতক নিজ পরথাব॥
ভালিরে ভালি অভিনব
মদন সমাজে।
রাধা রসবতী, অতি রসে আরতি,
কানু রসিকবররাজে॥ ধ্রু।
কুসুমিত কুঞ্জহি, রঞ্জন মনসিজ,
নব নব রঙ্গিণী মেলি।
রসময় ভৃঙ্গ, কতহুঁ রস মধুকরি,
ভ্রমি ভ্রমি করু রস কেলি॥
ধনিরে ধনিরে ধনি, দুহুঁ রূপ লাবনী,
ধনি বৈদগধি কত ভাঁতি।
আর কে কহু কত, দুহুঁ রসে উনমত,
জ্ঞান কহে নাহি দিন রাতি॥

কামোদ।

মনমথ যন্ত্র, সুধীর সুনায়রী
শ্যাম সুন্দর রস সীম।

১১। ভৃঙ্গ—ভ্রমর।
১৭। সুনায়রী—সুনাগরী।
১৮। সীম—সীমা।

সব বৈচিত্র, কলারস চাতুরী,
নাগরী গুণ গরিম ॥
বিলসই রাসে রসিক বরকান।
রাই বিনোদিনী শোভই বাম ॥ ধ্রু
নয়নক অঞ্জন, কানু কত রেখহিঁ,
রাই তাহি ভেল ভোর।
প্রেম পরশ রস, লীলা রস লহরী,
দুহুঁ তনু ভাবে উজোর ॥
চঞ্চল চারু চিকুরে শিখি চন্দ্রক,
সুন্দর সিন্দূর দাগ।
দুহুঁক হৃদয়ে, উদয় সুখ সম্পদ,
জ্ঞান কহে ধনি অনুরাগ ॥

বেলোয়ার।

রাস বিলাসে, রসিক বর নাগর,
বিলসই রসবতী মাঝে।
দুহুঁ বনি বেশ, বয়েস বৈদগধি,
অবধি করিয়া ধনী সাজে ॥
এক অপরূপ রস, এই ক্ষিতি মণ্ডলে,
মধুময় কুসুমিত কুঞ্জে।

১। কলারস—নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি রস।
৯। শিখিচন্দ্রক—শিখিপুচ্ছ যাহার মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় আকার আছে।
১২। ধনি—ধন্য।

রাধা রাতি দিবস, রস আরতি
শ্যামর ঘন রস পুঞ্জে॥
অলিকুল বর শুক রাব।
কোকিল কুলগুরু পঞ্চম গাব॥ ধ্রু।
ফিরত মনোহর ময়ূরক পাঁতি।
মদনে হাট পড়য়ে দিন রাতি॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র এক তান।
নিজ সব সঙ্গে রঙ্গে রস গান॥
নারী পুরুখ দুহুঁ ভাবে বিভোর।
জ্ঞানদাস কহ কি কহব ওর॥

কামোদ।

ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি।
কুহরে কোকিল বরিহা কেলি॥
কপোত নাচত আপন রঙ্গে।
রাই নাচত শ্যাম সঙ্গে॥
দেখবি সখি কুঞ্জ মাঝ।
শ্যাম নায়র নায়রী সাজ॥
বিবিধ যন্ত্র একই তান।
গাওত বাওত অখণ্ড মান॥

৩। পাঠান্তর—"মধুকর ধ্বনি শুনি শুক মুখ রাব"—পদসমুদ্র।
৮। বিভিন্ন পাঠ—"নিজ পরসঙ্গে রঙ্গে করু গান"—ঐ।
১৪। পদামৃত—সমুদ্রে "শ্যাম" স্থলে "কানুক" পাঠ দৃষ্ট হয়।

তাতা দ্রিমি দ্রিমি মৃদঙ্গ।
সরস পরশ অঙ্গ অঙ্গ॥
সহজে শ্যাম ললিত অঙ্গ।
তাহে কতহুঁ নয়ন ভঙ্গ॥
নয়নে নয়নে মধুর দিঠ।
অমিয়া অধিক বোলয়ে মিঠ॥
হিয়ে হীরহার আলস লোল।
চরণে মঞ্জীর ঘুঙ্গর বোল॥
অধরে মধুর মৃদুল হাস।
জ্ঞানদাস চিত বিলাস॥

মায়ূর।

একে সে মোহন যমুনার কূল,
আর সে কেলি কদম্বের মূল,
আর সে বিবিধ ফুটল ফুল,
আর সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রব,
পিক কুহু কুহু করত রাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোললি,
বিবিধ রাগ গায়নী॥

৪। পাঠান্তর—"তালে কতেক নটন ভঙ্গ"—পদামৃত সমুদ্র।
১০। পদসমুদ্রে "চিত" শব্দের পর "হেরি" আছে।

বয়স কিশোর মোহন ঠাম,
নিরখি মূরছি পতত কাম,
সজল জলদ শ্যাম ধাম,
পিঙল বসন দামিনী।

শাঙল ধবল কালিম গোরী,
বিবিধ বসন বোলি কিশোরী,
নাচত গায়ত বলে বিজোরি,
সবহুঁ বরজ কামিনী॥

বিশাল পিনাক ভাল,
সপ্তসূর বাজত তাল,
এসব রস মণ্ডল,
মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ গায়নী॥

নূপুর ঘুঙ্গর মধুর বোল,
ঝন নন টন লোল,
হাসি হাসি কেহ করত কোল,
ভালি ভালি বোলনী।

জ্ঞানদাস পড়ত তাল,
গায়ত মধুর অতি রসাল,
গুণত ভুলত জগত উমত
হৃদয় পুতলী দোলনী॥

২। পতত—পড়িতেছে।

৫। শাঙল—শ্যামল।

১৯। উমত—উন্মত্ত।

বেলোয়ারী।

বিনোদিনী রাধা নব নাগর কান।
নটন বিলাস, উলাস পুলক তনু,
এক শকতি দুহুঁ একই পরাণ॥
একে নব কুঞ্জ, কুসুম অতি মনোহর,
ভ্রমরা ভ্রমরীগণ গাওয়ে রসাল।
রতনক দীপ, নীপ পর হিমকর,
মদন দেব মোহন নটরাজ॥
বাজত বলয়, নূপুর মণি কিঙ্কিনী,
শ্যাম বামে রহু গোরী কিশোরী।
ভুজ দুহুঁ দুহুঁক, কান্ধ পর শোভই,
নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরী॥
মৃদু মধুর স্মিত, মিলিত দৃগঞ্চল,
আনন্দে হেরি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ সাগরে শুতল,
জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান॥

মঙ্গল।

ব্রজ রমণীগণ, হেরি হরষিত মন,
নাগর নটবর রাজ।
নটন বিলাস, উলাসহি নিমগন,
চৌদিগে রমণী সমাজ॥

১১। বারিদে—মেঘে।

১২। স্মিত—হসিত। দৃগঞ্চল—অঞ্চলসীমা।

যূথে যূথে মেলি, করে কর ধরাধরি,
মণ্ডলী রচিয়া সুঠান।
বাজত বীণ, উপাঙ্গ পাখোয়াজ,
মাঝহি রাধা কান॥
শরদ সুধাকর, গগন নিরমল,
কাননে কুসুম বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর, গাওয়ে অতি সুস্বর,
অমল কমল পরকাশ॥
হেরি হেরি ফিরি ফিরি, বাহু ধরাধরি,
নাচত রঙ্গিণী মেলি।
জ্ঞানদাস কহ, নাগর রসময়,
করু কত কৌতুক কেলি॥

কানড়া।

ধনীর নিকুঞ্জে নয়ল কিশোর।
রাধা বদন সুধাকর চন্দ্রাবলী মুখ চন্দ্র চকোর॥ ধ্রু।
খেনে তিরিভঙ্গ, অঙ্গ নিজ হেরত,
খেনে রমণীগণ অঙ্গহি অঙ্গ।
খেনে চুম্বত খেনে চলত, মনোহর উপজায়ত,
কত অনঙ্গ তরঙ্গ॥

১। যূথে যূথে—দলে দলে।
১৩। নয়ল—নব।
১৫। খেনে—ক্ষণে। তিরিভঙ্গ—ত্রিভঙ্গ।

শ্যাম নটেন্দ্র, কোটি ইন্দু শীতল,
ব্রজরমণীগণ সঙ্গে সঙ্গীত গায়।
ঈষৎ হাস, সম্ভাষই ঘন ঘন,
লীলা লহু লহু গীম দোলায়॥
উহ রসময়ী, ইহ রসিক শিরোমণি,
নয়ন নয়নে কত করত আনন্দ।
জ্ঞানদাস কহে, দুহুঁ তনু ভিন নহে,
ঐছন পিরীতি নিবন্ধ॥

কেদার।

কুঞ্জ কুটির, কুসুম নব পল্লব;
ভ্রমরা ভ্রমরী কত রঙ্গে।
সারী নারী, শুক পুরুখ জোড়ে জোড়ে,
ময়ূর ময়ূরীক সঙ্গে॥
ভুবনে অনুপ রাস; রস অতি মোহন,
ষড়ঋতু নব নিতি নিতি।
রাই কানু তাহে, নিতি নব নিরবাহে,
খেনে খেনে নবীন পিরীতি॥

১। নটেন্দ্র—নর্ত্তকশিরোমণি।

৪। গীম—গ্রীবা।

১৩। অনুপ—অনুপমেয়।

"থাকে সব ঠাঁই, কেহ দেখে নাই,
বেদেতে কহে অনুপ"—বিদ্যাসুন্দর।

নয়নে নয়নে রস, পরশিতে গুণ দশ,
বিহসিতে শত গুণ রঙ্গ।
খেনে খেনে হৃদয়ে, হৃদয় পরশাইতে,
ভাবে ভরয়ে দুহুঁ অঙ্গ॥
নাচত গাওত, কোই কোই বাওত,
বিলসিতে বিগলিত বেশ।
জ্ঞানদাস কহ, আবেশে অবশ তনু,
তাহে কত কেলি বিশেষ॥

সুহই।

নাগরী নাগর শ্যাম রাজে।
রঙ্গে মিলল দুহুঁ মণ্ডলী মাঝে॥
অতি রসে পুলকিত অঙ্গ।
উপজল কত কত মদন তরঙ্গ॥
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ।
রতি রসে আবেশে বাঢ়ল দুই রঙ্গ॥
রাসে রসিকবর বিলসই রাধা।
গৌর আধ তনু শ্যামর আধা॥ ধ্রু।
দুহুঁ সুখে আপনে নাহি রস ওর।
হেম মরকত জনু লাগল জোর॥

৫। বাওত—বাজায়।
১৬। দেহ অর্দ্ধেক গৌর এবং অর্দ্ধেক শ্যাম বর্ণ।

ভুজে ভুজে বেঢ়ি অধর রস নেল।
দুহুঁ মুখ চান্দে দুহুঁ চুম্বন দেল॥
দুহুঁক মরম দুহুঁ জানল ভাল।
জ্ঞানদাস কহে মদন দালাল॥

কেদার।

শ্যামর সকল কলারস সীম।
গোরী নাগরী কত গুণহি গরিম॥
দুহুঁ বনি বেশ বয়স এক ছান্দ।
রাজিত কুঞ্জ মুঞ্জ মুখ চান্দ॥
বিলসই রাসে রসিক বর নাহ।
নয়নে নয়নে কত রস নিরবাহ॥
দুহুঁ বৈদগধি দুহুঁ হিয়ে হিয়ে লাগ।
দুহুঁক মরমে পৈঠে দুহুঁক সোহাগ॥
দুহুঁক পরশ রসে দুহুঁ ভেল ভোর।
বোলইতে বয়নে উগরে নাহি বোল॥
পূরল দুহুঁক মনোরথ সিন্ধু।
উছলিত ভেল তহিঁ স্বেদ বিন্দু বিন্দু॥
দুহুঁক পরশ রসে দুহুঁ উমতায়॥
জ্ঞানদাস কহ মদন সহায়॥

৫। শ্যামের নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি রসের সীমা নাই।
১২। পৈঠে—প্রবেশ করে।
১৪। উগরে—উদ্গীরণ করে; স্ফূরণ হয়।
১৭। উমতায়—উন্মত্ত হয়।

মঙ্গল।

সহজে শ্যাম মনোহর ছান্দ।
লীলা রভস মনোহর ফান্দ॥
তাহে কত বেশ বিশেষ পরিপাটি।
হেমমণি রমণীক হৃদয়ক সাটি॥
ধনী বনি আওল মোহন রায়।
ব্রজ বনিতা বনি সঙ্গীত গায়॥
ভালে বিলম্বিত চন্দ্রক চূড়।
কত কত মধুকর উনমত উড়॥
হিয়ে হীর হারক চন্দ্রক জ্যোতি।
জনু আন্ধিয়ার তলে গজ মোতি॥
কটি কিঙ্কিনী ধটি উপরে কাছ।
জনু ঘন সৌদামিনী থির আছ॥
চরণ কমলে মণি মঞ্জীর রোল।
জ্ঞানদাস আনন্দে উতরোল॥

মল্লার।

রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ ভবনে,
আলুঞা আলস ভরে।
শুতলি কিশোরী, আপনা পাসরি,
প্রাণনাথের কোরে॥

সখি হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনী, ও চাঁদ বদনী,
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু, করিয়া সিথান,
বিথান বসন ভূষা।
নিশ্বাসে দুলিছে, রতন বেশর,
হাসি খানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি,
সাহস না হয় মনে।
ধিরি করি বোল, না করিহ রোল,
জ্ঞানদাস রস ভণে॥

ভূপালী।

বিহরিত রাসে রসিক বলরাম।
রূপ হেরি মূরছিত কত শত কাম॥
কত শত নব নাগরী অনুপাম।
অবিরত সেবই পূরু মন কাম॥
শীত কলেবর মনোহর ধাম।
জগমন রমইতে যাকর নাম॥
তাই রস আবেশে ভঙ্গী ভঙ্গী সুঠাম।
কি কহব জ্ঞান পহুঁক গুণগ্রাম॥

নৌকা বিলাস।

মল্লার।

সকল সখীগণ চলু ঘর যাই।
নব নব রঙ্গিণী রসবতী রাই॥
মানস সুরধুনী দুকূল পাথার।
কৈছনে সহচরী হোয়ব পার॥
প্রাবৃট্ সময়ে গরজে ঘন ঘোর।
খরতর পবন বহই তহিঁ জোর॥
দূরহিঁ নেহারত নাগর শ্যাম।
তরণী লেই মিলল সোই ঠাম॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিকবরকান।
"চড় সবে পার উতারব হাম"॥
শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেল।
চড়ল তরণী পর সহচরী মেল॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান।
বেগেতে তরণী লেই করল পয়ান॥
টুটিল তরণী হেরি ভেল তরাস।
সিঞ্চয়ে পানি কবি জ্ঞানদাস॥

৫। প্রাবৃট্—বর্ষাকাল।
১০। সকলে নৌকায় চড় আমি পর পারে নামাইয়া দিব।
১৬। কবি জ্ঞানদাস জল ছেঁচিতে লাগিলেন।
পাঠান্তর—"সিঞ্চয়ে পানি করে করি জ্ঞানদাস"—গী, ক, ভ।

কামোদ।

দধি ঘৃত পসরা লেই সব রঙ্গিণী
আওল কালিন্দীর তীরে।
যমুনা তরঙ্গ রঙ্গ হেরি আকুল,
পরশ না পায়ই নীরে॥
প্রাবৃট্ সময়ে, উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন,
গরজন দুকূল পাথার।
ঐছন হেরি কহই সব কামিনী,
কৈছনে হোয়ব পার॥
মুখরা সঞে ধনী রমণী শিরোমণি,
বদন পানী তলে নাই।
হেরি নাগর বর, হরষিত অন্তর,
তরণী লই চলু যাই॥
কর্ণধারবর, চড়িয়া তরণী পর,
আওল রাইক পাশ।
"চড় সভে পারে উতারব এ ধনি
কছু নাহি ভাব তরাস"॥
এত কহি সবহুঁ পাণি ধরি নাবিক
তরণী উপরে সবে নেল।
জ্ঞানদাস ভণ, লেই রমণীগণ,
গহন পানী মাহা গেল॥

২০। গহন—গভীর। মাহা—মধ্যে, মাঝে।

ভাটিয়ারী।

মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল,
দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নারে কেউ॥
দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যাম রায়।
কখন না জানে কান, বাহিবার সন্ধান,
জানিয়া চড়িনু কেনে নায়॥ ধ্রু।
নায়্যার নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটী কয়,
কুটিল নয়নে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে, এ জ্বালা সহিবে কে,
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥
অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার হৈল,
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি, স্থির হৈয়া থাক দেখি,
এখনি না ভাবিহ বিষাদ॥

মল্লার।

একি দায় দেখ দেখ ওগো বড়ি মা।
জীরণ শীরণ, আয়স ভিন্ন,
অতি পুরাতন না॥

৭। নায়—নৌকায়। ৮। নায়্যা—নাবিক।
১৭। জীরণ—জীর্ণ। শীরণ—শীর্ণ। আয়স—লৌহনির্ম্মিত ফলক
১৮। না—নৌকা।

অথির নীর, গভীর ধীর,
অগাধ নাহিক থা।
বিধির ঘটন, আসিয়া পবন,
উপজিল বহু বা॥
পাইয়া আশ্রয়, দিয়া জয় জয়,
যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল, হিল্লোল কল্লোল,
দেখিয়া হালিছে গা॥
হেলিছে দুলিছে, তুলিয়া ফেলিছে,
চলবল স্রোতসা।
জ্ঞানদাসের, কেবল ভরসা,
ও রাঙ্গা দুখানি পা॥

বরাড়ী।

করে তুলি ফেলি বারি, ডুবিল ডুবিল তরী,
ফের হাল খসি পইল জলে।
পবনে পাতিল ঝড়, তরঙ্গ হইল বড়,
বুঝি আজ কি আছে কপালে॥
একূল ওকূল, দুকূল নিরাকুল,
তরঙ্গে তরণী স্থির নয়।
আমি কি করিব বল, উথলে যমুনা জল,
কাণ্ডার করেতে নাহি রয়॥

৪। বা—বায়ু।
১০। স্রোতসা—(স্রোত স্বান্) স্রোতবিশিষ্ট।

এত দিন নাহি জানি, লোক মুখে নাহি শুনি,
যুবতীর যৌবন এত ভারি।
নিজ অঙ্গ বাস ছাড়, যৌবন পাতল কর,
তবে ত বাহিয়া যাইতে পারি॥
খাওয়াইয়া ক্ষীর সরে, কি গুণ করিলা মোরে,
আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই, জল না দেখিতে পাই,
তোমরা হইলা প্রাণের বৈরি॥
কেমনে বাহিয়া যাব, কিনারা কেমনে পাব,
ভাবিয়া গণিয়া পাছে মরি।
জ্ঞানদাসেতে কয়, কি হোল বিষম দায়,
মধ্য তরঙ্গে ডুবে তরী॥

মল্লার।

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়ের নাবিক হৈয়া এ যৌবন চায়॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিল॥
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল

জ্ঞানদাস কহে ধনি না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন লয়ে কিসের পরমাদ ॥

জয়জয়ন্তী।

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার।
পূরিল তোমার আশা কি আর বিচার ॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে ॥
নেয়ে হৈয়া চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে।
ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে ॥
পার না অদ্ভুত নায়্যা না কর বেয়াজ।
জ্ঞানদাস কহে নেয়ে বড় রসরাজ ॥

গান্ধার।

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম নৌকায় নিরবধি, পার কর ভবনদী,
তব আগে কি ছার যমুনা ॥
চরণ তরণী যার, যে করে তোমারে সার,
কিবা তার পারের ভাবনা।
পাইয়া চরণরেণু, পাষাণ মানবী তনু,
কাষ্ঠ নৌকা পদে হইল সোণা ॥

৯। গীতকল্পতরু গ্রন্থে "অদ্ভুত" পাঠ নাই, "নূতন" পাঠ আছে।

অজামিল পাপি ছিল, সেহত তরিয়া গেল,
চরণ করিয়া আরাধনা।
হেন পদ অনুভবে, যাহার পরাণ যাবে,
নাহি তার যমের যন্ত্রনা॥
আমরা আহীর নারী, কুল শীল পরিহরি,
হাসি হাসি করিয়া কামনা।
জ্ঞানদাসের বাণী, শুন ওহে গুণমণি,
কত না করহ প্রবঞ্চনা॥

দানলীলা।

ধানশী।

চলইতে গজপতি বেচনে যাহ।
কনক মুকুর কত মুখ নিরবাহ॥
অধর অরুণ ছবি মাণিকের কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥
এ ধনি কমলিনি কি বলিব আন।
সভে তোহে ছোড়ব গোরস দান॥
উরপর বিরাজিত কনক মহেশ।
চামর ধাম সুবাসিত কেশ॥
সিন্দূর বিন্দু ভাল পর শোভ।
দানী নাহি ছোড়য়ে বিদ্রুম লোভ॥
নয়নক অঞ্জন কণ্ঠক হার।
ইথে জনি আছয়ে কতয়ে বেভার॥

১। গজবর গমনে বেচিতে যাইতেছ।
৩। কাঁতি—কান্তি।
৪। দন্ত দেখিয়া বোধ হইতেছে মুক্তার পাঁতি চুরি করিয়াছ।
৬। গোরস—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, নবনীত ইত্যাদি।
৭। লীলা সমুদ্রে "বিরাজিত" স্থলে "আবর" পাঠ আছে।
১০। বিদ্রুম—প্রবাল।

সখী সনে যুকতি করয়ে আন ঠামে।
জ্ঞানদাস কহব পরিণামে॥

—

ধানশী।

সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
না জান কানাই এ পথের দানী॥
সীঁথায় সিন্দূর তোমার নয়ানে কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর॥
হৃদয়ে কাঁচলি গলে গজমতি হার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার॥
করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিনী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥
রঙ্গিণ আলতা পায়ে রতন নূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর॥
এই সব দান বুঝি দেহ দানীরাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী মাঝে॥
জ্ঞানদাস কহে তুমি ছাড় টিটপনা।
তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন জনা॥

—

৪। পাঠান্তর—"না জান পথে আছে মহাদানী"—পদার্ণবসারাবলী।
১৫। টিটপনা—চতুরতা।
পদকল্পলতিকায় স্থলে "তুমি" "কানাই" পাঠ আছে।

পঠমঞ্জরী।

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
ঘৃত দধি দুগ্ধ ঘোলে সাজাঞা পসারে॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোন ছলে যাও অবিচারে॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
একপণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে॥
সমুখ আছয়ে দান সমুখে আমারি।
অঙ্গে বহুমূলধন আর নীল শাড়ী॥
সীঁথার সিন্দূর দান কহনে না যায়।
নয়ন কাজর দেখে ধরণী বিকায়॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ।
তুমি ধনি আমি দানী ইথে কিবা লাজ॥
ঈষৎ চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞানদাস কহে দানী বিষম বিধাতা॥

৭। পাঠান্তর—"চির দিনে আছে দান সমুখে হামারি"—গী, র, ব এবং লী, স।

১০। লীলা সমুদ্র, গীত রত্নাবলী, গীত কল্পতরু গ্রন্থে "দেখে" স্থলে "রেখে" পাঠ আছে।

১৪। পাঠান্তর—"জ্ঞানদাস বোলে দানী বান্ধ প্রেমলতা"—লী, স।

ভাটিয়ারী ।

দানী দেখি কাঁপিছে শরীরে।
মো যদি জানিতাঙ পাছে, এ পথে কণ্টক আছে,
তবে ঘরের না হইতাঙ বাহিরে॥
ঘরে হৈতে বারাইতে, ও চাল ঠেকিত মাথে,
হাঁচি জেঠি না পড়িল বাধা।
হরিণী পালাঞা যাইতে, ঠেকিল ব্যাধের হাতে,
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা॥
বিষম দানীর দায়, এক লয় আর চায়,
না পাইলে করয়ে বিবাদ।
দান নিবার বেলে লেয়, বাদ দিবার বেলে দায়,
একি কলঙ্কের পরমাদ॥
মণি আভরণ ছিল, ডরে ডরে সব দিল,
তবু দানী না দেয় ছাড়িয়া।
মো হইলাম সোণার গাছ, দানীত না ছাড়ে কাছ,
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া॥
ঘরে বৈরি ননদিনী, পথে বৈরি মহাদানী,
দেহের বৈরি হইল যৌবন।

১। পাঠান্তর—"দানী দেখি কাঁপয়ে শরীর"—গী, র, ব।

২। বিভিন্ন পাঠ—"এত না গণিনু পাছে"—লী, স।

৪। লীলা সমুদ্র, গীত কল্পতরু এবং গীত রত্নাবলী গ্রন্থে "ঠেকিল" পাঠ দৃষ্ট হয়।

৫। গীত রত্নাবলীতে "পড়িল" স্থলে "গণিলাম" পাঠ আছে।

হেন মনে উঠে তাপ, যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ,
না রাখিব এ ছার জীবন॥
অবলা বলিয়া গায় বলে হাত দিতে চায়,
পসারিয়া আইসে দুটি বাহু।
জ্ঞানদাস কয়, মোর মনে হেন লয়,
চান্দে যেন গরাসয়ে রাহু॥ *

সিন্ধুড়া।

শুন শুন সুজন কানাই তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান, গোরস মানি যে,
বেশর দান নাহি শুনি॥
সীঁথার সিন্দূর, নয়নে কাজর,
রঙ্গণ আলতা পায়।
একি বিকি কিনির ধন, নারীর যৌবন,
ইথে কার কিবা দায়॥
মণি আভরণ, সুরঙ্গ শাড়ী,
জাদ কেবা নাহি পরে।
যদি দানের এ গতি, তুমি ত গোলক পতি,
দান সাধহ ঘরে ঘরে॥

২। "ছার" স্থলে "পাপ"—লী, স।

* লীলা সমুদ্র গ্রন্থে শ্যামানন্দ দাসের ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয়।

৮। বিকি কিনির দান—বেচা কেনার কর।

১৫। পাঠান্তর—"কেবা কোথা নাহি পরে"—প, সা, ব।

আমরা চলিতে১ না জানি, কহিতে না জানি
তোমারে কেন সে বাজে।
জ্ঞানদাস কহে, কেমনে জানিব
পরের মনের কাজে॥ *

সৌরাষ্টি।

কহ লহু লহু জটিলার বহু,
তোমারে সভাই জানে।
কহিতে কহিতে, অনেক কহিছ,
এতনা গরব কেনে॥
পসরা লইয়া, যাইছ চলিয়া,
দানীরে না কর ভয়।
রাজ কাজ করি, দান সাধি ফিরি,
এথা কিবা পরিচয়॥
এ নব যৌবনে, নানা আভরণে,
যাইছ মথুরা বিকে।
বুঝি দান নিব, তবে যাইতে দিব,
আমি ডরাইব কাকে॥

১। বিভিন্ন পাঠ—"বলিতে না জানি, চলিতে নাজানি"—প, সা, ব।

* প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে এই পদটী গোবিন্দ দাসের ভণিতা যুক্ত দৃষ্ট হয়। পদকল্পতরু, পদার্ণব সারাবলী এবং গীতকল্পতরু গ্রন্থে জ্ঞানদাসের ভণিতা আছে।

৮। এতনা—এত।

১৩। পাঠান্তর—"এরূপ যৌবনে"=গী, র, ব এবং গী, ক, ত।

১৬। কাকে—কাহাকে।

অমূল্য রতন, করিয়া গোপন,
* রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ, খসাই দেখাহ,
ইথে কি আবার লাজে॥
এত কহি হরি, দুবাহু পসারি
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাস কয়, কিবা কর ভয়,
যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥

বরাড়ী।

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া, বনফুল তাহে বেড়া,
গুঞ্জামালা তাহে বন সোণা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ, আপন নাহিক দেখ,
বড় হেন বাসহ আপনা॥
ওহে কানাই বিষয় পাইয়া হৈলে ভোলা।
আঁখি মটকিয়া হাস, আপনা কেমন বাস,
আন হেন নাহি যে আমরা॥
গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি,
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজভয় নাহি মান, কংস দরবার জান,
দেখি কেনে নহ এক পাশ॥

৪। "আবার" স্থলে "তোমার"—প, সা, ব।

চতুর চাতুরী কত, আর কহ অবিরত,
কাঁচা কাঞ্চনের সমান।
জ্ঞান দাস কহে, হিয়ায় কষিয়া লহ,
কাঁচা নহে কোষ্টি পাষাণ ॥

ভাটিয়ারী।

মাধব দূরে কর উলট নয়ান।
সোই চাতুরীপনা, জগমাহা জানিয়ে,
যৈ রাখয়ে নিজ মান ॥ ধ্রু।
হাসি হাসি নিয়ড়ে, আসিছ অবলা হেরি,
ভাল নহে তোহারি ব্যভার।
লোক লাজ ভয়, এক না মানসি,
ও কূলে কংস দরবার ॥
নহ কুলটা হাম,- বর কুল কামিনী,
নিকটে তাত ঘর মোর।
তুহুঁ বনচারী, চোর মতি চঞ্চল,
তাহে সাহস এত তোর ॥
শ্রুতি সম্বর নহ ইহ সব কুবচন,
যে সব কহসি মঝু আগে।
জ্ঞানদাস কহ, ঐছে কহসি কাহে,
আওলি নব অনুরাগে ॥

৬। জগমাহা—জগতের মাঝে।
১৬। শ্রুতি সম্বর নহ—কর্ণ আর সম্বরণ (সহ্য) করিতে পারিতেছে না।

পঠমঞ্জরী।

আজি কেনে নাহি বাজাও বাঁশী।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত ঈষৎ হাসি॥
কিবা ভরসায় আইস কাছে।
না জানি মরমে কি ভাব আছে॥
পসরা ছুঁইতে করহ সাধ।
বরাকের দানী সোণায় সাধ॥
মুখের স্থখে কহিতে চাও।
বিপরীত ইথে করিলে পাও॥
কালা হৈয়া এত রসের ভোরা।
খঞ্জন কমলে দেখিলা পারা॥
কি গুণ দেখাঞা সঘনে চাও।
হাতে কি চাঁদের পরশ পাও॥
জ্ঞানদাস কহে গোপ ঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে কি এতেক বলি॥

শ্রীরাগ।

সহজেই তনু তিরিভঙ্গ,
এমন হইয়া এমত রঙ্গ॥

১। পাঠান্তর—"আজি কেনে তোমায় এমন দেখি"—লী, স।

২। অপাঙ্গ—কটাক্ষ।

৪। "ভাব" স্থলে "সাধ"—লী, স।

৬। বরাক—নীচ, দীন, বারুই, তাম্বুল বিক্রয়ী।

১৫। তিরিভঙ্গ—ত্রিভঙ্গ।

যবে তুমি সুন্দর হৈতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা॥
আপনা চতুর হেন বাস।
কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ।
পর নারী দেখিয়া না কাঁপ॥
যে দেখি মরমে এই ভাব।
তেঁই সে বাতাস রসে ডুব॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম॥

(শ্রীকৃষ্ণোক্তি।)

ধানশী।

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে।
তোমার সহজরূপ, কাম হেরি কান্দে হে,
ভুবন ভুলিল ওনা বেশে॥
আইস বৈস মোর কাছে, রৌদ্র মিলয় পাছে,
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায়, কেমনে হাটিছ তায়,
দেখিয়া হালিছে মোর গায়॥

৯—১০। পাঠান্তর—"জ্ঞানদাস বোলে রাই। কহিতে জানিলে এত কই॥"—লী. স।

১৫। বায়—বাতাস।

কেমনে তোমার গুরুজন, কি সাধে সাধিল ধন,
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।
তোর নিজ পতি যে, কেমনে বাঁচিবে সে,
পাঠাইয়া চিতে দিয়া ক্ষমা॥
হাসি হাসি মোড় মুখ, বসনে ঝাঁপিয়া বুক,
দেখিয়া হইনু বড় দুঃখি।
জ্ঞানদাস কয়, পসারি যে জন হয়,
রসাল বচনে করে বিকি॥

ধানশী।

এত ছান্দে কেনা বান্ধে চুল।
তোমার চূড়ায় মজাইলে জাতি কুল॥
এইত চন্দনের ফোটা কেবা নাহি পরে।
তোমার কপালগুণে ঝলমল করে॥
কেবা নাহি পরে বনমালা।
তোমার মালায় সে এতেক কেন জ্বালা॥
কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
প্রাণ কান্দে এরূপ দেখিয়া॥
কেবা না এতেক জানে কলা।
যাহা দেখি ভুলয়ে অবলা॥
কেবা নাহি কহে কথাখানি।
তোমার চাঁদ মুখে সুধা খসে জানি॥

কেবা নাহি ধরে রূপ কালা।
তোমার রূপে সে ভুবন কৈলা আলা॥
তোমা বিনে মনে নাহি লয়।
জ্ঞানদাস কহে ভাল হয়॥

—

বরাড়ী।

এহি মনে বলে, দানী হৈয়াছ কাহ্নাই,
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া, রাজকুমারী সনে,
না জানি কিসের রঙ্গ॥ ধ্রু।
গিরি গিয়া যদি, আরাধনা কর
সেবহ শঙ্কর দেবে।
সতত অরণ্যে, শরণ শৈলজা,
পূজা কর এক ভাবে
জলধি জাহ্নবী সঙ্গম নিকটে,
শঙ্কটে কামনা কর।
তবে বৃকভানু নন্দিনী নিচোল,
অঞ্চল ছুঁইতে পার॥
অলপে অলপে, সঘনে সঘনে,
বচন রচহ মিঠ।
সব আভরণ, থাকিতে হিয়ার হারে,
বাঢ়ায়াছ দিঠ॥

২। পাঠান্তর—"তোমার ভুবন কৈরাছে রূপে আলা"—লী, স।
১১। শৈলজা—পার্ব্বতী, দুর্গা।

মদনে আকুল, আপনে দুকুল,
কি লাগি কলঙ্ক কর।
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত নহিলে,
কি লাগি বাহু পসার॥

সিন্ধুড়া।

বড়ি মাই ভাল বিকি কিনি শিখাইলি।
ভুলায়ে আনিলি মোরে, রঙ্গ দেখিবার তরে,
নেয়েরে আনিয়া দিলি ডালি॥
মুঞি কুলবতী মেয়ে, যদি কিছু বলে নেয়ে,
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ, ঘুঁচাব মনের তাপ,
এড়াইব সকল জঞ্জালে॥
আমি রাজ নন্দিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি,
নেয়ে কেনে মোরে পরশিল।
মনে ছিল অনুবাদ, পূরালে মনের সাধ,
অকলঙ্ক কুলে কালি দিল॥
আপনার মাথা খেয়ে, ঘরের বাহির হোয়ে,
আইলাম বড়ায়ের সাথে।
জ্ঞানদাসেতে বলে, তার পাইলে ফলে,
নাবিকে দেহ না কিছু খেতে॥

অনুরাগ—নায়ক সম্বোধনে।

ধানশী।

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনী অনুরাগিনী সহজই বাম॥
গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুহুঁ কাহে মাধব ভেলি উদাস॥
পহিলহিঁ যত তুহুঁ আরতি কেলি।
সো অব দূরহিঁ দূরে রহি গেলি॥
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর।
তুহুঁ কাহে বচন না শুনসি মোর॥
তুয়া লাগি কুল শীল তেজিনু হাম।
না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহ নহে চতুরাই।
ধনী অতি সরল কহয়ে পুন তাই॥

ধানশী।

বন্ধু কানাই কহিলে বাসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী, কুলের ধরম রাখি,
সে জানি হেরয়ে তুয়া মুখ॥

৫। আরতি—আশক্তি। কেলি—করিলি।
১১। চতুরাই—চতুর।
১৫। পদার্ণব সারাবলীতে “জানি” স্থলে “ধনী” পাঠ আছে।

সহজে বরণ কাল, তিমির পুঞ্জ ভেল,
অন্তর বাহির সমতুল।
মরুক তোমার বোলে, কলসি বান্ধিয়া গলে,
সে ধনী মজাক জাতি কুল॥
যখনে তোমার সনে, পরিচয় নাহি ছিল,
আনছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি, শুনিয়া না শুন তুমি,
আঁখি তুলি সরমে না চাও॥
যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি বনাইলে মোর বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর, হৃদয় উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল কামিনী,
ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি, তোমা বই নাহিজানি,
সকলি কহলি সবিশেষ॥
বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি, ভরসা করিনু মনে,
ফুল ফলে একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ, আমারে সে দিলা লাজ,
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্ধ॥

সিন্ধুড়া।

ওহে কানাই বুঝিনু তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া,
এমতি তোমার রীত॥ ধ্রু।
যখন আমাকে সদয় আছিলা,
পিরীতি করিলা বড়।
এখন কি লাগি, হইলা বিরাগী,
নিদয় হইলা দড়॥
বুঝিনু মরমে, যে ছিল করমে,
সেই সে হইতে চায়।
নহিলে কে জানে, খলের বচনে,
পরাণ সোঁপিনু তায়॥
তোমার পিরীতি, দেখিতে শুনিতে,
যে দুঃখ উঠেছে চিতে।
সে নারী মরুক, যে করে ভরসা,
তোমার পিরীতি রীতে॥
দেখিতে শুনিতে, মানুষ আকার,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে, যেমন পুড়িছে,
সে দুঃখ কহিব কারে॥
পূরুবে জানিতাঙ, হইবে এমতি,
পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাস কহে, ধৈরজ ধরি রহ,
আপন সুখের কাজে॥

শ্রীরাগ।

ভাল হইল বন্ধু, আপনা রাখিলে,
কি আর ও সব কথা।
তোমার পিরীতি, বুঝিতে না পারি,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥ ধ্রু।
সহজে অবলা, অখলা হৃদয়,
ভুলিনু পরের বোলে।
অনেক পিরীতির, অনেক দোষ,
যেন দুপুরে আন্ধার বেলে॥
বাদিয়ার বাজি যেন, তোমার পিরীতি হেন,
না বুঝি এ কোই রীতি।
সমুখে সরস, অন্তরে নিরস,
বুঝিনু কাজের গতি॥
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিলে,
কেবল দুঃখের ঘর॥

করুণ-বরাড়ী।

আরে মোর বন্ধুরে কানাই।
তোমা বিনে তিলেক রহিতে ঠাঁই নাই॥ ধ্রু।
এ ঘর বসতি মোর আনলের খনি।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি পরাণী॥

মাঝ পাথার জলে তৃণ হেন বাসি।
উচিত কহিতে নাই এ পাড়া পড়সি॥
তুমি যদি না ছাড় বন্ধু দুখে মোর সুখ।
জ্ঞানদাস কহে তিলে লাখ যুগ॥

সুহই।

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণ বন্ধু জান মোর মন॥
ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতী।
জ্ঞানদাস কহে এ বিষম পিরীতি॥

তুড়ি।

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদ মুখ চাই॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি॥

চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে॥
তাহে আর তুমি সে হইলে নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥

(বংশী সম্বোধনে।)

সুহই।

গুরু জন জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দিল শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লইয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশিয়া লাগিয়া সতী কুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ঐ সে বেভার॥

ধানশী।

ইহ গুরু গঞ্জন বোল।
শুনইতে জীউ উতরোল॥
কত সহ এ পাপ পরাণ।
বুঝি কিয়ে হয় সমাধান॥

মিছা ছলে তোলে পরিবাদ।
কি কার করিনু অপরাধ॥
ননদী নয়ন জালে বসি।
তাহে কাল এ পাড়া পড়সী॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই।
পরিবাদে আর ভয় নাই॥

অনুরাগ—সখী সম্বোধনে।

ধানশী।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই কি আর বলিব।
যে পণি করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥ ধ্রু।
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পর সঙ্গে॥

৫। পাঠান্তর—"কি আর বলিব সই কি আর বলিব"—গী, র, ব।
৭—৮। গীতরত্নাবলী।
১০। দরশ—দরশন। পরশ—স্পর্শ।

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কাণাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥

তুড়ি।

একে কুলবতী, চিতের আরতি,
বিধি বিড়ম্বিত কাজে।
শ্যাম স্থনাগর, পিরীতি কণ্টক,
ফুটিল হিয়ার মাঝে॥
শুন শুন সই, মরম তোমারে কই,
পড়িনু বিষম ফাঁদে।
অমূল রতন, বেড়ি ফণীগণ,
দেখিয়া পরাণ কাঁদে॥
গুরু গরবিত, বোলে অবিরত,
এ বড়ি বিষম বাধা।
এ কুল ও কুল, ছকুলে চাহিতে,
সংশয় পড়িল রাধা॥
ছাড়িলে ছাড়ল, এলোক সে লোক,
পরাণ অধিক বড়।
জ্ঞানদাস কহে, এমন সম্পদ,
কাহার ডরে বা এড়॥

১৭—১৮। পাঠান্তর—"ছাড়িলে ছাড়ান, না যায় সে জন, পরাণ অধিক বড়"—গী, চি, ম।

ভাটিয়ারী।

একে দেখি অতি, চিতের আরতি,
পহিলে না ছিল এত।
ঘরে গুরুজন, গঞ্জনা না মানে,
নিতি নিবারিব কত॥
সই ঠেকিনু বিষম ফাঁদে।
কানুর পিরীতি তিলেক বিরতি,
তিলেক পরাণ কাঁদে॥
সহজে মধুর, শ্যামের মূরতি,
পিরীতি বুঝিবা কে।
সে সব আদর, ভাদর বাদর,
কেমনে ধরিব দে॥
চিতের বিচার, উচিত করিতে,
জগত ভরিয়া লাজ।
জ্ঞানদাস কহে, ইহার অধিক,
রসিক গোপত কাজ॥

সুহই।

ঘর হেন নহে মোর ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোর পতির পিরীতি॥

২। "পহিলে" স্থলে "আগে"—গী, ক, ত।

৩। পাঠান্তর—"গঞ্জে অনুখন"—লী, স।

বিরলে ননদী মোর যতেক বুঝায়।
কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায়॥
সখি মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না রবে পুন ভাগে॥
আঁখে রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে।
সে রস নিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধাঁদি।
তিলে কতবার দেখি স্বপন সমাধি॥
জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥

—

সিন্ধুড়া।

গৃহে গুরুজন, স্বামী তরজন,
যা লাগি না দিনু কাণে।
এখন কি লাগি, সে জন আমারে,
না চাহে নয়ন কোণে॥
সই পরখে বুঝিনু কাজে।
বিনি অপরাধে, সাধিল বাদ,
জগত ভরিল লাজে॥ ধ্রু।
সে সব পিরীতি, আদর আরতি,
সদাই পড়িছে মনে।

১৫। পরখে—পরীক্ষা করিয়া।

প্রেম পরাভব, এমন জানিয়া,
এখন যায় পরাণে॥
সহজে অবলা, আগু অনুসরে,
না জানি কি হয় পাছে।
জ্ঞানদাস কহে, সময় বুঝিতে,
কে জান এমন আছে॥

ভাটিয়ারী।

শুন শুন পরাণের সই।
তুমি সে দুঃখের দুঃখী তেঞি তোরে কই॥
সদা চিত উচাটন বন্ধুর লাগিয়া।
সদাই সোঙরে প্রাণ গরগর হিয়া॥
সদাই পুলক গায়ে আঁখি ঝরে জল।
আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল॥
কি করিব কোথা যাব স্থির নহে মন।
তাহে আর ননদী বলয়ে কুবচন॥
তহোধিক দুঃখ দেয় এ পাড়া পড়সি।
বন্ধুর লাগিয়া মুঞি হব বনবাসী॥
হিয়ার মাঝারে প্রেম অঙ্কুর পশিল।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিখি হইল॥
ফল ফুল কালে এবে বাড়িল বিপতি।
জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি॥

১৯। বিপতি—বিপত্তি। ২০। কতি—কোথায়।

সুহই।

সজনি না জানিয়ে এত পরমাদ।
একে মোর অন্তর, পোড়য়ে নিরন্তর,
তিল এক নাহি অবসাদ॥
পহিল বয়েস একে, আরে নব আরতি,
আর তাহে কানুক সোহাগ।
এত রস আদর, বাদ করল বিধি,
কুলবতী কেমন অভাগ॥
গৃহে গুরু দুরজন, ও ভয়ে সভয় মন,
তাহাতে অধিক শ্যাম লেহা।
নহিয়ে স্বতন্তর, কানুর বিচ্ছেদ ডর,
সে তাপে তাপিত তুন দেহা॥
কিবা করি কিবা হয়, আপনা বুঝিল নয়,
নিরবধি উড়ু উড়ু চিত।
জ্ঞানদাস কহে, মনে অনুমানিয়ে,
বিষাধিক বিষম পিরীত॥

ধানশী।

কি গুরু গরবিত, না লয়ে পাপচিত,
আন না শুনে কাণ বিন্ধে।
সে নব নাগর, আগর সব গুণে,
তারে সে পরাণ কান্দে॥

৩। অবসাদ—বিরাম, শেষ।

১৯। পাঠান্তর—"তার লাগি প্রাণ মোর কান্দে"—লী, স।

না জানি কিবা হইল, কি খেনে পরশিল,
সে রস পরশমণি।
জাতি কুল শীল, আপন ইচ্ছায়ে,
তাঁহারে করিনু নিছনি॥
সজনি ও বোল না বোল জনি আর।
কি যশ অপযশ, না ভায় গৃহ বাস,
হইলোঁ কুলের খাঁথার॥
হিয়ার দগদগি, মনের পোড়নি,
কহিলোঁ না রহিমোঁ ঘরে।
এবে সে জানলু, প্রেমের এই ফল,
ভাল সে জ্ঞানদাস বুঝেরে॥

সিন্ধুড়া।

কি মোর ঘর দুয়ারের কাজ,
লাজ করিবারে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে, লাখ পরমাদ,
হিয়া বিদরিয়া মরি॥
শুন শুন তোরে, মরম কহিও
মোর পরাণ নাথে।

৫। বিভিন্ন পাঠ—"সজনি ও বোল না বোলসি আর"—লী, স।
৭। "খাঁথার" স্থলে "অঙ্গার"—গী, চি, ম এবং লী, স।
৯। কহিলোঁ—কহিতেছি। রহিমোঁ—রহিব।
১১। "বুঝেরে" স্থলে "ঝুরে"—লী, স।
১৫। বুক ফাটিয়া মরি।

ও রস পরসে, উলস গা,
দুকুল ঠেলিলুঁ হাতে॥ ধ্রু।
গুরু গরবিত, বোলে অবিরত,
সে মোর চন্দন চুয়া।
সে রাঙ্গা চরণে, আপনা বেচিলুঁ,
তিল তুলসী দিয়া॥
আপন ইচ্ছায়, বাছিয়া লইলুঁ,
যে মোর করমে ছিল।
এ বোল বলিতে, যে জন বিমুখ,
তারে তিলাঞ্জলী দিল॥
সো মুখ না দেখিয়া, পরাণ বিদরে,
রহিতে নারি যে বাসে।
এমত পিরীতি, জগতে নাহিক,
কহই এ জ্ঞানদাসে॥

সুহই।

তুমি কি না জান সই, কানুর পিরীতি,
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি, এ জাতি জীবন,
তাঁহারে সঁপিয়াছি॥

১। উলস—পুলকিত।

১২। বাসে—গৃহে।

১৮। পাঠান্তর—"তাঁহারে নিছিয়াছি"—লী, স।

প্রাণ সই কি আর কুল বিচারে।
প্রাণ বন্ধুয়া বিনু, তিলেক না জীও,
কি মোর সোদর পরে ॥ ধ্রু।
সে রূপ সাগরে, নয়ান ডুবিল,
সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবল মন,
আনিব কি আর দিয়া ॥
খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
জ্ঞানদাসে কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
আগুন দিয়ে দুয়ারে ॥

—

সোহিণী।

গুরু দুরজন, দূরে তেয়াগিনু,
পতি ক্ষুর ধার তায়।
কানুর পিরীতি, কি রীতি করিনু,
কলঙ্ক এ লোকে গায় ॥
সই গো মরম কহিনু তোরে।
কানুর পিরীতি শপতি করিতে,
যে বলু সে বলু মোরে ॥ ধ্রু।

৯। বিভিন্ন পাঠ—"থাকিতে থাকিতে ঘরে"—ঐ।

ধরম বচন, মনেতে না লয়,
করমে আছিল যে।
সে সব আদর, ভাদর বাদর,
কেমনে ধরিব দে॥
হিয়ার পিরীতি, কহিলে না হয়,
চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহে, নব অনুরাগে,
অমিয়া অধিক লাগে॥

ঘুহই।

কহ কহ এ সখি কি করি উপায়।
দরশন বিনু চিত ধরণে না যায়॥
তুমি কি না জান সই যত পরমাদ।
কি ঘর বাহির লোকে বলে পরিবাদ॥ ধ্রু।
তবু সে বন্ধুরে আমি পাসরিতে নারি।
কি বিধি বেয়াধি দিলে কি বুধি বা করি॥
কি খেনে দেখিনু সখি বিদগধ রায়।
পাষাণের রেখ যেন মিটন না যায়॥
গুরুজনে যত বলে শ্রবণে না শুনি।
কি করিতে কি না হয় কিছুই না জানি॥
দেখিয়া যতেক লোক করে উপহাস।
চান্দের উদয়ে যেন তিমির বিলাস॥

১১—১২—১৩—১৪। পদামৃত সমুদ্র।

পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি।
বন্ধুর পিরীতি যেন বহিছে ত্রিবেণী॥
সোঙরি সেরূপ গুণ পরাণ জুড়ায়।
ভালে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াথ না পায়॥

তুড়ি।

জিমু না গো মুঞি জিমু না,
কালা বন্ধুর পিরীতির পাকে।
আপনার দুটী আঁখি, নিবারিতে নারি গো,
কালা বিনু আন নাহি দেখে॥ ধ্রু।
একদিন আয়ান আইল ঘরে, কালিয়া দেখিনু তারে,
বন্ধু বলি তাহারে সম্ভাষি।
আমার আরতি, দেখিয়া আয়ান,
মুখে কাপড় দিয়া হাসি॥
বন্ধুয়ার ভরমে, আয়ানের সনে,
মনের কথাটী কই।
হাসিয়া হাসিয়া, আয়ান বলে,
মুঞি তোমার বন্ধুয়া নই॥

২। "যেন" স্থলে "বুকে"—পদামৃত সমুদ্র।
৫। জিমুনা—বাঁচিব না।

কালিয়া কালিয়া বলি, কালা বসন পরি,
কালা বিনে আন নাহি শুনি।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি এমনি হয়ে,
. তারে কি দেখিলে জীয়ে প্রাণি॥

ধানশী।

কানু সে জীবন ধন মোর।
তোমরা যতেক সখী, ঘরে যাই কুল রাখি,
শ্যাম রসে হইয়াছি বিভোর॥ ধ্রু।
গুরু গরবিত ঘরে, যে বলু সে বলু মোরে,
ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি, শরণ লইনু গো,
কি করিব ঘরের বসতি॥
যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম,
সব হরি নিল শ্যাম রায়।
কহত পরাণ সখি, অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি,
আন রঙ্গ লাগে নাহি তায়॥
রূপ গুণ যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন,
সাজাইয়া রতন পসার।
জ্ঞানদাস কহে, যে ধনী এমনি হয়ে,
ধনি ধনি সোহাগ তাহার॥

৪। প্রাণি—প্রাণ।

সুহই।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন,
এ দুটী আঁখির তারা।
পরাণ অধিক, হিয়ার পুতলী,
নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি,
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বন্ধু বিনু,
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, কুলের ধরম,
মন সতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া, রসের পরাণ,
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে, লিখন আছিল,
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতী, দেখিনু চুকতি,
কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক পাড়া।

৭—৮। পাঠান্তর—"নিশ্চয় করিয়া, মনে দঢ়ায়লু, শ্যাম বিনে কেহ মোর নয়।"—লী, স।

৯। "কুলের ধরম" স্থলে "ধরম বিচার"—ঐ।

জ্ঞানদাস কয়, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

সুহই।

সহজে নারীর, অধিক জীবন,
তাহে পিরীতির লেশ।
ইথে কি জগতে, কেহ ভাল বলে,
যাইতে কি হেন দেশ॥
সখি গো তোমারে কহিতে কি।
এ রস লালস, সব সন্তাপনা,
এ নাকি নহিলে জী॥ ধ্রু॥
হিয়ার অভিলাষ, যতেক বিলাস,
সে পুন পাইয়ে হাতে।
বিধির লিখনে, কালা বন্ধুর সনে,
বান্ধিল করম সূতে॥
রাতি দিনে মুঞি, সম্বিত না পারি,
দেখি বড় পরমাদে।
জ্ঞানদাস বলে, ও মুখ দেখিতে,
কাহার না যায় সাধে॥

২। পাঠান্তর—"লোক বেদ সব ছাড়া"—ঐ।

৮। সন্তাপনা—অনুগ্রহ।

১৪। সম্বিত—সম্বরণ করিতে।

সুহই।

কিয়ে মধুরূপ, কলারস চাতুরী,
সবঁ ভেল চূরে।
গুরু জন বৈরি, দ্বিগুণ ভেল ধাতা,
ডর সঞে কয়ল বিদূরে॥
স্বজনি হাম জীয়ব কতি লাগি।
একে মধু অন্তয়, দগধ নিরন্তর,
নাহ অধিক অনুরাগী॥ ধ্রু।
বৈদগধি বিধি, সকল লুকায়ল,
তুহুঁ ভেল পন্থক চোর।
যবহুঁ দৈব দোষে, দরশ করায়ল,
কেহ না কহে এক বোল॥
অবিরত চিতে কত, কাঁদি গোঙায়ব,
কাহে করব বিশোয়াসে।
জ্ঞানদাস কহ, অন্তর দহ দহ,
পরবশ পিরীতিক আশে॥

সুহই।

তুহুঁ কুল গরিম, অসীম দুখ অন্তর,
বাহিরে পরিজন গঞ্জে।

২। সব চূর্ণ হইয়া গেল।
৪। কয়ল বিদূরে—বিদুরিত করিল।
১৩। বিশোয়াসে—বিশ্বাস।

ও নব লেহ, দেহ অবলম্বন,
সোঙরি সঘন মন রঙ্গে ॥
স্বজনি বুঝয়ে না পারিয়ে চিত।
অবিরত অভিমত, আদর যত যত,
দগ দগ করয়ে পিরীত ॥ ধ্রু।
সব গুণ সীম, অসীম রূপ লাবণী,
ও নব কৈশোর দেহা।
গুরু জন বচন, তাপ নিবারণ
শীতল সুখময় গেহা ॥
পরবশ প্রেম, পূরয়ে নাহি আরতি,
অনুখন অন্তর দাহ।
জ্ঞানদাস কহে, তিলে কত সুখ হয়ে,
হেরইতে শ্যামর নাহ ॥

সুহই।

অবিরত বহে, নয়নক বারি,
যেন বরিখয়ে জল ধারা।
ও দুখ মরমে, সেই সে জানয়ে,
এমন পিরীতি যারা ॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
গলায় হার পরিমু।

১৭। যারা—যাহার।
১৯। পরিমু—পরিব।

জাতি কুল শীল, দূরে তেয়াগিয়া,
পরাণ নিছিয়া দিনু ॥
সই লো পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান, সব করে আন,
না শুনে ধরম কথা ॥ ধ্রু।
জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি,
হইল যাকর সঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, দোসর পিরীতি,
নিতই নূতন রঙ্গ ॥

শ্রীরাগ।

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে ॥
ত্যজিলে কুল শীল এ লোক লাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ ॥
তেজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে তেজিয়া মৈনু ॥
যে চিতে দাড়াঞাছি সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয় ॥
ঠেকিল প্রেম ফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে জ্ঞানদাস না করে আশ ॥ *

---

* গীত কল্পতরু এবং পদকল্পতরু গ্রন্থে এই পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতা-যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে।

ভাটিয়ারী।

তেজিলু নিজকুল এ লোকলাজ।
এ গুরু গৌরব এ গৃহ কাজ॥
সে সব নব লেহার নিছনি কৈলোঁ।
যে মোরে বোলে তারে জীয়ন্তে মৈলোঁ।
না বোল স্বজনি আর কিছু না লয় মনে
সে বন্ধু বান্ধিঞাছোঁ পরাণ সনে॥
বন্ধুর আরতি হিয়ার মালা।
পতির পিরীতি বিষের জ্বালা॥
যে চিতে দঢ়াইলুঁ সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥
খাইতে শুইতে আনহি নাহি।
জ্ঞানদাস কহে বুঝিএ তাহি॥

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥

উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
পাছে কর অনুতাপে॥*

—

ধানশী।

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু,
ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।

---

* এই পদটী চণ্ডীদাসের বলিয়া উল্লিখিত আছে। চণ্ডীদাসের ভণিতা এইরূপ—

"পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু।
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীত,
মরমে বহল শেল॥"

পিরীতি বিচ্ছেদে, না রহে পরাণে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥
সই কে বলে পিরীতি ভাল।
শ্যাম বন্ধু সনে, পিরীতি করিয়া
পাঁজর ধরিয়া গেল॥ ধ্রু।
পিরীতি মিরিতি তুলে তৌলাইয়া,
পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বেয়াধি, যার উপজয়ে,
সে নাকি জীয়য়ে আর॥
সবাই কহয়ে পিরীতি কাহিনী,
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি,
হইল যাহার অঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি,
নিতি নৌতুন রঙ্গ॥

১। পাঠান্তর—"না রহে পরাণ"—গী,র,ব।
"জীবন সংশয়"—লী,স।
৬। "মিরিতি" স্থলে "কি রীতি"—প,ক,ত; প,ক,ল এবং লী, স।
৯। পাঠান্তর—"সে বুঝে না বুঝে আর"—ঐ।
১৩। বিভিন্ন পাঠ—"অন্তর হইল কাল"—প,ক,ল; এবং লী, স।
১৫। "অঙ্গ" স্থলে "সঙ্গ" পাঠও দৃষ্ট হয়।
১৭। পাঠান্তর—"ভাবিতে জীবন ভঙ্গ"—পদামৃত সমুদ্র।

তুড়ি।

কি ঘর বাহির লোকে বলে একি রীতি।
জীতে পাসরিতে নহে বন্ধুর পিরীতি॥
অন্তর বাহির চিতে অবিরত জাগ।
না জানি কি লাগি তাহে এত অনুরাগ॥
সই বড়ি পরমাদ।
শয়নে স্বপনে সঙ্গ মনে নাহি অবসাদ॥ ধ্রু।
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥
শুনিতে শুনিয়ে হাম সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহ কাজ করিতে আউলয়ে সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড়ি বিষম শ্যাম লেহ॥

ধানশী।

কানু অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি।
কেমনে দেখিব তারে কহনা বিচারি॥
গুরুজন নয়ন পাপগণ বারি।
কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারি॥

৯। পাঠান্তর—"শুনিতে না শুনে কাণ আন পরসঙ্গ"—লী, স।

কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব।
রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব॥
শুনি কহে সব সখী শুন মো সবার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল॥
যৈছনে যামিনী কামিনী ঘোর।
তৈছনে বেশ বনায়ব তোর॥
এতহিঁ কহই করু বেশ রসাল।
ধনী অনুরাগিনী জ্ঞানদাস ভাণ॥

শ্রীরাগ।

মরম কথা শুনলো স্বজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
ঘর হইতে বাহির বাহির হইতে ঘর।
দেখিবারে করি সাধ নহি স্বতন্তর॥
কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটী আঁখি কাঁদে॥

১৫—১৬। গীতচিন্তামণি ও লীলা সমুদ্র।
১৭। পাঠান্তর—"কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে"—গী, ত; গী, চি, ম।
১৮। বিভিন্নপাঠ—" মুখে না স্ফুরে বাণী দুটি আঁখি কাঁদে" ঐ।

জ্ঞানদাস কহে সখি এই যে করিব।
কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব॥

সুহই।

সহজই কুলবতী বালা।
সে কি সহই প্রেম জ্বালা॥
তাহে গুরু গঞ্জন বোল॥
অহনিশি অন্তরে রোল॥
তাহে নিতি প্রেম তরঙ্গ।
জোরি কবহুঁ নহু ভঙ্গ॥
দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি।
ব্যাধ মন্দিরে অনুসারি॥
সকল কহব কানু ঠাম।
ইথে কি কহয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহে তায়।
পরিণামে বড়ই সে দায়॥

১—২। পাঠান্তর—"জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
বন্ধুর লাগিয়া হাম সাগরে পশিব॥"—পদামৃত সমুদ্র।
৮। কবহুঁ—কখন।

কৌরাগিণী।

অরুণ উদয় কালে, ব্রজ শিশু আসি মিলে
বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ।
এক দিঠি গুরুজনে, আর দিঠি পথ পানে,
চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥
স্বজনি না জানি কি হয় প্রেম লাগি।
দারুণ পিরীতি, পরবোধ না মানই,
কত চিতে নিবারিব আগি॥ ধ্রু।
একে কুলকামিনী, তাহে নব যৌবনী,
আর তাহে পরের অধীন।
পিরীতি বিষম শরে, রহিতে না পারি ঘরে,
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ॥
নিশি দিসি অবিরত, জাগিতে ঘুমিতে কত,
প্রাণনাথ সোঙরি সদাই।
জ্ঞানদাস বলে, আকুল নয়ানের জলে,
তিল আধ থির নাহি পাই॥

ধানশী।

বলনা সখি যাহার মনেতে যে।
কানুরে সঁপিয়াছি আপনার দে॥ ধ্রু।

১। পাঠান্তর—"ব্রজ শিশু পশু মেলে"—লী,স।
২। বিপিনে—বনে।
১৩। পাঠান্তর—"প্রাণনাথ সোঙরিব কত"—লী, স।
১৫। বিভিন্ন পাঠ—বিবাধিক অধিক পিরীত"—ঐ।

চাঁদ জিনিয়া মুখের বলনি।
জর জর কৈল মোর হিয়ার পুতলি ॥
এমন পামর দেশে বৈসে কোন জনা।
যা বিনে না রহে প্রাণ তারে করে মানা ॥
জ্ঞানদাস কহে বুঝিনু সকলি।
জাতি কুল শীল দিনু কানুর পায়ে ডালি ॥

করুণ একতালি।

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা।
ভুবনে রহল সভে অযশ ঘোষণা ॥
সই কহিনু নিদান।
প্রেমের পরাণ সহে এতেক অপমান ॥ ধ্রু।
যারে দিনু তনু মন কুল শীল জাতি।
অঙ্গের ভুষণ কৈনু বড় অখেয়াতি ॥
সে জন কি লাগি এবে করে ভিন পর।
ঝাঁপল কূপে পড়ল নব চোর ॥
গুরুয়া পিয়াসে ঝাঁপল সিন্ধু জলে।
অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়বা অনলে ॥
না জানি পিরীতি বিরিখে হেন ফল।
জ্ঞানদাস শুনিয়া হারাইল বুধি বল ॥

৯। নিদান—কারণ।
১২। অখেয়াতি—অখ্যাতি।
১৬। বাড়বা অনলে—সমুদ্রস্থ অগ্নিতে।

শ্রীরাগ ।

বন্ধুর লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
এধন আমার, লয় অন্য জনা,
ইহা কি পরাণে সয়॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া, আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি, বেশ দূরে করি,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
বন্ধুর হিয়া, এমন করিলে,
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ, করিছে যেমন,
এমন হউক সে॥
জ্ঞানদাস কহে, শুন হে সুন্দরি,
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের, সরবস ধন,
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥

সুহই ।

একে নব পিরীতি, আরতি অতি দুরগম,
সোঙরি সোঙরি ক্ষীণ দেহ।

তাহে গুরু গঞ্জন, হৃদয় বিদারণ,
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
স্বজনি দূরে কর ও পরথাব।
প্রেম নাম যাঁহা, শুনই না পায়ব,
সোই নগরে হাম যাব॥ ধ্রু।
যা বিনু স্বপনে, আন নাহি হেরিয়ে,
অবমোহে বিছুরল সোই।
হাম অতি দুখিনী, সহজে একাকিনী,
আপন বলিতে নাহি কোই॥
দুহুঁ কুল চাহিতে, আকুল অন্তর,
পাঁতরে পড়ি রহু হেম।
জ্ঞানদাসে কহে, ধিক ধিক জীবনে,
যাকর পরবশ প্রেম॥

সুহই।

ভালই আছিনু আন মনে।
প্রমাদ পড়িল সেই ক্ষণে॥
কেনে শুনাইলি তার গুণ।
উথলিল আগুণের খুন॥

২। পাঠান্তর—"পরিজন কণ্টক গেহ"—পদামৃত সমুদ্র।

৭। এখন আমাকে সেই ভুলিয়া গেল।

১১। পাঁতরে—পাঁথারে।

নিশি দিসি যার গুণ গাই।
সে কেনে এতেক নিঠুরাই॥
যার লাগি তেয়াগিনু ঘর।
সে কেনে ভাবয়ে ভিন পর॥
যার লাগি কুলে দিনু ছাই।
তারে কেনে দেখিতে না পাই॥
সতীর সমাজে হইনু মন্দ।
জ্ঞানদাস শুনি রহু ধন্দ॥

ধানশী।

এ সখি হাম সে কুলবতী রামা।
অনেক যতন করি, প্রেম ছায়া পায়লু,
বেকত কয়ল ওই শ্যামা॥ ধ্রু।
আছিনু মালতী, বিহি কৈল বিপরীত,
ভৈ গেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি, ভ্রমর নাহি আওত,
দূরে রহি তুহুঁ মন ঝুরে॥
যব তুহুঁ দরশন, দৈবে মিলায়ল,
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি, মাণিক ছাপায়ল,
তুহুঁ ভেল পন্থক চোর॥

২। নিঠুরাই—নিষ্ঠুর।

৪। "ভাবয়ে" স্থলে "বাসয়ে"—নী, স।

৭। "সমাজে" স্থলে "মাঝ"—গী, ক, ত।

দক্ষিণ নয়ন করি, রঞ্জন কিয়ে হরি,
বাম নয়ন করি আধা।
গোপত পিরীতি খানি, কোন টুটায়ল,
মঝু মনে লাগল ধাঁদা॥
কান্দিব রে কত, কান্দি গোঙায়ব,
কাহাকে করিব বিশয়াস।
জ্ঞানদাস কহ, ধিক রহু জীবনে,
যে করে পর প্রীতি আশ॥

শ্রীরাগ।

যাহার লাগিয়া কৈনু কুলের লাঞ্ছনা।
কত না সহিব দেহে গুরু গঞ্জনা॥
যার লাগি ছাড়িনু গৃহের যত সুখ।
না জানি কি লাগি এবে সে জনা বিমুখ॥
স্বজনি নিবেদন তোরে।
কলঙ্ক রহিল সব গোকুল নগরে॥ ধ্রু।
তিলেকে সে তেয়াগিনু পতি খুরধার।
শ্রবণে না শুনলু ধরম বিচার॥
অবলা অখলা জাতি ভুলে পরবোলে।
অনেক সাধের দীপ নিভাইল সাঁজ বেলে॥
দুখের উপরে দুখ পরিজন বোল।
সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হৈনু চোর॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়।
প্রেম পরাভব সুখ সহনে না যায়॥

১১। পাঠান্তর—"যার লাগি ছাড়িনু সকল গৃহ সুখ"—লী, স।

অনুরাগ—আত্মপ্রতি।

তুড়ি।

বড়ই বিষম, কালার প্রেম,
এ ঘর বসতি শলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলী॥
কাহারে কহিব মরম কথা।
কানু বিনু কে জানিবে মরম ব্যথা॥
যত যত পিরীতি করয়ে মোরে।
আঁখরে লিখিয়াছে মোর হিয়ার ভিতরে॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে চোখে চোখে।
এ বড়ি দারুণ শেল ফুটিয়াছে বুকে॥
মনের মন কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল শ্যাম শেল বাহির নহিল॥
নিচয়ে মরিব আমি তাঁরে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মিলাব আনিয়া॥

সুহই।

বিষেতে জিনিল সর্ব্ব গা।
গা মোর কেমন করে নাহি চলে পা॥ ধ্রু।

২। শলি—শেল।

প্রেম নহে পিরীতি নহে বাদিয়ার তন্ত্র।
কাল সাপে খেদাইলে নাহি শুনে মন্ত্র॥
কোথায় গরল তার কোথা তার বিষে।
প্রতি অঙ্গে গরল ভরা জীয়াইবে কিসে॥
সৎ ঔষধ তার কদম্বের তলা।
জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয়া পেলা॥
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে ভাল জানি।
জীয়াইতে পারে সে রসিক শিরোমণি॥

৬। পেলা—পলায়ন কর।

অভিসার।

ভূপালী।

সখীগণ বচনে বনাওল বেশ।
বিরচিল কবরী আঁচরি নিজ কেশ॥
ভালহি দেওল সিন্দূর বিন্দু।
চন্দন রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু॥
কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মূরছে কতহুঁ অনঙ্গে॥
নীল বসনে তনু ঝাঁপিল গোরী।
চললি নিকুঞ্জে শ্যাম রসে ভোরি॥
মদন মোহন মনমোহিনী নারী।
জ্ঞানদাস কহ যাও বলিহারী॥

কামোদ।

মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥

অভিসার লক্ষণ—

"প্রিয়র মিলন আশে কুঞ্জেতে গমন।
সঙ্কোচ পূর্ব্বক, অভিসারের লক্ষণ॥"—ভক্তমাল।

৩। ভালহি—কপালে। ৬। কতহুঁ—কত।

১১। আন্ধিয়ার—আঁধার।

ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি মেল।
নব অনুরাগভরে চলি গেল॥
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেতে গেহ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগর রাজ॥

ধানশী।

কানু অনুরাগ, হৃদয় ভেল কাতর,
রহই না পারই গেহ।
গুরু দুরজন ভয়ে, কছু নাহি মানয়ে,
চীর নাহি সম্বরু দেহ॥
দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার, ভুজগ ভয় কত শত,
তমু নহুঁ মানয়ে ভীত॥
সখীগণ তেজি, চলু একশরী
হেরি সহচরীগণ যায়।

৫। মেহ—মেঘ। "খরতর" স্থলে "অবিরত"—গী, ক, ত।
৬। গেহ—গৃহ।
১২। দেহে বস্ত্র সম্বরণ করে না।
১৫। তমু—তবু। নহুঁ—না।

অদ্ভুত প্রেম তরঙ্গে তরঙ্গিত,
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥
চলিল কলাবতী, অতিশয় রসভরে,
পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ, এই অপরূপ নহ,
মনহি উজোরল কান॥

ধানশী।

সময় জানিয়া ভানুর বালা।
নিকসে যেমন চাঁদের মালা॥
পরিধান নীল পট্ট শাড়ী।
অঞ্চলে বাঁধয়ে নবকস্তূরী॥
চাঁচর চিকুরে বাঁধে কবরী।
শশী করে আলা চৌদিগে ঘেরি॥
সীঁথাতে শোভিত সোণার সীঁথি।
তাহাতে দুলিছে কনকমোতি॥
কপালে সিন্দূর চন্দন বিন্দু।
উদয় হইল অরুণ ইন্দু॥
নাসায় শোভিত সুন্দর বেশর।
মৃগমদ বিন্দু চিবুক উপর॥
কর্ণে শোভিত সোণার ফুলে।
মুখে মৃদু হাসি আধ যে বলে॥
কণ্ঠমালা কণ্ঠেতে ঘেরি।
নীলমণি হার কাঁচলী পরি॥

বাহু বন্ধ তাহে সোণার ঝাঁপা।
কি শোভা হয়েছে দেখ বিশাখা॥
নীলমণি চূড়ী ভুজের আগে।
রতন কাঞ্চন তাহার যুগে॥
রতন পহুঁচে তাহার পরে।
মাণিক অঙ্গুরি অঙ্গুলি পরে॥
ক্ষীণ কটি মাঝে রতন কিঙ্কিনী।
রাম রম্ভা জিনি উরুর বলনি॥
পদতলে কত চাঁদের ধটি।
তাহার উপরে সোণার পাটি॥
সোণার শিকলি তাহার পরে।
মরাল নূপুর বাজিছে জোরে॥
তাহার উপরে ঘুঘুর ঘন।
রতন চুটকি হইলা জ্ঞান॥ *

কেদার।

বৃষভানু নন্দিনী, রমণীর শিরোমণি,
নব নব রঙ্গিণী সঙ্গ।
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে, প্রাণ নাথের দরশনে,
রস ভরে ডগমগ অঙ্গ॥

---

* পদকল্পতরুতে যদুনন্দনের কিন্তু পদসমুদ্রে জ্ঞানদাসের ভণিতা আছে। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ও এই পদ জ্ঞানদাসের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৭। লীলাসমুদ্র গ্রন্থে "প্রাণনাথের" স্থলে "শ্যাম চান্দের" পাঠ আছে।

রাই রূপ লাবণ্যের সীমা।
না জানি কতেক নিধি, গড়িল কেমন বিধি,
ত্রিভুবনে নাহিক উপমা॥ ধ্রু।
নীলমণি চুড়ী হাতে, কনয়া কঙ্কন তাতে,
নীল বসন শোভে গায়।
নব যৌবন ভরে, গতি অতি মন্থরে,
হংস গমনে চলি যায়॥
জিনি কত কোটি শশী, মুখে মন্দ মৃদু হাসি,
পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী।
বেণী আগে সোণার ঝাঁপা, তার মাঝে কনক চাঁপা,
গোবিন্দের হৃদয় মোহিনী॥
ললিতা দক্ষিণ হাতে, বাম ভুজ দিয়া তাতে,
বৃন্দাবন ভূমি প্রবেশিলা।
রাই অঙ্গ কান্তি মালা, দশ দিগ কৈল আলা,
জ্ঞানদাস তাহাতে ভুলিলা॥

কেদার।

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥

৬। পাঠান্তর—"সোণার নূপুর পাতামল, রাঙ্গা পায়ে ঝলমল"—লী, স।
৮—৯—১০—১১। লীলাসমুদ্র।
১৩। পাঠান্তর—"প্রবেশিলা শ্রীবৃন্দাবনে"—ঐ।
১৫। বিভিন্নপাঠ—"জ্ঞানদাস আনন্দিত মনে"—ঐ।
১৬। পাঠান্তর—"শ্যাম সম্ভাষিতে"—হ, লি, পু।

সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুল মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
নাসায় বেশর দোলে মারুত হিলোল।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোল॥
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা।
প্রেম বিলাসিনী রাই কানু মন লোভা॥
ভালে সে সিন্দূর বিন্দু চন্দনের রেখা।
জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মূরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
নূপুরের রুণু ঝুনু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে আইল রাই পাড়া॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারি দিগে চায়।
মাধবী লতার তলে দেখে শ্যাম রায়॥
শ্যাম কোরে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥

২। বিভিন্ন পাঠ—"লবঙ্গ মালতী মালে গুঞ্জরে ভ্রমরী"—হ, লি, পু।
৪। পাঠান্তর—"অধরে মধুর হাসি আধ আধ বোল"—লী, স।
৫—৬—৭—৮। পদসমুদ্র।

কেদার।

ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল, নিভৃত নিকুঞ্জে,
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ ভোরি।
নয়ান নয়ান বাণে, আকুল দুহুঁ তনু,
ধনী লেই কোরে আগোরি॥
দেখ সখি রাধা মাধব প্রেম।
অধরে অধর মেলি, ঘন ঘন চুম্বই,
যৈছন দারিদ হেম॥ ধ্রু।
কুচ কর পরশনে, আকুল মাধব,
ভুজে ভুজে বন্ধন কেল।
থির বিজুরী জনু, জলদে ঝাপি রহু,
ঐছন অপরূপ ভেল॥
নারী পুরুখ দুহুঁ, লখই না পারই,
হেরইতে লোচন ভুল।
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দুহুঁ জন,
দুহুঁক প্রেম নাহি তুল॥

২। ভোরি—বিভোর।

বাসক সজ্জা।

ধানশী।

অপরূপ রাইক চরিত।

নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, ধনী সাজয়ে,

পুনঃ পুন উঠয়ে চকিত॥ ধ্রু।

কিশলয় শেজ বিছায়লি পুনঃপুন,

জ্বারত রতন প্রদীপ।

তাম্বুল কর্পূর, খপুরে পুন রাখয়ে,

বাসিত বারি সমীপ॥

মলয়ঁজ চন্দন, মৃগমদ কুঙ্কুম,

লেই পুন তেজই তাই।

সচকিত নয়নে, নেহারই দশ দিশ,

কাতরে সখী মুখ চাই॥

কিঙ্কিনী কঙ্কন, মণিময় আভরণ,

পহিরত তেজত তাই।

সখীগণ হেরি, কতহুঁ পরবোধয়ে,

জ্ঞানদাস কহ ধাই॥

বাসক সজ্জা লক্ষণ—

"প্রিয়র সহিত বিলাসের আশ করি। গৃহ শয্যা তাম্বুল স্নিগ্ধ বারি॥
চন্দনাদি মালা গন্ধ বসন ভূষণ। সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়র কারণ॥"

ভক্তমাল।

৫। জ্বারত—প্রজ্বলিত করে।

৬। খপুরে—ঘটে। ৭। সমীপ—নিকট।

বিপ্রলব্ধা।

ধানশী।

এ ঘোর রজনী, মেঘ গরজনী,
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া, রহিনু বসিয়া,
পথ পানে নিরখিয়া॥
সই কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইনু,
নব অনুরাগ ভরে॥
এ হেন রজনী, কেমনে গোঙাব,
বন্ধুর দরশন বিনে।
বিফল হইল, মোর মনোরথ,
প্রাণ করে উচাটনে॥
দহয়ে দামিনী, ঘন ঝনঝনি,
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
মিলবি বন্ধুর সনে॥

বিপ্রলব্ধা লক্ষণ—

"সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন। প্রিয় আগমন পথ করি নিরীক্ষণ॥
বৃক্ষের পত্রে পত্রে যদি শব্দ হয়। এই আইসে প্রিয় বলি উঠিয়া বৈঠয়॥
দূতী পাঠাইয়া দিলা প্রিয়র কারণে। ফিরিয়া আইলা দূতী ব্রজ হেন মানে॥
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়। * * * "—ভক্তমাল।

২। আওব—আসিবে।

খণ্ডিতা।

ললিত।

ভাল হৈল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ।
অব হাম বুঝল বিদগধ রাজ॥
নয়নকি কাজর অবরহি শোভা।
বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোভা॥
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ।
যতনে গোপত রহু যামিনী রঙ্গ॥
ক্ষণে ক্ষণে নয়ন মুদসি আধতারা।
কহইতে বচন বচন আধ হারা॥
যাবক অধিক উর পর লাগ।
অনুক্ষণ সো ধনী করু অনুরাগ॥
সুরঙ্গ সিন্দূর বিন্দু ললিত কপালে।
ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে॥
ভাবে পুলকিত তনু রহল সমাধি।
জ্ঞানদাস কহে উপজিল আগি॥

খণ্ডিতা লক্ষণ—

"অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক। আইসে অঙ্গেতে নখ চিহ্নাদি যাবক॥
দেখিয়া কুপিত মনে ভৎর্সনাদি করি। উপেক্ষা করয়ে খণ্ডিতাবনত নারী॥"

ভক্তমাল।

৫। ঝামর—মলিন। ৯। যাবক—আলতা।

ধানশী।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।)

সুন্দরি কাহে কহসি কটু বাণী।
তোহারি চরণ ধরি, শপতি করিয়ে কহি,
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি ॥ ধ্রু।
তুয়া আশোয়াসে, জাগি নিশি বঞ্চনু,
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ বিন্দু, অধরে কৈছে লাগ,
তাহে ভেল মলিন বয়ান ॥
তোহে বিমুখ দেখি, ঝুরয়ে যুগল আঁখি,
বিদরয়ে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে, মোহে উপেখবি
হাম কাহাঁ যাওব আর ॥
হামারি মরম তুহুঁ, ভাল রীতে জানসি,
তব কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে, দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে,
জ্ঞানদাস চিতে ভীত ॥

১। সুন্দরী কেন কটু কথা বলিতেছে।
১০। উপেখবি—উপেক্ষা করিবে।

মান।

—০—

তিরোতা। ধানশী।

স্বজনি না কর কানু পরসঙ্গ।
পানি না সেঁচহ দগধল অঙ্গ॥
ভালে হাম কলাবতী ভালে তুহুঁ দোতী।
ভালে মনমথ ভালে কানুক পিরীতি॥
ভাল জন বচন কয়লু হাম আন।
সো ফল ভুঞ্জহ ইহ পরিমাণ॥
পহিলহি কি কহব আরতি রাশি।
সুকপট প্রেমে সব পরিজনে হাসি॥
ভাল ভেল অলপে কয়ল সমাধান।
পূরবক পুণ্য ফলে পায়লু পরাণ॥
চন্দন তরু বলি বিখতরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল॥
মরম না জানি কয়লু অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয়া অভাগ॥

—

২। দগধল—দগ্ধ।   ৩। ভালে—ভাল।

৫—৬। পাঠান্তর—"ভাল জন বচন কয়লুঁ যত বাম।
সো ফল ভুঞ্জইতে ইহ পরিণাম॥"—লী, স এবং গী, ক, ত।

৯। "ভাল ভেল" স্থলে "ভালে ভালে"—লী, স। সমাধান—নিষ্পত্তি।

১১। বিখতরু—বিষতরু।

১৪। অভাগ—দুর্ভাগ্য।

তিরোতা ধানশী।

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈল শিখরে এক পাণি॥
অব বিপরীত ভেল সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল॥
না বোলহ স্বজনি না বোল আন।
কি ফল আছয়ে ভেটব কান॥ ধ্রু।
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার।
বিষঘট উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরী বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত প্রেম সুখ ইহ পরিণাম॥
তুহুঁ কিয়ে শঠিনি কপটে কহ মোয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয়॥

১। প্রথমে যেন চাঁদ হাতে আনিয়া দিল।

২। পর্ব্বতের উপরিভাগে যেন এক হাত বাড়াইয়া দিল।

৬। কানুর সহিত মিলিত হইয়া আর ফল কি।

৯। (কানুর) হৃদয় বজ্র সম কঠিন, তাহার বচন মধুর বটে।

১৩। পাঠান্তর—"তুহুঁ কিয়ে শঠ নিকপটে কহ মোয়"—পী, ক, ত।
"তুহুঁ কিনা জানহ কি বোলব তোয়"—লী, স।

কেদার।

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই।
করে ধরি দোতী মানায়ই তাই॥
রোখে চলই যব করে কর বারি।
চরণে পড়ল তব বাহু পসারি॥
তবহুঁ মলিনমুখী সুমুখী না ভেল।
হোই নৈরাশ তব সখী চলি গেল॥
একলি বনমাহা যাহাঁ বরকান।
আওল সখী তাঁহা বিরস বয়ান॥
কি কহব মাধব মানিনী মান।
জ্ঞানদাস তাহা কি কহিতে জান॥

কেদার।

স্বজনি তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত।
হিত অহিত, সবহুঁ হাম বুঝিয়ে,
আনে হোয়ত বিপরীত॥
লঘু উপকার, করয়ে যব সুজনক,
মানয়ে শৈল সমান।
অচল হিত, করয়ে মূরুখ জনে,
মানয়ে সরিষ প্রমাণ॥
কানুক রীত, ভীত মঝু চিতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণামে।

৩। বারি—নিবারণ করে।

ঐছন পিরীতিক, রস নাহি হোয়ত,
যৈছন কি রস মানে ॥
কি কহব রে সখি, কহি কহি দেখনু,
অতএ চাহি সমাধান।
যাকর যো গুণ, কবহুঁ না যাওত,
জ্ঞানদাস পরমাণ ॥

—

কেদার।

না মিলল সুন্দরী শুনি ভৈ ক্ষীণ।
রোয়ত মাধব অব নিশি দিন ॥
দোতীক কর ধরি করু পরিহার।
কহইতে নয়নে গলে জল ধার ॥
বাউরী সম কত করু পরলাপ।
শত গুণাধিক মনে মনসিজ তাপ ॥
রাধা রাধা ধরি আখর এক।
গদ গদ কণ্ঠ না হয় পরতেক ॥
মানিনী মান মানায়ব হাম।
কহি এত ধাবয়ে মানিনী ঠাম ॥
পুন ফেরি আওত সহচরী সাথ।
ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ ॥

১১। বাউরী—উন্মাদিনী। পরলাপ—প্রলাপ।
১৮। সোয়াথ—সোয়াস্তি।

কত পরবোধি কয়ল সখী থির ॥
জ্ঞানদাস হেরি ভেল অথির ॥

সুহই।

সহজহি শ্যাম, সুকোমল শীতল,
দিনকর কিরণে মিলায়।
সো তনু পরশ, পবন নব পরশিতে,
মলয়জ পঙ্ক শুকায় ॥
সজনি কতয়ে বুঝায়ব নীতি।
কানু কঠিন পথ করল আরোহণ,
গুণি গুণি তোহারি পিরীতি ॥
অনুখন দুনয়নে, নীর নাহি তেজই,
বিরহ অনলে দিয়া জারি।
পাবক পরশে, সরস দারু যৈছে,
এক দিশে নিকসই বারি ॥
সজল নলিনী দলে শেজ বিছায়ই,
শুতল অতি অবসাদে।
জ্ঞানদাস কহে, চামর ঢুলাইতে,
অধিক উপজি পরমাদে ॥

৬। মলয়জ—চন্দন।
১২। দারু—বৃক্ষ।
১৩। নিকসই—বহির্গত হয়।

সুহই।

করে কর মোড়ি, মিনতি করু মো সঞে,
চরণ কমল প্রণিপাত।
কোপে কমলমুখী, নয়নে না হেরসি,
অভিমানে অবনত মাথ॥
সুন্দরি ইথে কি মনোরথ পূর।
যাচিত রতন তেজি পুনঃ মঙ্গল,
সো মিলন অতি দূর॥
কোকিল নাদ শ্রবণে যব শুনবি,
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটি কুসুম শর, হিয়া পর বরিখব,
তব কৈছে ধরবি পরাণ॥
মঝু এত বচনে, তুয়া নহি আরতি,
হিত কহিতে কহ আন।
দারুণ দক্ষিণ পবন যব পরশব,
তবহিঁ ত দূর মান॥
গুণ শুন ছোড় দোষ, এক সোঙরসি,
নিকটহি কই না যাব।
দারুণ নয়ানে, আরতি তব ধাওল,
অব জ্ঞানদাস দুখ লাভ॥

৩। হেরসি—দেখিতেছে।

১০। বরিখব—বর্ষণ করিবে।

১৪। পরশব—স্পর্শ করিবে।

১৬। সোঙরসি—স্মরণ কর। ১৮। ধাওল—ধাইল।

সুহই।

মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।
নাহ নিকট পাই, যো জন বঞ্চয়ে,
তাকর বড়ই অভাগি॥
দিনকর বন্ধু কমল সবে জানয়ে,
জল তোহি জীবন হোয়।
পঙ্ক বিহীন তনু. ভানু শুখায়ত,
জলহি পচায়ত সোয়॥
নাহ সমীপে, সুখদ যত বৈভব,
অনুকূল হোয়ত যোই।
তা কর বিরহে, সকল সুখ সম্পদ,
ক্ষেণে দগধই সোই॥
তুহুঁ ধনি গুণবতী, বুঝি করহ রীতি,
পরিজন ঐছন ভাষ।
শুনইতে রাই, হৃদয়ে ভেল গদগদ,
অনুমত করল প্রকাশ।
জ্ঞানদাস কহে, সুন্দরী সুন্দর,
মিলহি কুঞ্জক মাঝ।
হের নয়ন মোর, সফল করতুঁ
যুগল পরমহি সাজ॥

২। নাহ—নাথ।

১৫। অনুমত—সম্মতি।

সুহই।

না বুঝলু অন্তর, কোপ নিরন্তর,
বচন না সঞ্চরে বয়ানে।
সহজই কমলিনী, ভেল মলিন অতি,
ধারা শত শত নয়নে॥
মাধব! রাধা বোধি না ভেল।
কত সমুঝাই, চরণে ধরি বোললু,
তবহুঁ উতর নাহি দেল॥ ধ্রু।
সঘন নিশাস, উদসল কুন্তল,
আকুল অতিশয় গোরী।
কনক মুকুর নিয়ড়ে জনু মরকত,
ঐছন ভেলি কত বেরি॥
তোহারি কেশ, কুসুম, জল, তাম্বুল,
ধরল মো রাইক আগে।
কোপে কমল মুখী, পালটি না হেরল,
মোহে হেরি রহল বিমুখে॥
এক কর মুঠি বান্ধি, মুখ মুদল,
মোহে কহল পরিণামে।
জ্ঞানদাস কহ, তুহুঁ ভালে সমুঝহ
নিরস না ভেল বয়ানে॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দরি আর কত সাধবি মান।
তোহারি অবধি করি, নিশি দিসি ঝুরি ঝুরি,
কানু ভেল বহুত নিদান॥
কি রসে ভুলায়লি, ভুলল নাগর,
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম কহই যদি পন্থিক,
শুনইতে আকুল পরাণ॥
যো হরি হরি করি তরিয়ে ভবার্ণব,
গোপসুত পদ অভিলাষে।
সো হরি সদত, তুয়া নাম জপই,
দারুণ মদন তরাসে॥
পুরুষ বধের হেতু, তুহারি অভিলাষ,
কে না শিখায়লি নীত।
জ্ঞানদাস কহে, তোহারি পিরীতি,
ভাবিতে আকুল কানুক চিত॥

সুহই।

শুন শুন সুন্দরী রাধে
কানু সঙে প্রেম করসি কাহে বাধে॥
অনুক্ষণ যো জন তুয়া গুণে ভোর।
তুহুঁ কৈছে তেজবি তা কর কোর॥

৬। পন্থিক—পথিক।

নিশি দিসি বয়ানে না বোলই আন।
আন জন বচনে না পাতয়ে কাণ ॥
তুহুঁ লাগি তেজল গুরুজন আশ।
কাহে লাগি তুহুঁ তাহে ভেলি উদাস ॥
ঐছন পুরুখ কতহুঁ নাহি দেখি।
আপন দিব তোহে হরি না উপেখি ॥
এ সব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ ॥
জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ।
ঐছন নায়কে না কর আবেশ ॥

বরাড়ী।

চলইতে চাহি, চরণ নাহি ধাবয়ে,
রহিতে নাহিক প্রীতি আশে।
আশ নৈরাশ, কছুই নাহি সমুঝিয়ে,
অন্তরে উপজে তরাসে ॥
স্বজনি বচন না বোলসি আধা।
তুহুঁ রসবতি, উহ রসিক শিরোমণি,
হঠ রস না করহ বাধা ॥ ধ্রু।

৪। পাঠান্তর—"কাহে লাগি হেলে করসি উদাস"—হ, লি. পু।
৫। "সুপুরুখ" পাঠ ও আছে।
৬। তোমার দিব্য তুমি হরিকে উপেক্ষা করিও না।
পাঠান্তর—"আপন দিব যো হরিকো উপেখি"—হ, লি, পু।
১১। ধাবয়ে—ধাবিত হয় : চলে।

প্রেম রতন জনু, কনক কলস পুন,
ভাগ্যে যো হোয় নিরমান।
মোতিম হার, বার শত টুটয়ে,
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম॥
হর কোপানলে, মদন দহন ভেল,
তুয়া উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান, কানু মুখ হেরহ,
জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ॥

কামোদ।

কত কত ভুবনে, আছয়ে কত নাগরী,
কে না করয়ে অভিলাষে।
যো পুরুখ রতন, যতনে নাহি পাইয়ে,
সো তুয়া দাসক আশে॥
সুন্দরি কহ কৈছে সাধবি মান।
রসময় রসিক, মুকুট বর নাগর,
চরণেহি সাধয়ে কান॥
কি তোর কঠিন মন, বুঝই না পারিয়ে,
গুরুতর কৌশল মোর।
লাখ লছমি যৈছে, চরণে লোটায়ই,
তাহে এত বিরকতি তোর॥
জীবন যৌবন, সফল না মানসি,
কানু হেন বিদগধ নাহ।

জ্ঞানদাস কহে, কতিহুঁ না শুনিয়ে
পিরীতি কহই নিরবাহ ॥

কামোদ।

গগণক চাঁদ হাতে ধরি দেয়লু,
কত সমুঝায়লু রীত।
যত কিছু কহিনু, সবহু ঐছন ভেল,
চিত পুতলী সম রীত ॥
মাধব বোধ না মানই রাই।
বুঝাইতে অবুঝ, অবুঝ করি মানই,
কতয়ে বুঝায়ব তাই ॥
তোহারি মধুর গুণ, কত পরথাপলু,
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন, বরিখে রজনী কর,
কমলিনী না সহে পরাণে ॥
যতনহি বহু, চরণ ধরি সাধলু,
রোখে চলল সখী পাশ।
সরস বিরস কিয়ে, তা কর সহচরী,
সো না বুঝল জ্ঞানদাস ॥

৪। "রীত" স্থলে "নীত" পাঠ—গী, ক, ত।
১০। পরথাপলু—প্রতিষ্ঠা করিলাম।
১২। রজনীকর—চন্দ্র।
১৪। পাঠান্তর—"যতনহি বাহু"—গী, ক, ত।

ভূপালী।

সখীগণ মেলি বহু বচন কেল।
মানিনী শুনি কছু উতর না দেল॥
কোপে কহয়ে শুন নাগর কান।
এতহুঁ করায়সি কাহে অপমান॥
কাহে তুহুঁ পুনঃপুন দগধসি মোয়।
যাহ চলি তুহুঁ যাহাঁ নিবসই সোয়॥
জ্ঞানদাস কহে শুন বিনোদিনি।
তুয়া লাগি মুগধ শ্যাম চিন্তামণি॥

ভূপালী।

রাইয়ের হৃদয় বুঝিয়া রীতি।
কহিতে আওলু যে বিপরীতি॥
কত পরকারে মিনতি করি।
সদয় নহিল চলহ হরি॥
তোমা আগে করি কহিব যে।
আপন কাণেতে শুনিবে সে॥
শুনিয়া গমন করল তাই।
জ্ঞান সঞে হরি মিললি রাই॥

ভাটিয়ারী।

সহচরী বচনহি, বিদগধ নাগর,
আকুল অথির পরাণ।

১৯। পাঠান্তর—"কয়ল রাই পাশহি"—লী, স।

তুরিতহিঁ গমন কয়ল যাহাঁ মানিনী,
ঢল ঢল সজল নয়ান॥
কহ সখি কৈছে মিটায়ব মান।
মোহে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণী,
হাম যৈছে উহ পরমাণ॥
তাহে বিনু নিশি দিশি, আন নাহি হেরিয়ে,
ও মুখ সতত ধেয়ান।
যো মধুর বোল, শ্রবণে মঝু লাগি রহু,
সো গুণ অহনিশি গান॥
এত কহি মাধব, মিলল রাই পাশে,
ঠারি রহল তাহাঁ যাই।
অবনত বয়নে, রহল অভিমানিনী,
জ্ঞানদাস মুখ চাই॥

বালাধানশী।

শুনি সখী বচন মনহি অনুমান।
নাগরী বেশ বনাওল কান॥
আগু পদ বাম, বাম গতি চাহনি,
বামে কুন্তল অনুপাম।
বাম ভুজে বসন ঢুলায়ত ঘন ঘন,
যৈছন পেখনু শ্যাম॥

১৫। "কুন্তল" স্থলে "কুণ্ডল"—পদামৃত সমুদ্র।
১৬। "ঢুলায়ত" স্থলে "উড়ায়ত"—ঐ।

পটঅম্বর পরি, অভিনব নাগরী,
ঐছনে কয়ল পয়ান।
চারু সীঁথোপরি, কাম সিন্দূর পরি,
লখই না পারই আন॥
এমন চতুর বর, কবহুঁ না পেখনু,
এ মহী মণ্ডল মাঝ।
মণিময় কঙ্কন, দুহুঁ ভুজে সাজল,
শঙ্খ শোভয়ে তছু মাঝ॥
পদতলে অরুণ, কিরণ মণি পেখনু,
তেঞি হোয়ত অনুমান।
জ্ঞানদাস কহে, রাইক মন্দিরে,
নাগর করল পয়ান॥

ভূপালী।

পহিলহি রাধা মাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকি নখ লেখই ধরণী॥
অঞ্চলে পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান॥
রস নবলেশ দেখায়লি গোরী।
পায়লি রতন পুনঃ লেয়লি ছোড়ি॥

১২। দুলহ—দুর্লভ।
১৪। বিলোকি—অবলোকন করিয়া।

বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
হাসি দরশই মুখ কাঁপই গোই।
বাদরে শশী জনু বেকত না হোই॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘটভরি পায়ল হেম॥
নব অনুরাগ বাঢ়ল প্রীতি আশ।
জ্ঞানদাস কহে গুরুয়া পিয়াস॥

সুহই।

অনুনয় করইতে, অব গতি না কর,
না বুঝিয়ে অন্তর তোর।
কুটিল নেহারি, গারী যব দেয়বি,
তবহিঁ ইন্দ্রপদ মোর॥
মানিনি অব কি করব দুরদিনে।
মনমথ গরল, গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল,
তোহারি পরশ রস বিনে॥ ধ্রু।
অনুগত জানি, পাণি পসারয়ে,
বিপদে বুঝিয়ে উপকার।
তব হাম জনম সফল করি মানিয়ে,
জগতে বহয়ে যশোভার॥

৩। গোই—গোপনে।
১১। গারী—গালী।
১৫। পাঠান্তর—"তুয়া পদ পরশন বিনে"—লী, স।

সময় জানি অব, কোপ নিবারহ,
বেরি এক কর অবধানে।
জ্ঞানদাস কহ, নিজ জন জানিয়া,
অতএ করবি সমাধানে॥

তিরোতা। ধানশী।

সুন্দরি উলটি নেহারহ নাহ।
চাঁদ অমিয়া বিনু, চকোর না জীয়য়ে,
জানি করহ নিরবাহ॥
কতয়ে কলাবতী, পশুপতি পদযুগ,
সেবই যাকর আশে।
সো বহু বল্লভ, তোহারি পরশ বিনু,
দগধল মদন হুতাশে॥
শ্যাম সুধাকর, নিকটহিঁ রোয়ত,
কুরুচিত কুমুদ বিকাশ।
অঞ্চল অন্তর, মান তিমির রহু,
লোচন পড়ল উপাস॥
সো সুখ সম্পদ, তুহুঁ বিনু সুন্দরি,
হাসি হাসি আপনে বোলাই।
জ্ঞানদাস কহ, অলপভাগি নহ,
দূতীক পরশ না পাই॥

৫। সুন্দরী তোমার নাথের দিকে ফিরিয়া চাহ।

ধানশী।

এ ধনি মানিনি কি বোলব তোয়।
তোহারি পিরীতি মোর জীবন রহয়॥ ধ্রু।
বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ।
তহি লাগি কেলি কদম্বে করি বাস॥
রজনী দিবস করি তুয়া গুণ গান।
তুয়া বিনে মনে মোর নাহি লয়ে আন॥
শয়ন করিয়ে যদি তোমা না পাইয়া।
স্বপনে থাকিয়ে তোমা তনু আলিঙ্গিয়া॥
তোমার অধর রস পানে মোর আশ।
করজ লিখিয়া লহ মুই তুয়া দাস॥
মনমথ কোটি মথন তুয়া মুখ।
তোমার বচন শুনি উঠে কত সুখ॥
জ্ঞানদাস কহ ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দেই কানুরে জীয়াও॥

ভাটিয়ারী।

রামা হে ক্ষেম অপরাধ মোর।
মদন বেদন, না যায় সহন,
শরণ লইনু তোর॥
ও চাঁদ মুখের, মধুর হাসনি,
সদাই মরমে জাগে।

১৪। পরশ—আলিঙ্গন।

১৫। রামা—সুন্দরী। ক্ষেম—ক্ষমা কর।

মুখতুলি যদি, ফিরিয়া না চাহ,
আমার শপথি লাগে ॥
তোমার অঙ্গের, পরশে আমার,
চিরজীবি হউ তনু।
জপ তপ তুহুঁ, সকলি আমার,
করের মোহন বেণু ॥
দেহ গেহ সার, সকলি আমার,
তুমি সে নয়ানের তারা।
আধ তিল আমি, তোমা না দেখিলে,
সব বাসি আন্ধিয়ারা ॥
এত পরিহারে, কহিয়ে তোমারে,
মনে না ভাবিহ আন।
করজ লিখিয়া, লেহয়ে আমার,
দাস করি অভিমান ॥
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি,
এ কোন ভাব যুকতি।
কানু সে কাতর, সদয় হইয়া,
কেনে না করহ প্রীতি ॥

শ্রীরাগ।

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনেরে পরাণে কেন মার ॥

১২। পাঠান্তর—"যদি মনে রাখ মান"—লী, স।
১৬। বিভিন্ন পাঠ—"করহ এ কোন যুকতি—ঐ।

যে চাঁদের সুধা দানে জগত জুড়াও।
সে চাঁদ বদনে কেনে আমারে পোড়াও॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে।
সোনা শতগুণ হৈয়া কাছে নাহি তোষে॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ॥

কেদার।

মানিনি! যামিনী ভেল অবসাদে।
তুয়া পদ কমল, বিমল বরদাতা,
কি দেখি না হয়ে পরসাদে॥ ধ্রু।
জনমে জনমে হাম, তুয়া আরাধন বিনু,
আন নাহিক অভিলাষে।
তুহুঁ মনে জানহ, হাম তুয়া কিঙ্কর,
তবহুঁ তেজ সহবাসে॥
রূপগুণ বিহি তুয়া নিরমাওল,
আন কি কহব তুয়া আগে।
নয়নক ওর, থোর না হেরসি,
এ মোহে কেমন অভাগে॥
অনুনয় বোলইতে, শ্রবণে না শুনসি,
লগইতে লাগু তরাস।
জ্ঞানদাস কহ, কৈছে বিছুরহ,
পূরব পিরীতিরস আশ॥

৭। অবসাদে—শেষ। ৯। পরসাদে—প্রসন্ন।

তুড়ি।

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম।
স্বপনে জপন মোর তোহারি ও নাম॥
শুন বিনোদিনি রসময়ী ধনি রাধা।
কবহুঁ করহ জনি ইহরস বাধা॥ ধ্রু।
অঙ্গুল আগ পরশ যব পাই।
সুখের সাগরে রহি ওর না যাই॥
লোচন ইঙ্গিত করু মোহে দান।
জ্ঞানদাস কহ অকারণ মান॥

শ্রীরাগ।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলী॥
পীতবন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
রাই কত পরখসি আর।
তুয়া আরাধনে মোর বিদিত সংসার॥ ধ্রু।
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥

৮। পাঠান্তর—"জ্ঞানদাস কহ রাই কানুক পরাণ"—লী, স।

১১। "পীতবন্ধন" স্থলে "পীত পিন্ধন—গী, র, ব।

১৩—১৪। লীলা সমুদ্র। পরখসি—পরীক্ষা করিতেছ।

১৬। পাঠান্তর—"পরশিতে সাধ করি তোমার পায়ের আঁগুলি—হ, লি, পু।

তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

বরাড়ী।

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কি ফল আছয়ে এত পরিহার॥
পাওল তুয়া সঞে প্রেমক মূল।
খোয়লু সরবস নিরমল কুল॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ॥
অলপে বুঝলু হাম তুয়াক চরিত।
নামহি যৈছে অন্তর সেই রীত॥

১। "মুখ" স্থলে "রূপ"—গী, ক, ত।

৩। আগুলি—অগ্রগণ্য; প্রধান।

৬। "মরম" স্থলে "কারণ"—গী, ক, ত,।

১০। খোয়ালু—হারাইলাম।

১২। কৈতব—ছল; কপট।

১৩। "চরিত" স্থলে "পিরীত" পাঠ আছে—লী, স এবং গী, ক, ত।

কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দিব।
আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নিব॥
জ্ঞানদাস কহে কর অবধান।
তুয়া নিজজন কাহে এত অপমান॥

কেদার।

কতহুঁ মিনতি করু কান।
মানিনী তেজল মান॥
ছল ছল লোচন লোর।
কানু কয়ল ধনী কোর॥
বুঝল হিয়া অভিলাষ।
নিধুবন রচই বিলাস॥
চুম্বন করইতে কান।
বঙ্কিম ঈষৎ বয়ান॥
কঞ্চুকে যব কর দেল।
মুকুল হৃদয়ে তব ভেল॥
নীবি পরশিতে কর কাঁপ।
নিরস কমলে অলি ঝাঁপ॥
ঐছে না পূরয়ে আশ।
নাগর গদ গদ ভাষ॥

১৩। কঞ্চুকে—কাঁচুলীতে।

১৪। গীত কল্পতরুতে "তব" পাঠ নাই "জনু" আছে।

ধনীক কষাইতে চিত।
সরস করয়ে প্রকটিত॥
পেশল মনহি অনঙ্গ।
জ্ঞান কহই ইহ রঙ্গ॥

কলহান্তরিতা।

বরাড়ী।

আঁচরে মুখ শশি, গোই ঘন রোয়সি,
কহইতে কহন না ফুর।
সো গিরিধর বর, অবনত চলল,
যবছে মিলল বহু দূর॥
সখিহে কোঐছন মতি কেল।
সো·কাতর অতি, তাহে তুহুঁ বিরকতি,
অতএ বিমুখ ভৈ গেল॥ ধ্রু।
নিজগণ বচন, শ্রবণে নাহি শুনলি,
না বুঝি কয়ল তুহুঁ রোখে।
সে সব বাণী, সাখী মোহে মিলল,
অতএ পাওসি অব দুখে॥
সো বহু বল্লভ, জগজন দুর্লভ,
তেজলি নিজ মন সাধে।
জ্ঞানদাস কহ, সখি তুহুঁ বিরমহ,
কাহে বাড়াওসি খেদে॥

১। আঁচরে—অঞ্চলে। গোই—গোপন করিয়া।
১০। সাখী—প্রত্যক্ষ।

প্রবাস।

সুহই।

আজু পরভাতে দেখিনু কার মুখ।
কোন্ নিদারুণ বিধি দিলে এত দুঃখ॥
কোন দুরাচার হেন ঘোষণা ঘুষিল।
কেমন বজর হিয়া পিয়া লইতে আইল॥
কাম পূর্ণ ঘট মুঞি ভাঙ্গিনু বাম পায়।
পদাঘাত কৈনু কোন ভুজঙ্গ মাথায়॥
না জানিয়া মুঞি কোন দেবেরে নিন্দিল।
কো মোর হিয়ার ধন লইতে আইল॥
এত কহি সুবদনী ভেল মূরছিত।
জ্ঞানদাস কহে সখি করয়ে সম্বিত॥

বরাড়ী।

বন্ধুরে কহিও মোর কথা।
অনলে পশিব যদি না আইসে এথা॥
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।
তো বিনু দগধে যেন দাবানলে বন॥
নহেত কহয়ে যেন এ দুঃখ এড়াই।
সোঙরিয়া চাঁদ মুখ তবে মরি যাই॥
জ্ঞান কহে এত দুঃখ না কর ভাবন।
নিচয়ে মিলব জান তোমার প্রাণধন॥

পূর্ব্ব বরাড়ী।

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল।
কহিও বন্ধুরে মোর এত পরমাদ॥
এক তিল যাহা বিনু যুগ শত মানি।
তাহে এতহুঁ দিন সহয়ে পরাণি॥
যদি না আইসে বন্ধু নিশ্চয় জানিয়।
মরিব অনলে পুড়ি তাহারে কহিয়॥
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
এছার জীবন আর ধরিতে নারিব।
এবার না আইসে পিয়া নিচয়ে মরিব॥
শুনিয়া রাধার এত বিরহ হুতাশ।
চলিলা ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস॥

গান্ধার।

পুন নাহি হেরব সো চান্দ বয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ॥
আর কত পিয়া গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হইল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥

১০। "আইসে" স্থলে "আইলে" পাঠ আছে—গী, ক, ত।

সো সুখ সম্পদ মোঁর কোথাকারে গেল।
পরাণ পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না যাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥

—

গান্ধার।

কানু রহল পরদেশ।
জলদ সময় পরবেশ॥
দামিনী দশ দিশ ধাব।
নিকরুণ কান্ত না আব॥
স্বজনি কাহে কহব দিন বঙ্ক।
জীবইতে ভেল অশঙ্ক॥
গগনে গরজে ঘন ঘোর।
শুনি উনমত চিত মোর॥
যব নিশি বাহিরে পয়ান।
শিকরে নিকলে পরাণ॥
দিনকর দিবস উপেখি।
অলিকুল কমলে না দেখি॥

১০। নিকরুণ—নির্দ্দয়।
১২। অশঙ্ক—আশঙ্কা।
১৪। উনমত—উন্মত্ত।

চাতক পিউ পিউ নাদ।
জ্ঞানদাস কহে ইহ পরমাদ॥

গান্ধার।

সখিহে বিরাট তনয় দেহ দান।
বায়স অজ রবে, তনু মোর জ্বর জ্বর,
কিয়ে ভেল পাপ পরাণ॥
বক্ত্র যার তিন দুন, তাহার বাহন পুনঃ,
তাহার ভক্ষের ভক্ষের নিজ সুতে।
বাণ দুন শির যার, পুরী নষ্ট কৈল তার,
হেন দুঃখ পিয়া দেল মোকে॥
সুরভি তনয় প্রভু, তাহার ভূষণ রিপু,
তাহার প্রভুর নিজ সুতে।
তাহার কটাক্ষ শরে, দহে মম কলেবরে,
বল সখি বাঁচিব কিমতে॥

৩। বিরাট তনয়—উত্তর। সখি উত্তর দাও।

৪। বায়স অজ রবে—কামে। বায়সের রব কা, এবং অজের মে।

৬-৭। আনন যার তিন দুন অর্থাৎ ষড়ানন, তাহার বাহন—ময়ূর, তাহার ভক্ষ—সর্প, তাহার ভক্ষ—পবন, তাহার পুত্র হনুমান।

৮। বাণ—পাঁচ দুন শির—দশানন।

১০-১১। সুরভি তনয়—বৃষ, তাহার পুত্র—মহাদেব, তাঁহার ভূষণ—সর্প, তাহার রিপু—গরুড় তাহার প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র কাম।

মুণি তিন গুণ করি, বেদে মিশাইয়া পূরি,
দেখ সখি একত্র করিয়া।
আমি কুলবতী রামা, বিধি মোরে হল বামা,
গরাসিব বাণ ঘুচাইয়া॥
জ্ঞানদাসেতে কয়, পিয়া মোর বশ নয়,
দেখ সখি আছে কোন দেশে।
যাহ দূতি ত্বরা করি, আন গিয়া শ্রীহরি,
চাতকিনী রহিল সেই আশে॥

গান্ধার।

পাঁচ পঞ্চ গুণ, সিন্ধু বিন্দু তাহে,
তিথি তথি হরণই কেল।
এতেক বচন বলি, মাধব গেয়ল,
পুন তিষ্ঠতি নাহি ভেল॥
সখি সো যদি বিছুরল মোহে।
ব্রজপতি বন্ধু নন্দন নন্দন তা সুত,
তা সুত হৃদয় মম দাহে॥

১-২। মুনি—সাত, তাহার তিন গুণ—একুশ, তাহার বেদ—চারি মিশাইয়া একত্র করিয়া দেখ—পঁচিশ।

৪। (পঁচিশের মধ্যে) বাণ—পাঁচ ঘুচাইয়া খাইব অর্থাৎ বিষ খাইব।

৯-১০। পাঁচ পঞ্চ গুণ—পঁচিশ, এবং সিন্ধু—সাত তাহাতে বিন্দু—সোত্তর একত্র অর্থাৎ পঁচানব্বই করিয়া তাহাতে তিথি অর্থাৎ পনের দিয়া হরণ করিল।

১১। এতেক—আসি।

১৪-১৫। ব্রজপতি বন্ধু—নন্দবন্ধু অর্থাৎ বসুদেব, তাহার নন্দন—শ্রীকৃষ্ণ, তাহার পুত্র—মদন, তাহার পুত্র—বজ্র।

ব্যাস সুত যেই জন, তা সুত মণ্ডলী,
পরিহর গঙ্গজ বিন্দ।
জ্ঞানদাস কহে, সো মঝু ভখিব,
যদি নাহি আওয়ে গোবিন্দ॥

গান্ধার।

মুড়াব মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ,
যদি সোই পিয়া নাহি আইল।
এ হেন যৌবন, পরশ রতন,
কাচের সমান ভেল॥
গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি,
বান্ধিব বসন দিয়া॥
আপন বন্ধুয়া, আনিব বান্ধিয়া,
কেবা রাখিবারে পারে।

১-২। ব্যাস পুত্র—ধৃতরাষ্ট্র, তাহার পুত্র মণ্ডলী অর্থাৎ দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্র একশতকে গঙ্গজ—অষ্টবসু, তাহাতে বিন্দু অর্থাৎ ৮০ দিয়া হরণ কর।

৩। সো—তাহা অর্থাৎ বিষ।

যদি রাখে কেউ, তেজিব এ জীউ,
নারী বধ দিব তারে॥
পুন ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে,
সে শ্যাম বন্ধুয়া হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে, ধরিব পরাণে,
তাই ভাবিতেছি চিতে॥
জ্ঞানদাসে কহে, বিনয় বচনে,
শুন বিনোদিনি রাধা।
মথুরা নগরে, যেতে মানা করি,
দারুণ কুলের বাধা॥

সুহই।

ফুটল কুসুম, নব কুঞ্জ কুটীর বন,
কোকিল পঞ্চম গাবইরে।
মলয়ানীল হিম শিখরে সিধারল,
পিয়া নিজ দেশ না আইব রে॥
অনিমিখ নিকট, নাহ মুখ নিরখিতে,
তিরপিত নহি এ নয়ান।
এ সব সময়, সহয়ে এত শঙ্কট,
অবলা কঠিন পরাণ॥
চন্দন চাঁদ, অধিক উতপাতই,
উপবন অলি উতরোল।
সময় বসন্ত, কান্ত দূর দেশ,
জানলু বিহি প্রতিকূল॥

দিনে দিনে খিন তনু, হিমে কমলিনী জনু,
না জানি কি হয় পরজন্ত।
জ্ঞানদাস কহ, কো সমুঝায়ব,
শ্যামর নিকরুণ অন্ত॥

ধানশী।

পিয়া পরদেশে বেশ গেল দূর।
হাস রভস সবহুঁ ভেল চূর॥
মৃগমদ চন্দন লেপন বিখ।
মন্দ পবন জনু আনল শিখ॥
এ সখি এ সখি দুরদিন লাগি।
হাত রতন খসে কোন অভাগী॥
হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ।
নলিনী বিছায়ত কণ্টক শেজ॥
সব বিপরীত ইহ সময় বসন্ত।
মনমথ পিশুন কয়ল জীউ অন্ত॥

২। পরজন্ত—পর্য্যন্ত।
৫। "পিয়া" স্থলে "হরি"—হ, লি, পু।
৬। রভস—হর্ষ। চূর—চূর্ণ।
৭। বিখ—বিষ।
৮। আনল শিখ—আগুনের শিখা।
১০। "হাত" স্থলে "হার" পাঠ আছে—প, ক, ত।
১১। উগ—উগ্র।
১৪। পিশুন—ক্রূর।

রতন হার ভেল গুরুতর ভার।
দিনে দিনে দেহ লেহ অনুসার॥
বিহি সে করল মোরে হাহা সার।
জ্ঞানদাস কহে অতি অবিচার॥

বালা ধানশী।

কানুক ঐছে দশা, শুনি বিরহিণী
বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি ক্ষিতিতলে মূরুছলি
সখীগণ দ্বিগুণ বিষাদ॥
এক সখী তুরিতহিঁ, কোরে আগোরল,
কহতহিঁ আগোরত কান।
শুনইতে ঐছন, বচন রসায়ণ,
পাওল জীবন দান॥
চেতন পাই হেরই পুন দশদিশ,
অতি উৎকণ্ঠিত হোই।
কাহাঁ মঝু প্রাণনাথ কহি ফুকারয়ে
অবহুঁ না আওল সোই॥
রোয়ত হসত, খসত মণি যোজত
পন্থহি নয়ন পসারি।
সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে,
মথুরা নগর সিধারি॥

১০। পাঠান্তর—"কহতহিঁ আওত কান"—লী, স।

তিরোতা।

শৈশব সময় পহুঁ গেলা।
যৌবন জনম অব ভেলা॥
আর নাহি করল উদেশ।
কি কহব কাহিনী বিশেষ॥
স্বজনি দুরগহ করু অবগাহে।
বিছুরত গোকুল নাহে॥
বাঢ়ল বিরহ বেয়াধি।
মনমথ পরম বিরোধী॥
মন্দিরে একলা পরাণে।
কত চিতে করি অনুমানে॥
দিনে দিনে তনু অবরোধে।
কা দেই করব সম্বাদে॥
জ্ঞানদাস চিতে অনুমান।
দোতী অব করব পয়ান॥

শ্রীগান্ধার।

গগন ভরল, নব বারিদহে,
বরখা নব নব ভেল।

২। পাঠান্তর—"যৌবন সময় অবভেলা"—গী, ক, ত।

৬। নাহে—নাথে।

৮। "বিরোধী" স্থলে "বিবাদী"—গী, ক, ত।

১৪। "দোতী" স্থলে "তনু"—ঐ।

১৫। নব বারিদ—নূতন মেঘ। ১৬। বরখা—বর্ষা।

বাদর দর দর, ডাকে ডাহুকি সব,
শবদে পরাণ হরি নেল ॥
চাতক চকিত, নিকট ঘন ডাকই,
মদন বিজয়ী পিকরাব।
মাস আষাঢ়, গাঢ় বড় বিরহ,
বরখা কেমনে গোঙাব ॥
সরসিজ বিনু সে, শোভ না পাবই,
ভ্রমরা বিনু শূণ দেহা।
হাম কমলিনী, কান্ত দেশান্তর,
কত না সহব দুখ দেহা ॥
সঞ্চরু সঘন সৌদামিনী,
বিরহিনী বিন্ধিল জান।
মাস শাওনে, আশ নাহি জীবনে,
বরিখয়ে জল অনিবার ॥
নিশি আন্ধিয়ার, অপার ঘোরতর,
ডাহুকি কল কল ভাখ।
বিরহিণী হৃদয়, বিদারণ ঘন ঘন,
শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক ॥
উনমতি শকতি, আরোপয়ে নিতি নিতি,
মনমথ সাধন লাগি।
ভাদর দর দর, দেহ দোলন,
মন্দিরে একলি অভাগী ॥

১২। জান—জীবন।

উলসিত কুন্দ, কুমুদ পরকাশিত,
নিরমল শশধর কাঁতি।
ঘরে ঘরে নগরে, নগরে সব রঙ্গিণী,
নাহি জানে ইহ দিন রাতি॥
চিরপরবাসি, যতহুঁ পরদেশী,
সব পুন নিজ ঘরে গেল।
মাস আশিন, খিন ভেল দেহা,
জ্ঞান কহে দুখ কোনহিঁ দেল॥

গান্ধার।

কানু কুশলে পরদেশ সিধায়ল
লাগল মনমথ বাদে।
নয়নক লোরে, লহরি দিঠি বাদর,
কি কহব হৃদয় বিষাদে॥
সখিহে পরাণ ভেল উপহাস।
আশা পাশ, পাপ মন বান্ধল,
জীবন মরণক আশ॥
এত দিনে অমিয়া, সরোবরে আছিনু,
চিন্তামণি ছিল অঙ্কে।
চন্দন পবন, হুতাশন হিমকর,
বিষধর বিলসে কলঙ্কে॥
কেশ কুসুমে ধরি, সম্বরি না বান্ধই,
না করব সুন্দর শিঙ্গার।

নাহ বিহিনী, সব দাহক মানিয়ে,
জ্ঞানদাস কহল উপচার ॥

শ্রীরাগ।

হিম শিশিরে রিপু মদন দুরন্ত।
দ্বিগুণ তাপায়ল ঋতু বসন্ত ॥
শিরস দিবসপতি কিরণ বিথার।
ঝামর ভেল তনু গল অনিবার ॥
শত গুণ ভেল ইথে কেবল নিদান।
ঐছন বরিষায় রহল পরাণ ॥
হেরি সহচরী কছু ভেল আশোয়াস।
শরদ চাঁদ হেরি ভেল নৈরাশ ॥
রোয়ত সখীগণ কিয়ে দিন রাতি।
জ্ঞানদাস হেরি বিদরয়ে ছাতি ॥

আড়ানি।

সোণার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ ॥
গলয়ে সঘনে লোর।
মূরছে সখীক কোর ॥

৫। শিরস—মস্তকের উপরিস্থিত। দিবসপতি—সূর্য্য। বিথার—বিস্তার।
৬। ঝামর—মলিন।
১২। ছাতি—বুক।
১৪। পাণ্ডুর—পাণ্ডুবর্ণ।

দারুণ বিরহ জ্বরে।
সো ধনী গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ।
কহয়ে জ্ঞানদাস॥

গান্ধার।

যোই নিকুঞ্জে, রাই পরলাপয়ে,
সোই নিকুঞ্জ সমাজ।
সুমধুর গঞ্জনে, সব মন রঞ্জনে,
মিলল মধুকর রাজ॥
রাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত,
হেরইতে বিরহিনী রাই।
সখী অবলম্বনে, সচকিত লোচনে,
বৈঠল চেতন পাই॥
অলিহে না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ, বরণ গুণ যৈছন,
ঐছন সবহুঁ তোহারি॥
পুর রঙ্গিণী কুচ কুঙ্কুম রঞ্জিত,
কানু কণ্ঠে বনমাল।
তা কর শেষ বদনে তুয়া লাগল,
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল॥

৮। পাঠান্তর—"আয়ল মধুকররাজ"—লী, স।

সুহই।

ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখে নাহি লাজ।

যাও তুমি মধুপুরী, যথা নিদারুণ হরি,

আমার মন্দিরে কিবা কাজ॥ ধ্রু।

ব্রজবাসীগণ দেখি, নিবারিতে নারি আঁখি,

তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।

বিরহ অনল একে, তনু ক্ষীণ শ্যাম শোকে,

নিভান আগুনি দিলা জ্বালি॥

মথুরায় কর বাস, থাকহ শ্যামের পাশ,

চূড়ার ফুলের মধু খাও।

সেথা ছাড়ি এথা কেনে, দুঃখ দিতে মোর প্রাণে,

মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও॥

সে সুখ সম্পদ মোর, তুমি জান মধুকর,

এবে সে আমার দুঃখ দেখ।

কহিও কানুর ঠাম, ইহ বিরহিণী নাম,

জ্ঞানদাস কহে না উপেখ॥

মাথুর।

বালাধানশী।

শুন শুন নিরদয় কান।
তুহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ॥
সো ধনী বিরহ বিষাদে।
খোয়ল কুল মরিযাদে॥
জীবন তনু ছিল শেষ।
সোই রহত অবশেষ॥
তাকর নাহিক আশ।
অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ॥
খেনে মূরছিত খেনে হাস।
খেনে তনি গদগদ ভাষ॥
উঠিতে শকতি নাহি তার।
জীবন মানয়ে ভার॥
চৌদশী চাঁদ সমান।
মলিনতা ধরল বয়ান॥
ভুতলে শুতলি তায়।
সহচরী করু কি উপায়॥
জ্ঞানদাস কহ রোয়।
তিরি বধ লাগব তোয়॥

৪। মরিযাদে—মর্য্যাদা।

১৮। পাঠান্তর—"তারি বধ লাগয়ে তোয়"—প, ক, ত

সুহই। সুহিনী।

শুনহে বিকরুণ কান।
তুয়া রাই ভেল নিদান॥
যব পরশে সরসিজ শেয।
তব চমকে জনু জীউ তেজ॥
তাহে শরদ যামিনী কান্ত।
হেরি জীবন তেজব নিতান্ত॥
যব রোয়ত সহচরী মেলি।
তব রচিয়া পূরবক কেলি॥
যব হেট করি রহু শির।
তব সবহুঁ স্তবধ শরীর॥
যব তাপ উপজয়ে অঙ্গ।
তব যৈছে দহন তরঙ্গ॥
যব সঘন কাঁপয়ে দেহ।
তব ধরিতে নারয়ে কেহ॥
যব তেজই দীঘল নিশ্বাস।
তব দূরে রহু জ্ঞানদাস॥

শ্রীগান্ধার।

আঘন মাসে, আশ বহু আছিল,
মিলব করি অনুমানি।
সো সব মনোরথ দূরহি দূরে রহ,
জীবইতে সংশয় জানি॥

শুন শুন নিরদয় কান।
ইহ দুখ শুনি তুয়া চিত না দরবয়ে,
কৈছন হৃদয় পাষাণ॥ ধ্রু।
পৌর রমণীগণ, বহু গুণ জানত,
তাহে বুঝি বারণ চিত।
রসময় সদয় হৃদয় গুণ বিছুরলি,
ভুললি সো হেন পিরীত॥
আগমন সময়ে, যতেক আশোয়াসলি,
সো কছু আছয়ে চিত?
শুনইতে তোহারি, নিঠুরপণ গুণগণ,
জ্ঞানদাস চিত ভীত॥

বালা ধানশী।

মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি, দিবস গোঙাইতে,
জীবন ভেল অতি ভার॥
পন্থ নেহারিতে, নয়ন আন্ধাওল,
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেল,
বরিখে বরিখ কত ভেল॥

৮। আশোয়াসলি—আশ্বাস দিয়াছিলে।
১০। নিঠুর পণ—নিষ্ঠুরপণা।

আওব করি করি, কত পরবোধব,
অব জীউ ধরই না পার।
জীবন মরণ, অচেতন চেতন,
নিতি নিতি ভেল তনু ভার॥
চপল চরিত তুয়া, চপল বচনে আর,
কতই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব, জনম গোঙায়ব,
তব কি করব জ্ঞানদাস॥

বরাড়ী।

রূপে গুণে কৌশলে কুলবতী নারী।
কাঞ্চন কাঁতি বরণ ভেল কারি॥
বুঝয়ে না পারিয়ে বয়নক বোল।
কণ্ঠ গতাগতি জীবন হিল্লোল॥
এ হরি এ হরি জগ ভরি লাজ।
তোহে না বুঝিয়ে ঐছন কাজ॥ ধ্রু।
কেহু কেহু রাইক কোরে আগোর।
কেহু জল দেই কেহু চামর ডোর॥
কত পরবোধব মরম না জানি।
লিখন লিখয়ে যৈছে পানিক পানী॥

১০। কাঁতি—কান্তি। কারি—কাল।

আর কত কত ধনী অবিরত রোই।
অনুগত বিরত ধরম নাহি হোই॥
যব তনু তেজব তুয়া গুণ লাগি।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধ ভাগী॥

সুহই।

আজু পরভাতে, কাঁক কলকলি,
আহার বাটিয়া খায়।
বন্ধুর আসিবার, নাম সুধাইতে,
উড়িয়া বৈসয়ে তায়॥
সখিহে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব, মন্দির আওব,
কপালে কহিয়া গেল॥
সুচারু বদন, দেখিনু স্বপন,
গিরির উপরে শশি।
মালতীর মালা, দধির ডালা,
নিকটে মিলল আসি॥
গণক আনিয়া, পুনঃ গুণাইনু,
সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে, যতেক গণিল,
সুখের নাহিক ওরে॥
মোরে একাদশ, গৃহে বৈসে পাঁচ,
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।

ভৃগু ভানু স্থত, দ্বিতীয়ে বৈসয়ে,
প্রভাতে শিখি বিচারু ॥
দেয়াসিনী আনি, দেব আরাধিনু,
পড়িল মাথার ফুল।
বন্ধুর নামেতে, আগ তুলাইনু,
কোলে মিলাওল কূল ॥
কুল পুরোহিত, আশীস করিল,
স্থপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন, সব দূরে গেল,
কহই সে জ্ঞানদাসে ॥

ধানশী।

আজু অবধি দিন ভেলা।
কাক নিকটে কহি গেলা ॥
আজুক প্রাত সময়ে।
বাম বাহু নয়ান কাঁপয়ে ॥
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ।
পুলকে পূরয়ে সব অঙ্গ ॥
অনুখন হৃদয় উলাস।
পূরল পথিক পরবাস ॥
বাম নয়ন করু ফন্দ।
সঘনে খসয়ে নীবিবন্ধ ॥

১৭-১৮। পদামৃত সমুদ্র।
২০। পাঠান্তর—"খসত কবরী নীবিবন্ধ"—ঐ।

করিবে পিরীতি যত।
জ্ঞান তা কহিবে কত॥

ধানশী।

বন্ধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
মিলব আমার পাশে।
তুরিতে দেখিয়া, চকিত উঠিয়া,
বদন ঝাঁপিব বাসে॥
তা দেখি নাগর, রসের সাগর,
আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি, গদ গদ করি,
কহিবে বচন থোর॥
তবহি মিলন, দেখিয়া বদন,
হইয়া নাগর ভোরে।
আঁখি ছলছলে, গর গর বোলে,
কত না সাধিবে মোরে॥
সময় জানিয়া, থির মানিয়া,
পূরাব মনের আশ।
এ সকল বাণী, ফলিবে এখনি,
কহে কবি জ্ঞানদাস॥ *

৬। ঝাঁপিব—ঢাকিব।

৮। আঁচরে—অঞ্চলে।

* পদকল্পতরুতে অনন্তদাসের ভণিতা আছে।

ভাব সম্মিলন।

তুড়ি।

পহিলহি অঞ্চল পরশিতে কান।
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান॥
রস নব লেশ দেখায়লি গোরী।
পায়ল রতন কমল ধনী চোরি॥
অনুনয় বোলইতে অবনত বয়নী।
চাতক চমকিত নখে লিখে ধরণী॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘরে বিহি বরিখয়ে হেম॥
রাইক অঙ্গুলি পহিলহি মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
মনমথ ভরমে বাঢ়ল প্রীতি আশ।
জ্ঞানদাস কহে অধিক প্রয়াস॥

কামোদ।

হেদে হে কিশোরী গোরি, তাহে পরিহার করি,
শুনি কিছু কর অবধান।
ও চাঁদ মুখের হাসি, হৃদয়ে রহল পশি,
বৈদগধি বধহ পরাণ॥

রাই তোমার বৈদগতা, কি কহব তার কথা,
কহিতে উথলে হিয়া মোর।
না দেখিয়া তোমারে, পরাণ কেমন করে,
তোমার গুণের নাহি ওর॥
যে জন প্রণত হয়, তাহারে তেজিতে নয়,
মনে বিচারহ এই কথা।
তুমি যে কহাও বাণী, তাহাই কহিয়ে আমি,
নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্বথা॥
যে পণ করহ তুমি, সেই পণ দিব আমি,
তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
জ্ঞানদাস কয়, দুহুঁ তনু এক হয়,
পরাণে পরাণে বান্ধা থুইহ॥

শ্রীরাগ।

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া।
চির দিন পরে, পাইয়াছি লাগ,
আর না দিব ছাড়িয়া॥ ধ্রু।
তোমায় আমায়, একই পরাণ,
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে, বাহির হইয়া,
কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার, মরমের দুখ
সকল করিনু ভোগ।

২০। পাঠান্তর—"করমের দুখ"—গী, ক, ত,।

আর না করিব, আঁখির আড়,
রহিব একই যোগ॥
খাইতে শুইতে, তিলেক পলকে,
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি, খেয়াতি হৈয়াছে,
আর কি কাহাকে ডর॥
এতহুঁ কহিতে, বিভোর হইয়া,
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে, রসিক নাগর,
ভাসিল নয়ান লোরে॥

ধানশী।

বঁধুহে আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিয়া, যেখানে পরাণ,
সেখানে তোমারে থোব॥
ও চাঁদ বদন, সদা নিরখিব,
সুখ না চাহিব আর।
তোমা হেন নিধি, মিলাওল বিধি,
পূরিল মনের সাধ॥
প্রেম ডোর দিয়া, রাখিব বান্ধিয়া,
দুখানি চরণারবিন্দ।

১০। লোরে—জলে।

১২। পাঠান্তর—"হিয়ার মাঝারে"—হ, লি, পু।

কেবা নিতে পারে, কাহার শকতি,
পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ॥
হিয়ার মাঝারে, সাধ যে করি,
রাখিতে নাহিক ঠাঞি।
অবলা পরাণে, হারাঙ হারাঙ বাসি,
খুঁজিয়া পাইতে নাই॥
অনেক যতনে, পাইলাম রতন,
রাখিতে নারিলাম কোলে।
তাহে পাপ চিত, বিধি বিড়ম্বিল,
জ্ঞানদাস ইহা বলে॥

—

সুহই।

বঁধু তোমার গরবে, গরবিনী আমি,
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি, ও দুটী চরণ,
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে, অনেক জনা,
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
প্রিয়তম করি মানি॥

১। বিভিন্ন পাঠ—"আমার বন্ধুয়া"—লী, স।
৫—৬। পাঠান্তর—"হারাইলে পুন, অলপ পরাণ, চাহিয়া পাইতে নাই।"—ঐ।
হারাঙ—হারাই।

নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ,
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয়, তোমারি পিরীতি,
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥

কেদার।

ওহে নাথ কি দিব তোমারে। ধ্রু।
কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহ ধনি এই সবে সার॥

ধানশী।

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর ধারী॥

তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বৈনু আমি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান ॥ *

---

* পদকল্পতরুতে শেখরের ভণিতা আছে।

যুগল রূপ।

সখি হের দেখ আসিয়া।
ধরণী উপরে, এ চারু পঙ্কজ,
নয়নে দেখ চাহিয়া॥
পঙ্কজ উপরে, বিংশ শশধর,
চাঁদের উপরে গজ।
এ চারু গজের, উপরে শোভিত,
যুগল কেশরী রাজ॥
কেশরী উপরে, এ দুই সায়র,
সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে, এই দুই তমাল,
চারি শাখা আছে ধরি॥

শ্রীহট্ট মৈনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ—

৪। পদ্মের উপরে বিশ চন্দ্র অর্থাৎ পাদ পদ্মের উপর বিশ নখচন্দ্র।
(শ্রীকৃষ্ণের পদে ১০ নখ এবং শ্রীরাধার ১০)।

৫। গজ অর্থাৎ গজের শুণ্ডের ন্যায় উরু।

৭। কেশরীর উপমা কটি দেশ।

৮। সায়র—উদর।

৯। গিরি—কুচযুগ। তমাল—ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল দেহ।

১১। চারি শাখা—চারি বাহু।

১৩। নবঘন—শ্রীকৃষ্ণ।

তাহে আছে সখি, একটি তমাল,
নব ঘন সম দেখি।
একটী তমাল, সোণার বরণ,
শুনলো মরম সখি॥
তাহে ফলিয়াছে, অরুণ বরণ,
এ চারি উত্তম ফল।
ফলের ভিতর, ফুল ফুটিয়াছে,
নাহি তার শাখা দল॥
তা পর এ দুই, কীরের বসতি,
তা পর চকোর চারি।
তা পর এ দুই, চাঁদের বসতি,
পিবইতে ইহ বারি॥
তাপর দেখহ, বিধু সে অরুণ,
তাপর ময়ূর অহি।
জ্ঞানদাস কহে, মরমক বাত,
একথা জানে না কহি॥

১। সোণার বরণ—শ্রীরাধিকা।
৪। চারি ফল—চারি ওষ্ঠ (যাহা অরুণ বর্ণ হইয়াছে)।
৫। ফুল—হাসি।
৭। কীর—শুক পক্ষীর ওষ্ঠের ন্যায় নাসিকা।
৮। চকোর—নয়ন।
৯। চাঁদ—ললাট।
১১। বিধু সে অরুণ—চন্দন ও সিন্দূর ফোঁটা।
১২। ময়ূর—চূড়া। অহি—স্বর্পের ন্যায় বেণী।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

সিন্ধুড়া।

কনয় কিশোর, বয়স অতি রসময়,
কিয়ে নব কুসুম ধনু।
লাবণ্য সার কিয়ে, সুধা নিরমিত,
গৌর সুললিত তনু ॥
সাধ করি হেন গোরাগুণ শুনি।
শ্রবণ পরশে, সরস রস তনু,
অন্তরে জুড়ায় পরাণী ॥ ধ্রু।
কনক নীপ ফুল, পুলক সমতুল,
স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে।
বিভোর প্রেমভরে, অন্তর গর গর,
উজোর মরমের সুখে ॥
অরুণ নয়নে, করুণ নিরমিত,
সঘনে বলে হরি বোল।
জ্ঞানদাস কহে, পহুঁর পদভরে,
অবনী আনন্দে হিলোল ॥

১। কনয়—কনক।
১১। উজোর—উজ্জ্বল।
১৪। পহুঁর—প্রভুর।

গৌরী।

কাঞ্চন কিরণ, গৌর তনু মোহন,
প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে।
করিবর সুবলিত, আজানু লম্বিত,
ভুজ যুগ শোভিত পুলক ভরে॥
জয় শচী নন্দন গৌরাঙ্গ নাম।
জয় জগতারণ কারণ ধাম॥ ধ্রু।
হরি গুণ কীর্ত্তন, প্রকট অনুক্ষণ,
নাহি পরাভব ভরে।
শিব শুক নারদ, ব্যাস বিশারদ,
অনুক্ষণ রঙ্গে সঙ্গে ফিরে॥
চুয়া চন্দন, অঙ্গে বিলেপন,
রূপ সুধাকর মোহ করে।
জ্ঞানদাস কহে, গৌর কৃপাময়ে,
হেরইতে কোন জীব দেহ ধরে॥

ভূপালী।

সুরধুনী তীরে নব ভাণ্ডীর তলে।
বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণ মেলে॥
রজনী কৌমুদী আর হিম ঋতু তায়।
হিম সহ পবন বহয়ে মৃদু বায়॥

৭। প্রকট—ব্যক্ত।
১৭। কৌমুদী—জ্যোৎস্না।

তাহি রচয়ে পহুঁ ললিত শয়নে।
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ানে॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়ে উঠয়ে।
বাসক সজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে॥

বিভাষ।

অপরূপ গোরাচান্দে।
বিভোর হৈয়া, রাধার প্রেমে,
তার গুণ কহি কান্দে॥
নয়নে গলয়ে, প্রেমের ধারা,
পুলকে পূরল অঙ্গ।
খেনে গরজয়ে, খেনে সে কাঁপয়ে,
উথলে ভাব তরঙ্গ॥
পারিষদগণে, কহয়ে যতনে,
রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরাঙ্গ নাগর,
যে লাগি আইলা এথা॥

সুহই।

সহচর অঙ্গে গৌর অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মূরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়॥

কোথায় পরাণ নাথ বলি খেনে কান্দে।
পূরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥

বরাড়ী।

কি কহব শত শত তুয়া অবতার।
একেলা গৌরাঙ্গ চাঁদ জীবন হামার॥ ধ্রু।
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারি।
শিব শুক নারদ জনা দুই চারি॥
সেতু বন্ধ কৈলে তুমি রাম অবতারে।
এবে সে অলপ তোমার আশ এ সংসারে॥
কলিযুগে করিলে কীর্ত্তন সেতু বন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু কুড় অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ কিবা গুণে নারী।
গোরা গুণে মাতল ভুবন দশ চারি॥
না জানি এ জপ তপ এ বেদ বিচার।
জ্ঞানদাস কহে গৌর পদ সার॥

মঙ্গল।

সহজে কাঞ্চন গোরা চাঁদ।
হেরইতে জগজন লোচন ফাঁদ॥

৪। নিছনি—বালাই।

তাহে কত ভাব প্রকাশ।
কে বুঝিয়ে কি রস বিলাস॥
কি কহব পহুঁক চরিত।
রোদইতে উদয় পিরীত॥
পুলকই প্রেম অঙ্কুর।
প্রতি অঙ্গে সুখ ভরিপূর॥
মেঘ জিনি ঘন গরজন।
সঘনে প্রেম বরিষণ॥
পুলক বলিত সব তনু।
কেশর কদম্ব ফুল জনু॥
করুণায় কান্দে সব দেশ।
জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ॥

গান্ধার।

কি লাগি গৌর মোর।
নিজ রসে ভেল ভোর॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পূরুব দুখ॥
বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা।
নিজ রসে ভেল ভোরা॥

ধানশী ।

সোণার গৌর চাঁদে।
উরে কর ধরি, ফুকরি ফুকরি,
হা নাথ বলিয়া কান্দে॥
গদাধর মুখে, ছল ছল আঁখে,
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর,
থির নয়নে নেহারি॥
বিরহ আনলে, দহয়ে অন্তর,
ভস্ম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করিব, কোথা বা যাইব,
কিছু না বোলয়ে কেহ॥
কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ,
কিসে হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে, রাধার পিরীতে,
সতত সে রসে ভোরা॥

ধানশী ।

হেম বরণ বর, সুন্দর বিগ্রহ,
সুরতরু বর পরকাশ।
পুলক পত্র নব, প্রেম পক্ব ফল,
কুসুম মন্দ মৃদুহাস॥ ধ্রু।

২। উরে—বুকে। ৪। গদাধর—শ্রীগৌরাঙ্গের পারিষদ।
৬। তিতি—ভিজিয়া।

নাচত গৌর, মনোহর অদ্ভুত,
রাজিত সুরধুনী ধার।
ত্রিজগত লোক, ওক ভরি পাওল,
ভকতি রতন মণিহার॥
ভাব বিভব ময়, রস রূপ অনুভব,
সুবলিত সুখময় অঙ্গ।
দ্বিরদ মত্ত গতি, অতি সুমনোহর,
মুরছিত লাখ অনঙ্গ॥
ধনি ক্ষিতি মণ্ডল, ধনি নদীয়াপুর,
ধনি ধনি ইহ কলিকাল।
ধনি অবতার, ধনিরে ধনি কীর্ত্তন,
জ্ঞানদাস নহ পার॥

৭। দ্বিরদ—হস্তী।
৯। ধনি—ধন্য।

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

গান্ধার।

পট্টবসন পরে মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল করে অঙ্গ নানা আভরণে॥
পিঠে পাটথোপা তাহে শোভে হেম ঝাঁপা।
কলি-কল্মষ-রাশি নাশি করে কৃপা॥
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় গৌর বোলায়॥ ধ্রু।
লাফে ঝাঁপে যায় পহুঁ গৌর আবেশে।
পাপ পাষণ্ডমতি না থুইল দেশে॥
দয়ার কারণে পহুঁ ক্ষিতিতলে আসি।
অবিচারে দিল প্রভু প্রেম রাশি রাশি॥
সঙ্গে রঙ্গে সঙ্গী রঙ্গী রামাই স্থন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর॥
চৌদিগে হরিদাস হরি হরি বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি পহুঁ গুণ গায়॥

গৌরী।

দেখরে প্রবল মল্লবেশধারী।
নাম নিত্যানন্দ, ভাইয়া বলি রোয়ত,
ভাব বুঝিতে না পারি॥ ধ্রু।

৪। কলি কল্মষরাশি— কলির পাপরাশি।

ভাবে ঘূর্ণিত, লোচন ছল ছল,
দিগ বিদিগ নাহি মানে।
মত্ত সিংহ জিনি, গরজন ঘন ঘন,
জগমে কাহু না মানে॥
লীলা রসময়, সুন্দর বিগ্রহ,
আনন্দে নটন বিলাস।
কলি মন দলন, দোলন গতি মন্থর,
কীর্ত্তন করল প্রকাশ॥
কটিতটে বিবিধ বরণ পট পহিরণ,
মলয়জ লেপন অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে, বিধি মিলায়ল,
আনি কলিমে ঐছন রঙ্গে॥

ধানশী।

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায়॥
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপীয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে॥
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে॥

১। পাঠান্তর—"লোচন ঢর ঢর"—গী, চি, ম।
৪। "জগমে" স্থলে "জগমাহা"—হ, লি, পু। কাহু—কাহাকেও।
১২। বিভিন্ন পাঠ—"জগমাহ ঐছন রঙ্গে"—লী, স।
১৪। "চৈতন্য" স্থলে "গৌরাঙ্গ"—গী, ক, ত।

সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি সঙ্গে সহচর॥
চৌদিগে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাই গুণ গায়॥

বেলোয়ার।

সুবলিত বলিত, ললিত পুলকাইত,
মূরতি পিরীতিময় কাঞ্চন কাঁতি।
শরদ চাঁদ ছাঁদ মুখমণ্ডল,
লীলা গতি রতিপতি কো ভাঁতি॥
গৌর মোহনিয়া বলি নাচে।
অরুণ চরণে, মণি মঞ্জীর রঞ্জিত,
অঙ্গ ভঙ্গে কত কাঁচনি কাঁচে॥ ধ্রু।
গদ গদ ভাষ, হাস রসে রোয়ত,
অরুণ নয়ানে কত ঢরকত লোর।
নটন রঙ্গে, কত রঙ্গ বিভঙ্গিম,
আনন্দে মগন সঘনে হরিবোল॥
বনি বনমাল, উর উপর
কনয়া শিখরে কিরণাবলি ভাঁতি।
জ্ঞানদাস আশই, অহনিশি গাওই,
গৌর গুণ ইহ দিন রাতি॥

৩। গীত চিন্তামণিতে "নিতাই" পাঠ নাই "হরিদাস" আছে।
১৮। পাঠান্তর—"নিরবধি গাওয়ে"—লী, স।